বিরোধ সম্পর্কে হযরত আবু যার (রাঃ)এর উক্তি

এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত আবু যার (রাঃ)কে একটি জিনিস দেওয়ার জন্য লইয়া চলিলাম। আমরা তাহার আবাসস্থল রাবাযাহতে পৌঁছিয়া তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তিনি সেখানে নাই। আমাদিগকে বলা হইল যে, তিনি (আমীরুল মুমিনীনের নিকট) হজ্জের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। (অতএব তিনি হজ্জে গিয়াছেন।) আমরা সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া মীনা শহরে তাহার নিকট গেলাম। আমরা তাহার নিকট বসিয়াছিলাম এমন সময় কেহ তাহাকে বলিল, (আমীরুল মুমিনীন) হযরত ওসমান (রাঃ) (মীনাতে) চার রাকাত নামায পড়াইয়াছেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত শক্ত কথা বলিলেন এবং বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (এই মীনাতে) নামায পড়িয়াছি। তিনি দুই রাকাত পড়াইয়াছিলেন।

আমি হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত (এখানে) নামায পড়িয়াছি। (তাহারাও দুই রাকাত পড়াইয়াছিলেন।) অতঃপর যখন নামাযের সময় হইল তখন হযরত আবু যার (রাঃ) উঠিয়া চার রাকাত আদায় করিলেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) যেহেতু মক্কায় বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থানের নিয়ত করিয়াছিলেন সেহেতু তিনি মুকীম ছিলেন বিধায় চার রাকাত পড়িয়াছিলেন।) কেহ আরজ করিল, আপনি আমীরুল মুমিনীনের উপর যে বিষয়ে আপত্তি করিলেন, নিজেই তাহা করিলেন? তিনি বলিলেন, আমীরের বিরোধিতা করা ইহা অপেক্ষা অধিক গুরুতর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদিগকে খোতবা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, আমার পরে বাদশাহ হইবে, তোমরা তাহাদিগকে অপমান করিও না। কেননা যে ব্যক্তি তাহাদিগকে অপমান করার ইচ্ছা করিল সে ইসলামের রশিকে নিজের গলা হইতে খুলিয়া ফেলিল। এই

ব্যক্তির তওবা ঐ সময় পর্যন্ত কবুল হইবে না যতক্ষণ না সে ঐ ছিদ্রকে বন্ধ করিবে যাহা সে সৃষ্টি করিয়াছে। (অর্থাৎ বাদশাহকে অপমান করিয়া সে ইসলামের যে ক্ষতি করিয়াছে তাহা পূরণ না করিবে।) —কিন্তু সে এই কাজ করিতে পারিবে না—এবং যতক্ষণ না সে (তাহার পূর্বের আচরণ হইতে) ফিরিয়া আসিবে এবং বাদশাহর সম্মানকারীদের মধ্যে শামিল হইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, তিন বিষয়ে যেন বাদশাহগণ আমাদের উপর প্রবল হইতে না পারেন। (অর্থাৎ আমরা তাহাদেরকে সম্মান করিব কিন্তু তিনটি কাজ ছাড়িব না।) এক—আমরা সৎকাজের আদেশ করিতে থাকিব, দুই—অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিতে থাকিব, তিন—লোকদেরকে সুন্নাত শিক্ষা দিতে থাকিব।

বিরোধ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)এর উক্তি

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) মক্কা ও মীনাতে দুই রাকাত কছর নামায পড়িতেন। এমনিভাবে হযরত ওসমান (রাঃ)ও তাহার খেলাফতের প্রথম দিকে দুই রাকাতই পড়িয়াছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি চার রাকাত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) যখন ইহা জানিতে পারিলেন তখন তিনি বলিলেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। (কিন্তু যখন নামাযের সময় হইল তখন) আবার তিনি উঠিয়া চার রাকাত পড়িলেন। কেহ বলিল, চার রাকাতের কথা শুনিয়া আপনি ইন্না লিল্লাহ..... পড়িলেন কিন্তু নিজেই আবার চার রাকাত পড়িলেন? তিনি বলিলেন, আমীরের বিরোধিতা করা ইহা অপেক্ষা খারাপ জিনিস। (কান্য)

হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আলী (রাঃ) একবার বলিলেন, তোমরা পূর্বে যেইভাবে

www.BANGLAKITAB.com

ফয়সালা করিতে সেইভাবেই ফয়সালা কর। কেননা আমি বিরোধকে অত্যন্ত খারাপ মনে করি। হয় লোকদের এক জামাত থাকিবে নতুবা আমি মৃত্যুবরণ করিব যেমন আমার সঙ্গীগণ (অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) বিরোধহীন ভাবে) মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এই কারণেই হযরত ইবনে সীরীন (রহঃ)এর বিশ্বাস এই ছিল যে, লোকেরা হযরত আলী (রাঃ) হইতে যে সকল (বিরোধমূলক) রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়া থাকে তাহা অধিকাংশই মিথ্যা।

(মুন্তাখাব)

বিদআত, একতা ও বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

ইবনে কাউয়া (রহঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে সুন্নাত ও বিদআত এবং একতা ও বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে ইবনে কাউয়া, তুমি প্রশ্ন স্মরণ রাখিয়াছ এখন উহার উত্তর বুঝিয়া লও। আল্লাহর কসম, সুন্নাত হইল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা, আর বিদআত হইল যাহা সুন্নাত হইতে ভিন্ন, এবং আল্লাহর কসম, একতা হইল আহলে হক (অর্থাৎ হকপন্থীদের) এক হওয়া যদিও তাহারা সংখ্যায় কম হয়, আর বিচ্ছিন্নতা হইল আহলে বাতেল (অর্থাৎ বাতেল পন্থী)দের এক হওয়া যদিও তাহারা সংখ্যায় অধিক হয়। (কান্য)

সাহাবা (রাঃ)দের হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর খেলাফতের উপর একমত হওয়া

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের খবর পাইয়া) হযরত আবু বকর (রাঃ) সুন্হ মহল্লা হইতে সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া আসিলেন এবং মসজিদের দরজার সামনে সওয়ারী হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি

অত্যন্ত ব্যথিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিলেন। নিজ কন্যা হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) অনুমতি দিলে তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হইয়া গিয়াছিল। তিনি বিছানায় শায়িত ছিলেন এবং চারিপার্শ্বে তাঁহার পাকবিবিগণ বসিয়াছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) ব্যতীত অন্যান্য বিবিগণ নিজ নিজ চেহারা চাদর দ্বারা ঢাকিয়া লইলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) হইতে পর্দা করিয়া লইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক হইতে চাদর সরাইলেন এবং হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, (হযরত ওমর) ইবনে খাত্তাব যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক নহে। (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয় নাই, বরং তিনি বেহুঁশ হইয়াছেন অথবা তাহার রূহ মোবারক মেরাজে গিয়াছেন আবার ফিরিয়া আসিবেন।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক, আপনি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় কতই না পবিত্র।

তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) চাদর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক ঢাকিয়া দিলেন এবং দ্রুতবেগে মসজিদের দিকে গেলেন এবং লোকদের ঘাড় টপকাইয়া টপকাইয়া মিম্বার পর্যন্ত পৌঁছলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)কে আসিতে দেখিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বসিয়া গেলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) মিম্বারের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া লোকদের ডাকিলেন। ডাক শুনিয়া সকলেই বসিয়া গেলেন এবং নিশ্চুপ হইয়া গেলেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) যেমন তিনি জানিতেন তেমনভাবে কলেমায়ে শাহাদাত পড়িলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর নবী তোমাদের মধ্যে জীবিত থাকা অবস্থায়ই আল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com

তায়ালা তাহাকে মৃত্যুর সংবাদ দিয়াছিলেন এবং তোমাদেরকেও তোমাদের মৃত্যুর সংবাদ দিয়াছেন। এই মৃত্যু একটি নিশ্চিত বিষয়। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত তোমাদের মধ্য হইতে কেহই (এই দুনিয়ায়) বাকী থাকিবে না। আল্লাহ তায়ালা (কোরআন শরীফে) বলিয়াছেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

অর্থ ঃ আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল বৈ কিছুই নহেন। তাহার পূর্বে বহু রাসূল অতীত হইয়াছেন। সুতরাং যদি তাহার ইন্তেকাল হইয়া যায় অথবা তিনি শহীদ হইয়া যান তবে কি তোমরা উল্টা দিকে ফিরিয়া যাইবে?

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াত কি কোরআনে আছে? আল্লাহর কসম, আজকের পূর্বে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে বলিয়া আমার মনেই ছিল না। (অর্থাৎ আমি এই আয়াতকে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ)কে উহা পাঠ করিতে শুনিয়া আমার স্মরণ হইয়াছে এবং মনে হইয়াছে যেন আজই এই আয়াত নাযিল হইয়াছে।)

আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ

অর্থ ঃ আপনাকেও মৃত্যুবরণ করিতে হইবে এবং তাহাদিগকেও মৃত্যুবরণ করিতে হইবে।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালার সত্তা ব্যতীত সকল জিনিস ধ্বংস হইবে। বিধান তাহারই, তোমরা সকলে তাহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

অর্থ ঃ ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল, একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ব্যতীত।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ ঃ প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করিতে হইবে মৃত্যু, আর তোমরা কেয়ামতের দিন তোমাদের পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হইবে।

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই পরিমাণ বয়স দিয়াছেন ও জীবিত রাখিয়াছেন যে, তিনি আল্লাহর দ্বীন কায়েম করিয়া দিয়াছেন এবং আল্লাহর হুকুমকে প্রবল করিয়া দিয়াছেন, আল্লাহর পয়গামকে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে এই অবস্থার উপর ওফাত দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদিগকে একটি (পরিষ্কার ও প্রশস্ত) রাস্তার উপর রাখিয়া গিয়াছেন। এখন যে কেহ ধ্বংস হইবে সে ইসলামের পরিষ্কার দলীলসমূহ ও (কুফর ও শিরকের রোগ হইতে) শেফাদানকারী কোরআন পাওয়ার পার ধ্বংস হইবে। আল্লাহ তায়ালা যাহার রব, (তাহার রব) আল্লাহ তায়ালা চিরঞ্জীব, তাঁহার উপর কখনও মৃত্যু আসিবে না। আর যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবাদত করিত এবং তাঁহাকে মা'বুদের পর্যায়ে মনে করিত, তাহার মা'বুদ মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

হে লোকসকল, আল্লাহকে ভয় কর, আপন দ্বীনকে মজবুত করিয়া ধরিয়া রাখ এবং আপন রবের উপর ভরসা কর। কেননা আল্লাহ তায়ালার দ্বীন বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালার কথা পূর্ণ হইয়াছে। যে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সাহায্য করিবেন এবং আপন দ্বীনকে ইজ্জত দান করিবেন। আল্লাহ তায়ালার কিতাব আমাদের নিকট রহিয়াছে যাহা নূর ও শেফা। এই

WWW.BANGLAKITAB.COM

কিতাব দ্বারা আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং এই কিতাবের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হালাল ও হারামকৃত জিনিসের উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহর কসম, আল্লাহর মাখলুকের মধ্য হইতে যে কেহ আমাদের বিরুদ্ধে সৈন্য লইয়া আসিবে আমরা তাহার পরওয়া করিব না। নিঃসন্দেহে আল্লাহর তলোয়ার উত্তোলিত রহিয়াছে, আমরা এখনো উহা নামাইয়া রাখি নাই। যে কেহ আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে আমরা তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ করিব, যেমন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া জেহাদ করিয়াছি। এখন যে কেহ অন্যায় আচরণ করিবে সে প্রকৃতপক্ষে নিজের সহিত অন্যায় আচরণকারী হইবে।' তারপর তিনি ও তাহার সহিত মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (কাফন দাফনের ব্যবস্থার) জন্য গেলেন।

(বিদায়াহ)

হযরত ওমর (রাঃ)এর খোতবা

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর সেই সর্বশেষ খোতবা শুনিয়াছেন যাহা তিনি মিম্বারে বসিয়া দিয়াছিলেন। আর ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরদিনের ঘটনা। হযরত আবু বকর (রাঃ) চুপচাপ বসিয়াছিলেন, কোন কথা বলিতেছিলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, 'আমি আশা করিয়াছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততদিন দুনিয়াতে জীবিত থাকিবেন যে, আমরা সকলে তাহার পূর্বে চলিয়া যাইব এবং তিনি আমাদের সকলের পরে যাইবেন। এখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হইয়া গেলেও আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাঝে এক নূর (অর্থাৎ কোরআন) রাখিয়াছেন যাহা দ্বারা তোমরা হেদায়াত লাভ করিতে পার। আর ইহা দ্বারাই আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। আর (দ্বিতীয় কথা হইল) হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী এবং (তিনি হিজরতের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ) দুইজনের দ্বিতীয় জন ছিলেন। আর তিনি তোমাদের কাজের ব্যাপারে সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। অতএব তোমরা উঠ এবং তাহার হাতে বাইআত হইয়া যাও।' ইতিপূর্বে সাকীফায়ে বনি সায়েদায় (অর্থাৎ বনু সায়েদার বৈঠকখানায়) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে এক জামাত বাইআত হইয়াছিলেন। তারপর (মসজিদের) মিম্বারের উপর সাধারণভাবে মুসলমানদের বাইআত গ্রহণের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। ইমাম যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি সেদিন হযরত ওমর (রাঃ)কে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে বলিতে শুনিয়াছি যে, আপনি মিম্বারে উঠুন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে এই ব্যাপারে বারবার পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি স্বয়ং তাহাকে মিম্বারের উপর উঠাইয়া দিলেন এবং সাধারণ মুসলমানগণ তাহার হাতে বাইআত হইলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সাকীফায়ে বনী সায়েদায় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআত সংঘটিত হওয়ার পর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের) দ্বিতীয় দিন হযরত আবু বকর (রাঃ) মিম্বারে বসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) দাঁড়াইয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পূর্বে কথা বলিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার যথোপযুক্ত হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল, গতকল্য আমি তোমাদের সম্মুখে একটি কথা বলিয়াছিলাম যাহা না আল্লাহ তায়ালার কিতাবে রহিয়াছে আর না আমি উহাতে পাইয়াছি আর না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে এই বিষয়ে কোন অঙ্গীকার লইয়াছেন, বরং শুধু আমার ধারণা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সকলের পরে

www.BANGLAKITAB.com

দুনিয়া হইতে যাইবেন। (এইজন্য আমি গতকল্য বলিয়াছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন নাই, ইহা আমার ভুল ছিল।) আল্লাহ তায়ালা আপন সেই কিতাবকে তোমাদের মাঝে বিদ্যমান রাখিয়াছেন যাহা দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়াত দান করিয়াছিলেন। যদি তোমরা সেই কিতাবকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে যে সমস্ত বিষয়ে হেদায়াত দান করিয়াছেন তোমাদিগকেও সেই সমস্ত বিষয়ে হেদায়াত দান করিবেন। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (খেলাফতের) বিষয়কে তোমাদের মধ্য হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাতে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও সওর গুহার সঙ্গী। অতএব তোমরা সকলে উঠিয়া তাহার নিকট বাইআত হইয়া যাও। সকীফায় বাইআত সংঘটিত হওয়ার পর (আজ পুনরায়) সাধারণভাবে মুসলমানগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআত হইলেন।

তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) কথা বলিলেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার যথোপযুক্ত হামদ সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আমাকে তোমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইয়াছে। অথচ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। (তিনি এই কথা বিনয়ের কারণে বলিয়াছেন, নতুবা উম্মতের সমস্ত ওলামায়ে কেরামের মতে হযরত আবু বকর (রাঃ) সমস্ত সাহাবাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।) যদি আমি সঠিকভাবে কাজ করি তবে তোমরা আমার সাহায্য করিবে, আর যদি আমি ভুল করি তবে তোমরা আমাকে শোধরাইয়া দিবে। সত্য কথা আমানত, আর মিথ্যা খেয়ানত। তোমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট সবল। সে যে কোন অসুবিধার কথা আমার নিকট লইয়া আসিবে আমি তাহা দূর করিয়া দিব ইনশাআল্লাহ। আর তোমাদের সবল ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল যতক্ষণ না আমি তাহার নিকট হইতে দুর্বলের হক উসুল করিয়া দিব, ইনশাআল্লাহ। যে কোন জাতি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা ছাড়িয়া দিবে আল্লাহ

তায়ালা তাহাদের উপর লাঞ্ছনা আরোপ করিয়া দিবেন। আর যে কোন জাতি অশ্লীল কাজের প্রসার ঘটাইবে আল্লাহ তায়ালা (দুনিয়াতে) তাহাদের (ভাল–মন্দ লোক) সকলকে ব্যাপকভাবে সাজা দিবেন। তোমরা আমাকে মান্য কর যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে মান্য করি। যদি আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নাফরমানী করি তবে তোমাদের উপর আমাকে মান্য করা জরুরী নয়। এখন নামাযের জন্য দাঁড়াইয়া যাও। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। (বিদায়াহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে কোরআন পড়াইতাম। একদিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) নিজ অবস্থানস্থলে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে তাহার অপেক্ষারত পাইলেন। আর ইহা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর শেষ হজ্জে মীনায় অবস্থানকালীন সময়ের ঘটনা। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) আমাকে বলিলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, অমুক ব্যক্তি বলিতেছে যে, যদি হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া যায় তবে আমি অমুক (অর্থাৎ হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ))এর হাতে খেলাফতের বাইআত হইয়া যাইব। আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআত এইভাবে আকস্মিকভাবে হইয়াছিল এবং তাহা পূর্ণ হইয়াছিল। (অতএব আমিও অকস্মাৎ এইভাবে অমুকের হাতে বাইআত হইয়া যাইব তখন তাহার বাইআতও পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং সকলে তাহার হাতে বাইআত হইয়া যাইবে।)

এই কথা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইনশাআল্লাহ আমি আজ সন্ধ্যায় লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বয়ান করিব এবং তাহাদেরকে এই ধরনের লোকদের ব্যাপারে সাবধান করিব যাহারা মুসলমানদের নিকট হইতে খেলাফতের বিষয়কে (এইভাবে অকস্মাৎ) ছিনাইয়া লইতে চাহিতেছে। (অর্থাৎ পরামর্শ ও চিন্তা ফিকির ব্যতীত এবং খেলাফতের কাজের জন্য যোগ্যতার বিচার ছাড়াই নিজের লোককে খলীফা বানাইতে

www.BANGLAKITAB.com

চাহিতেছে।) হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি এরূপ করিবেন না, কারণ হজ্জের মৌসুমে সাধারণতঃ আজেবাজে বিবেক বুদ্ধিহীন লোকজন জমা হইয়া থাকে। আপনি যখন বয়ানের জন্য দাঁড়াইবেন তখন মজলিসে এই ধরনের লোকজনই বেশী থাকিবে। (জ্ঞানী গুণী লোক মজলিসে কম স্থান পাইবে।) এমতাবস্থায় আমার আশংকা হয় যে, আপনি কোন কথা বলিবেন আর এই ধরনের লোক তাহা লইয়া ছড়াইয়া পড়িবে, না তাহারা আপনার কথা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, আর না সঠিকভাবে তাহা অন্যদের নিকট পৌছাইতে পারিবে। অতএব আপনি মদীনায় পৌছা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করুন। কারণ মদীনা হিজরতের স্থান ও সুন্নাতে নববীর ঘর। সেখানে যাইয়া আপনি লোকদের মধ্য হইতে ওলামা ও সর্দারদেরকে পৃথক করিয়া লইয়া যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন বলিবেন। তাহারা আপনার কথা পরিপূর্ণভাবে বুঝিতেও পারিবে এবং সঠিকভাবে অন্যদের কাছেও পোঁছাইতে পারিবে। হযরত ওমর (রাঃ) (আমার রায় গ্রহণ করিয়া) বলিলেন, আমি যদি সহী সালামতে মদীনায় পৌছিয়া যাই তবে (ইনশাআল্লাহ) আমি আমার সর্বপ্রথম বয়ানে লোকদেরকে এই বিষয়ে অবশ্য বলিব।

(হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,) আমরা যখন যিলহজ্জ মাসের শেষের দিকে জুমুআর দিন মদীনায় পৌছিলাম তখন আমি দ্বিপ্রহরের সময় কঠিন গরমের পরওয়া না করিয়া দ্রুত (মসজিদে) গেলাম। আমি সেখানে পৌছিয়া দেখিলাম, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) আমার পূর্বেই পৌছিয়া গিয়াছেন এবং মিম্বারের ডান দিকে বসিয়া রহিয়াছেন। আমি পাশাপাশি তাহার হাঁটুর সহিত হাঁটু লাগাইয়া বসিয়া গেলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই হযরত ওমর (রাঃ) আসিলেন। আমি তাহাকে দেখিয়া বলিলাম, আজ হযরত ওমর (রাঃ) এই মিম্বারের উপর এমন কথা বলিবেন যাহা আজকের পূর্বে এই মিম্বারে আর কেহ বলে নাই। হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) আমার এই কথা অস্বীকার করিয়া বলিলেন,

আমার ধারণা হয় না যে, হযরত ওমর (রাঃ) আজ এমন কথা বলিবেন যাহা তাহার পূর্বে আর কেহ বলে নাই। (কেননা দ্বীন তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে অতএব নতুন কথা কিভাবে বলিবেন।)

হযরত ওমর (রাঃ) মিম্বারে বসিলেন। মুআযযিন আযান শেষ করিলে হযরত ওমর (রাঃ) দাঁড়াইলেন এবং আল্লাহ তায়ালার যথাযথ হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আম্মাবাদ, হে লোকসকল, আমি একটি কথা বলিব যাহা বলার জন্য পূর্ব হইতেই আমার ভাগ্যে লেখা হইয়াছে। হইতে পারে এই কথা আমার মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ হইবে। অতএব যে ব্যক্তি আমার কথা স্মরণ রাখিতে পারে এবং ভালভাবে বুঝিতে পারে সে যেন আমার এই কথা দুনিয়ার যেখান পর্যন্ত তাহার বাহন তাহাকে লইয়া যায় সেখানকার লোকদের নিকট বর্ণনা করে। আর যে ব্যক্তি আমার কথা ভালভাবে বুঝিতে সক্ষম না হয় আমি তাহাকে এই অনুমতি দান করি না যে, সে আমার ব্যাপারে ভুল কথা বলে। (সকলকে ভালভাবে মনোযোগী করার জন্য উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়া তিনি বলিলেন,) আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাহার উপর কিতাব নাযিল করিয়াছেন। তাঁহার উপর যাহা কিছু নাযিল হইয়াছিল উহাতে (ব্যভিচারীকে) রজম (অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা)এর আয়াতও ছিল। (সেই আয়াত এইরূপ ছিল—اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا আয়াতের শব্দ পরবর্তীতে রহিত হইয়া গেলেও উহার হুকুম বহাল রহিয়াছে।)

আমরা সেই আয়াত পড়িয়াছি এবং মুখস্থ করিয়াছি এবং উহাকে ভালোভাবে বুঝিয়াছি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও রজম করিয়াছেন এবং আমরাও তাঁহার পর রজম করিয়াছি। কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর কেহ এরূপ বলিবে যে, আমরা তো রজমের আয়াত আল্লাহর কিতাবে

www.BANGLAKITAB.com

পাইতেছি না। এইভাবে আল্লাহ তায়ালার ফরযকৃত হুকুম ছাড়িয়া দিয়া লোকেরা গোমরাহ হইয়া যাইবে। ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার হুকুম অবশ্যই আল্লাহর কিতাবে ছিল। বিবাহিত পুরুষ বা মহিলা যদি যেনা করে এবং উহার সাক্ষী পাওয়া যায় অথবা যেনা দ্বারা গর্ভ ধারণ হইয়া থাকে বা উহার স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় তবে রজম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী। শুনিয়া রাখ, আমরা (কোরআনে) এই আয়াতও পাঠ করিতাম—

لَا تَرْغَبُوا عَنْ اٰبَائِكُمْ فَاِنَّ كُفْرًا بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوا عَنْ اٰبَائِكُمْ

অর্থ ঃ নিজের বাপদাদা ব্যতীত অন্য কাহারো সহিত নিজের বংশসূত্র স্থাপন করিবে না। কারণ বাপদাদার বংশ পরিত্যাগ করা কুফুরী (অর্থাৎ নেয়ামতের নাশুকরী)। (এই আয়াতের শব্দ যদিও রহিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু হুকুম বহাল রহিয়াছে।) আর শুনিয়া রাখ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার প্রশংসায় এরূপ বাড়াবাড়ি করিও না যেরূপ হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিমাস সালামের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে। আমি তো শুধু একজন বান্দা। অতএব তোমরা (এরূপ) বল যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আর আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ এইকথা বলিতেছে যে, ওমর মারা গেলে আমি অমুকের হাতে বাইআত হইয়া যাইব। সে যেন এই ধোকা না খায় যে, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বাইআত আকস্মিকভাবে হইয়াছিল এবং তাহা পূর্ণ হইয়াছিল।

শুনিয়া রাখ, সেই বাইআত প্রকৃতই এইভাবে (অকস্মাৎ) ঘটিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা উহার অকল্যাণ ও খারাবী হইতে (সমগ্র উম্মতকে) বাঁচাইয়া দিয়াছেন। আজ তোমাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ন্যায় কেহ নাই যাহার সম্মান সকলের নিকট স্বীকৃত এবং দূর ও নিকটের সকলেই তাহাকে মান্য করিবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় আমাদের ঘটনা এই যে,

হযরত আলী, হযরত যুবাইর এবং তাহাদের সহিত আরো কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ঘরে রহিয়া গিয়াছিলেন। অপরদিকে আনসারগণ সাকীফায়ে বনি সায়েদায় সমবেত হইলেন আর মুহাজিরগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট জমায়েত হইলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, হে আবু বকর! চলুন আমরা আমাদের আনসারী ভাইদের নিকট যাই। সুতরাং আমরা আনসারদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। পথে দুইজন নেক ব্যক্তি (হযরত উয়াইম আনসারী (রাঃ) ও হযরত মা'ন (রাঃ))এর সহিত সাক্ষাত হইল। তাহারা আনসারগণ যাহা করিতেছিলেন সে ব্যাপারে সংবাদ দিলেন এবং আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুহাজিরীনদের জামাত, আপনারা কোথায় যাইতেছেন? আমি বলিলাম, আমরা আমাদের আনসারী ভাইদের নিকট যাইতেছি। তাহারা উভয়ে বলিলেন, আনসারদের নিকট আপনাদের যাওয়ার প্রয়োজন নাই, হে মুহাজিরগণ, আপনারা নিজেরাই নিজেদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিয়া লউন। আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, না, আমরা তো অবশ্যই তাহাদের নিকট যাইব।

সুতরাং আমরা গেলাম এবং তাহাদের নিকট পৌঁছিলাম। তাহারা সকলে সাকীফায়ে বনি সায়েদায় সমবেত ছিল এবং তাহাদের মাঝে এক ব্যক্তি চাদর জড়াইয়া বসিয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে? তাহারা বলিল, ইনি হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার কি হইয়াছে? তাহারা বলিল, ইনি অসুস্থ। অতঃপর আমরা যখন বসিয়া গেলাম তখন তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি কথা বলার জন্য দাঁড়াইল এবং আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিল, আম্মা বাদ, আমরা আল্লাহর (দ্বীনের) আনসার অর্থাৎ সাহায্যকারী এবং ইসলামের সৈন্যদল, আর হে মুহাজিরগণ, আপনারা আমাদের নবীর জামাত, আপনাদের মধ্য হইতে কিছু লোক এমন কথা বলিতেছেন যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, আপনারা আমাদিগকে

www.BANGLAKITAB.com

বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে চান এবং খেলাফতের বিষয় হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। এই ব্যক্তি (কথা শেষ করিয়া) চুপ করিলে আমি কথা বলিতে চাহিলাম। আমি কিছু বক্তব্য সাজাইয়া লইয়াছিলাম যাহা আমার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উপস্থিতিতে আমি তাহা ব্যক্ত করিতে চাহিতেছিলাম। এইজন্য আমি তাহাকে শান্ত রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলাম (যাহাতে তাহার রাগারাগির কারণে আমার কথা বলার সুযোগ নষ্ট না হইয়া যায়।) অথচ তিনি আমার অপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল ও ধীর-গম্ভীর ছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে ওমর, শান্ত হইয়া বস। আমি তাহাকে অসন্তুষ্ট করিতে চাহিলাম না। (অতএব বসিয়া গেলাম এবং তিনি কথা বলিলেন।) তিনি আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও ধীর-গম্ভীর ছিলেন। আল্লাহর কসম, আমি মনে মনে যে সকল পছন্দনীয় কথা বলার জন্য সাজাইয়া লইয়াছিলাম হযরত আবু বকর (রাঃ) সাজানো ছাড়াই উপস্থিত বক্তব্যে সেই সকল কথা হুবহু বলিয়া দিলেন, বরং তাহা অপেক্ষা উত্তম বলিলেন। তারপর ক্ষান্ত হইলেন।

তিনি (তাহার বক্তব্যে) বলিলেন, আম্মাবাদ, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছ, প্রকৃতই তোমরা উহার অধিকারী। কিন্তু সমগ্র আরব এই খেলাফতের বিষয়ে একমাত্র কোরাইশকেই উপযুক্ত মনে করে এবং কোরাইশগণ সমগ্র আরবের মধ্যে বংশ ও শহর হিসাবে সর্বাপেক্ষা উত্তম। আমার নিকট এই দুইজনের যে কোন একজন (তোমাদের খলীফা হওয়ার জন্য) পছন্দ হয়। অতএব তোমরা দুইজনের যে কোন একজনের হাতে বাইআত হইয়া যাও। এই বলিয়া তিনি আমার ও হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর হাত ধরিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এই একটি কথা ব্যতীত আর কোন কথা আমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হয় নাই। আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উপস্থিতিতে আমি লোকদের আমীর হইয়া যাই ইহা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় এই যে, আমাকে

সামনে ডাকিয়া বিনা অপরাধে আমার গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে তো আমার মনের অবস্থা ইহাই তবে যদি মৃত্যুর সময় আমার মনের অবস্থা পরিবর্তন হইয়া যায় তাহা ভিন্ন কথা।

আনসারদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, আমি খুজলিযুক্ত উটের জন্য চুলকাইবার খুঁটি ও ফলযুক্ত গাছের জন্য ভারবাহী খুঁটি হইতে পারি অর্থাৎ আমি এই বিষয়ে উত্তম সমাধান দিতে পারি। আর তাহা এই যে, হে কুরাইশ, আমাদের মধ্য হইতে একজন আমীর হইবে এবং তোমাদের মধ্য হইতে একজন আমীর হইবে। এই কথার পর সকলেই কথা বলিতে আরম্ভ করিল এবং শোরগোল হইতে লাগিল। পরস্পর মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা দেখা দিল। তখন আমি বলিলাম, হে আবু বকর, আপনার হাত প্রসারিত করুন। তিনি হাত প্রসারিত করিলে আমি সর্বপ্রথম তাহার হাতে বাইআত হইয়া গেলাম। তারপর মুহাজিরগণ বাইআত হইলেন। অতঃপর আনসারগণ বাইআত হইয়া গেলেন। এইভাবে আমরা হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর উপর জয়ী হইলাম। (অর্থাৎ তিনি আর আমীর হইতে পারিলেন না) এমতাবস্থায় তাহাদের একজন বলিল, তোমরা তো সা'দকে মারিয়া ফেলিলে। আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মারিয়া ফেলুক। (অর্থাৎ তিনি যেমন এই পরিস্থিতিতে হকের পক্ষে সাহায্য করিলেন না তেমনি আল্লাহ তায়ালা যেন আমীর হওয়ার ব্যাপারে তাহাকে সাহায্য না করেন।)

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, এই পরিস্থিতিতে আমরা যত বিষয়ে অংশগ্রহণ করিয়াছি উহাতে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআতের ন্যায় কার্যকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা আমরা আর কিছু পাই নাই। আর (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে আকস্মিকভাবে আমার বাইআত শুরু করাইয়া দেওয়ার কারণ এই ছিল যে,) আমাদের আশংকা হইতেছিল যে, যদি আমরা বাইআতের কাজ শেষ না করিয়া আনসারদেরকে এইখানে রাখিয়া যাই তবে আমাদের যাওয়ার পর তাহারা অন্য কাহারো হাতে বাইআত হইয়া যাইবে। অতঃপর পছন্দ না

www.BANGLAKITAB.com

হইলেও (তাহাদের সহিত একতা রক্ষার খাতিরে) আমাদেরকেও বাইআত হইতে হইবে। অথবা আমাদিগকে তাহাদের বিরোধিতা করিতে হইবে। আর তখন ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে। অতএব (মূল কথা হইল,) যে ব্যক্তি মুসলমানদের সহিত পরামর্শ ব্যতীত কোন আমীরের হাতে বাইআত হইবে তাহার এই বাইআত শরীয়তমতে গ্রহণযোগ্য হইবে না। আর না সেই আমীরের বাইআতের কোন মূল্য হইবে। বরং (হক কথা না মানার কারণে) আশংকা হয় যে, (শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী) তাহাদের উভয়কে কতল করিয়া দেওয়া হইবে।

যুহরী (রহঃ) হযরত ওরওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, সেই দুই ব্যক্তি যাহাদের সহিত হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহারা হইলেন হযরত উয়াইম ইবনে সায়েদাহ (রাঃ) ও হযরত মাআন ইবনে আদী (রাঃ)। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে, এই বিষয়ে আমার নিকট উত্তম সমাধান রহিয়াছে, তিনি হযরত হুবাব ইবনে মুনযির (রাঃ) ছিলেন। (বিদায়াহ)

উক্ত বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর হাদীস

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, (খেলাফতের বিষয়ে) সাহাবা (রাঃ)দের ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর এক ব্যক্তি আসিয়া আমাদিগকে বলিল, আনসারগণ হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর নিকট বাইআত হওয়ার জন্য সাকীফায়ে বনি সায়েদায় সমবেত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ) তাহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম এবং এই ব্যাপারে ভীত ও শঙ্কিত হইলাম যে, আনসারগণ ইসলামের মধ্যে কোন নতুন বিষয় সৃষ্টি করিয়া না বসে। পথে আমাদের সহিত দুইজন আনসারীর সাক্ষাৎ হইল। তাহারা অত্যন্ত সত্যবাদী লোক ছিলেন।

একজন হযরত উয়াইম ইবনে সায়েদাহ (রাঃ) ও অপরজন হযরত মাআন ইবনে আদী (রাঃ)। তাহারা উভয়ে বলিলেন, আপনারা কোথায় যাইতেছেন? আমরা বলিলাম, তোমাদের (আনসারদের) সম্পর্কে আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে, এইজন্য তাহাদের নিকট যাইতেছি। তাহারা বলিলেন, আপনারা ফিরিয়া যান, কারণ আপনাদের বিরোধিতা কখনই করা হইবে না এবং এমন কোন কাজ করা হইবে না যাহা আপনাদের নিকট অপছন্দনীয় হয়। কিন্তু আমরা তাহাদের নিকট যাওয়ারই সিদ্ধান্ত করিলাম। আমি সেখানে যাইয়া বলার জন্য কিছু কথা মনে মনে সাজাইয়া লইলাম। অবশেষে আমরা আনসারদের নিকট পৌঁছিলাম। তাহারা হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর চারিপার্শ্বে সমবেত হইয়াছিল এবং হযরত সা'দ (রাঃ) চৌকির উপর অসুস্থ অবস্থায় বসিয়াছিলেন। আমরা তাহাদের সমাবেশে উপস্থিত হইলে তাহারা আমাদিগকে বলিল,হে কুরাইশের জামাত! আমাদের পক্ষ হইতে একজন আমীর হইবেন এবং আপনাদের পক্ষ হইতে একজন আমীর হইবেন।

হযরত হুবাব ইবনে মুনযির (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট এই রোগের উত্তম চিকিৎসা রহিয়াছে এবং আমার নিকট এই বিষয়ের উত্তম সমাধান রহিয়াছে। আল্লাহর কসম, যদি তোমরা চাও তবে আমরা এই বিষয়ের ফয়সালাকে জওয়ান উটের ন্যায় পছন্দনীয় করিয়া দিতে পারি। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আপনারা সকলে স্ব স্ব স্থানে শান্ত হইয়া বসুন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমার ইচ্ছা হইল কিছু বলি কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে ওমর, তুমি চুপ থাক। অতঃপর তিনি হামদ ও সানা পাঠ করিয়া বলিলেন, হে আনসারদের জামাত, আল্লাহর কসম, আমরা আপনাদের সম্মান এবং ইসলামে আপনারা যে মর্যাদায় পৌঁছিয়াছেন তাহা এবং আমাদের উপর আপনাদের প্রাপ্য হককে অস্বীকার করি না। কিন্তু আপনারা জানেন, সমগ্র আরবের মধ্যে কুরাইশদের একটি বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে যাহা তাহাদের ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য নাই। আরবগণ কুরাইশ ব্যতীত অন্য

www.BANGLAKITAB.com

কাহারো ব্যাপারে একমত হইতে পারিবে না। সুতরাং আমরা আমীর হইব আর আপনারা উজির হইবেন। আল্লাহকে ভয় করুন এবং ইসলামকে বিভক্ত করিবেন না। আর আপনারা ইসলামে নতুন বিষয় সৃষ্টির সূচনাকারী হইবেন না। একটু মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন, আমি আপনাদের জন্য এই দুই ব্যক্তির যে কোন একজনকে পছন্দ করিয়াছি।

হযরত আবু বকর (রাঃ) দুই ব্যক্তি দ্বারা আমাকে ও হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)কে বুঝাইয়াছেন। তারপর বলিলেন, আপনারা এই দুইজনের যে কোন একজনের হাতে বাইআত হইবেন, সে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) শেষোক্ত কথা ব্যতীত সকল কথাই আমার পছন্দমত বলিয়াছেন এবং যত কথা আমি বলিতে চাহিয়াছিলাম তিনি তাহা সবই বলিয়া দিয়াছেন। আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ) যেখানে উপস্থিত রহিয়াছেন সেখানে আমি আমীর হই ইহা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় এই যে, আমাকে বিনা অপরাধে কতল করিয়া আবার জীবিত করা হয় এবং আবার কতল করিয়া আবার জীবিত করা হয়।

তারপর আমি বলিলাম, হে আনসারদের জামাত, হে মুসলমানদের জামাত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁহার খেলাফতের বিষয়ে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হকদার সেই ব্যক্তি যিনি (কোরআনের ভাষায় ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ অর্থাৎ দুইজনের দ্বিতীয়জন যখন তাহারা গুহার ভিতর ছিলেন। আর তিনি হইলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), যিনি সকল নেককাজে প্রকাশ্যভাবে সবার অপেক্ষা অগ্রগামী। অতঃপর আমি (বাইআত হওয়ার জন্য) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাত ধরিতে চাহিলাম, কিন্তু আমরা হাত ধরিবার পূর্বেই একজন আনসারী তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন (এবং বাইআত হইয়া গেলেন)। ইহার পর লোকেরা একের পর এক বাইআত হইতে আরম্ভ করিল এবং হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর দিক হইতে মনোযোগ সরিয়া গেল। (কানযুল উম্মাল)

উক্ত ঘটনা সম্পর্কে ইবনে সীরীন (রহঃ)এর হাদীস

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, যুরাইক গোত্রীয় এক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, সেদিন (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের দিন) হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) হুজরা শরীফ হইতে বাহির হইয়া আনসারদের নিকট পৌঁছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে আনসারদের জামাত! আমরা তোমাদের হককে অস্বীকার করি না, আর কোন মুমিন ব্যক্তি তোমাদের হককে অস্বীকার করিতে পারে না। আল্লাহর কসম, আমরা যত কল্যাণ হাসিল করিয়াছি তোমরাও উহাতে আমাদের সহিত সমভাবে শরীক রহিয়াছ, কিন্তু আরবগণ কুরাইশী কোন ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারো (খলীফা হওয়ার) উপর সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইবে না। কারণ কুরাইশগণ সর্বাপেক্ষা শুদ্ধভাষী এবং তাহাদের চেহারা সর্বাপেক্ষা সুশ্রী ও তাহাদের শহর (মক্কা শরীফ) সমগ্র আরবের শহর অপেক্ষা উত্তম। আরবের মধ্যে তাহারা সর্বাধিক অতিথিপরায়ণ। অতএব আস, তোমরা ওমরের দিকে অগ্রসর হও এবং তাহার হাতে বাইআত হইয়া যাও। আনসারগণ বলিলেন, না। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কেন? আনসারগণ বলিলেন, আমাদের আশংকা হয় যে, আমাদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি যতক্ষণ জীবিত আছি ততক্ষণ তোমাদের উপর অন্য কাহাকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে না। তোমরা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআত হইয়া যাও। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমার অপেক্ষা উত্তম। একই কথা উভয়ের মধ্যে দুইবার পুনরাবৃত্তি হইল। হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন তৃতীয়বার বলিলেন তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার সম্পূর্ণ শক্তি আপনার সঙ্গে থাকিবে, উপরন্তু আপনি আমার অপেক্ষা উত্তমও। সুতরাং লোকজন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে

www.BANGLAKITAB.com

বাইআত হইয়া গেল। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআতের সময় কতিপয় লোক হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর নিকট (বাইআত হওয়ার জন্য) আসিলে তিনি বলিলেন, তোমরা আমার নিকট বাইআত হওয়ার জন্য আসিতেছ অথচ তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি রহিয়াছেন যিনি (কোরআনের ভাষায়) দুইজনের একজন যখন তাঁহারা গুহার ভিতর ছিলেন। (অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ)।) (কান্য)

খেলাফতের ব্যাপারে সাহাবা (রাঃ)দের হযরত আবু বকর (রাঃ)কে অগ্রগণ্য মনে করা ও তাহার খেলাফতের উপর সন্তুষ্ট হওয়া এবং যাহারা এই ব্যাপারে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছে তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফত সম্পর্কে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর উক্তি

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠাইলেন যে, আস, আমি তোমাকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) খলীফা নিযুক্ত করিয়া দেই। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন আমীন (অর্থাৎ আমানতদার) হইয়া থাকে, আর তুমি এই উম্মতের আমীন। হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহাকে আমাদের (নামাযে) ইমামতি করার হুকুম করিয়াছেন আমি তাহার অগ্রে যাইতে পারি না।) আর আপনি সেই ব্যক্তি।)

আবুল বাখতারী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি নিজের হাত প্রসারিত করুন আমি আপনার হাতে বাইআত হইব। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আপনি এই

উম্মতের আমীন। হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহাকে আমাদের (নামাযে) ইমাম হইবার হুকুম করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার ইন্তেকাল পর্যন্ত আমাদের ইমামতি করিয়াছেন, আমি তাহার অগ্রে যাইতে পারি না। (আর তিনি হইলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। অতএব আমি খলীফা হইতে পারি না।)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) বলিলেন, আপনার ইসলাম গ্রহণের পর হইতে এ যাবৎ আপনার নিকট হইতে এরূপ অজ্ঞতাপূর্ণ কথা আর শুনি নাই। আপনি আমার নিকট বাইআত হইতে চাহিতেছেন, অথচ আপনাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি বিদ্যমান রহিয়াছেন যিনি সিদ্দীক ও (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত গুহায় অবস্থানকালে) দুইজনের দ্বিতীয়জন।

হযরত ওসমান (রাঃ)এর উক্তি

হযরত হুমরান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) খেলাফতের ব্যাপারে সকল লোকদের অপেক্ষা অধিক হকদার। কারণ, তিনি হইলেন সিদ্দীক এবং (হিজরতের সময় সওর গুহায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ও তাঁহার সাহাবী। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত যুবাইর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত সাঈদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর সঙ্গে ছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) হযরত যুবাইর (রাঃ)এর তলোয়ার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইয়া লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দিলেন এবং তাহাদের সম্মুখে নিজের

www.BANGLAKITAB.com

অপারগতা প্রকাশ করিতে যাইয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম, কোন দিনে অথবা রাত্রে অর্থাৎ জীবনের কোন সময় আমীর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরে পয়দা হয় নাই আর না ইহার প্রতি আমার আগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে, আর না আমি কখনও গোপনে বা প্রকাশ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট আমীর হওয়ার জন্য দোয়া করিয়াছি। কিন্তু আমি (মুসলমানদের মধ্যে) ফেৎনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকায় ইহা কবুল করিয়াছি। (নতুবা) আমীর হওয়ার মধ্যে আমার জন্য কোন আরামের বিষয় নাই। (বরং) এক বিরাট দায়িত্ব আমার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহা আমার শক্তির ঊর্ধ্বে। অবশ্য যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে শক্তি দান করেন (তবেই ইহা সঠিকভাবে আদায় করিতে পারিব)। আর আমি আন্তরিকভাবে ইহা চাই যে, লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি আজ আমার স্থলে আমীর হইয়া যাক।

মুহাজিরগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বক্তব্য ও তাহার এই ওযরকে গ্রহণ করিলেন। হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত যুবাইর (রাঃ) বলিলেন, আমরা শুধু এইজন্য অসন্তুষ্ট হইয়াছি যে, আমাদিগকে পরামর্শে শরীক করা হয় নাই। নতুবা আমরা ভালভাবেই জানি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খেলাফতের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হকদার একমাত্র হযরত আবু বকর (রাঃ)। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুহার সঙ্গী এবং (কোরআনের ভাষায়) দুইজনের দ্বিতীয়জন। আমরা তাহার শরাফত ও বুযুর্গীকে ভালভাবে জানি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন জীবদ্দশায় তাহাকে লোকদের নামায পড়াইবার হুকুম দিয়াছিলেন। (বাইহাকী)

হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

হযরত সুয়াইদ ইবনে গাফালাহ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আব্বাস (রাঃ)এর নিকট যাইয়া

বলিলেন, হে আলী! আর হে আব্বাস, বল, এই খেলাফতের কাজ কুরাইশের সর্বাপেক্ষা নিচু ও নিম্ন খান্দানে কিভাবে গেল? আল্লাহর কসম, যদি তোমরা চাও তবে আমি (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বিরুদ্ধে) আরোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা মদীনা ভরিয়া দিতে পারি। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, না, আমি ইহা চাই না যে, তুমি (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বিরুদ্ধে) আরোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা মদীনা ভরিয়া দাও। আর হে আবু সুফিয়ান! যদি আমরা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে এই খেলাফতের যোগ্য মনে না করিতাম তবে কখনও তাহার জন্য খেলাফতের কাজ ছাড়িয়া দিতাম না। নিঃসন্দেহে মুমিনগণ একে অন্যের কল্যাণকামী হন এবং পরস্পর একে অপরকে মহব্বত করেন। যদিও তাহাদের দেশ ও শরীর দূরে দূরে হয়। আর মুনাফিকরা পরস্পর একে অপরকে ধোকা দেয়।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, মুনাফিকদের দেশ ও শরীর যদিও নিকটবর্তী হয় কিন্তু তাহারা পরস্পর একে অপরকে ধোকা দেয়। আমরা তো হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআত হইয়া গিয়াছি এবং তিনি ইহার উপযুক্তও বটে। (কানয)

হযরত ইবনে আবজার (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বাইআত সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, এই খেলাফতের বিষয়ে কুরাইশের এক নিম্ন ঘরের লোক তোমাদের উপর প্রাধান্যতা লাভ করিল? শোন, আল্লাহর কসম, তোমরা চাহিলে আমি (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বিরুদ্ধে) আরোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা মদীনা ভরিয়া দিতে পারি। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তুমি সারাজীবন ইসলাম ও মুসলমানদের সহিত শত্রুতা করিয়া আসিতেছ ইহাতে ইসলাম ও মুসলমানদের কোন ক্ষতি হয় নাই। আমরা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে খেলাফতের যোগ্য মনে করি।

মুররা তাইয়েব (রহঃ) বলেন, হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব

www.BANGLAKITAB.com

(রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, ইহা কেমন হইল যে, কুরাইশের সর্ব নিম্ন ও নীচ ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ) খেলাফত পাইয়া গেল? আল্লাহর কসম, তোমরা চাহিলে আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বিরুদ্ধে আরোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা মদীনা ভরিয়া দিতে পারি। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে আবু সুফিয়ান! তুমি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক শত্রুতা করিয়াছ, কিন্তু তোমার শত্রুতা ইসলাম ও মুসলমানদের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। আমরা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে এই খেলাফতের যোগ্য পাইয়াছি (বলিয়া তাহার হাতে বাইআত হইয়াছি)।

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)এর ঘটনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাহারাদার হযরত সাখ্‌র (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) ইয়ামানে ছিলেন এবং তাঁহার ইন্তেকালের সময়ও তিনি সেখানেই ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের এক মাস পর হযরত খালেদ (রাঃ) (মদীনায়) আসিলেন। তিনি রেশমের জুব্বা পরিহিত ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর সহিত তাহার সাক্ষাত হইল। হযরত ওমর (রাঃ) আশেপাশের লোকজনকে উচ্চস্বরে বলিলেন, তাহার জুব্বা ছিঁড়িয়া ফেল, সে রেশমের কাপড় পরিধান করিতেছে? অথচ যুদ্ধহীন শান্তিপূর্ণ সময়ে আমাদের পুরুষদের জন্য ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ। সুতরাং লোকেরা তাহার জুব্বা ছিঁড়িয়া ফেলিল। এই ঘটনার পর হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, হে আবুল হাসান! হে বনু আব্দে মানাফ! খেলাফতের বিষয়ে কি তোমরা পরাজিত হইয়া গিয়াছ? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি ইহাকে জয় পরাজয়ের প্রতিযোগিতা মনে করিতেছ, না, ইহা খেলাফত? হযরত

খালেদ (রাঃ) বলিলেন, হে বনু আব্দে মানাফ! তোমাদের অপেক্ষা অধিক হকদার আর কেহ এই খেলাফতের ব্যাপারে বিজয়ী হইতে পারে না। (অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ) কিভাবে খলীফা হইয়া গেলেন? তিনি তো বনু আব্দে মানাফের নহেন। হযরত খালেদ (রাঃ)এর এই কথার দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া) হযরত ওমর (রাঃ) অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিরোধ করিতে যাইয়া) হযরত খালেদ (রাঃ)কে বলিলেন, আল্লাহতায়ালা তোমার দাঁতগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেন, আল্লাহর কসম, তুমি যে কথা বলিয়াছ, কোন মিথ্যাবাদী লোকই উহাতে চিন্তা-ভাবনা করিতে থাকিবে, আর সে একমাত্র নিজেরই ক্ষতি করিবে।

হযরত খালেদ (রাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রাঃ)এর কন্যা হযরত উম্মে খালেদ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বাইআত সম্পন্ন হওয়ার পর আমার পিতা হযরত খালেদ (রাঃ) ইয়ামান হইতে মদীনা আসিলেন। তিনি হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)কে বলিলেন, হে বনু আব্দে মানাফ! তোমরা কি এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছ যে, তোমাদের উপর অন্য লোকেরা এই খেলাফতের পরিচালক হইবে? হযরত ওমর (রাঃ) এই কথা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট পৌছাইলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) ইহাতে কিছু মনে নিলেন না। অবশ্য হযরত ওমর (রাঃ) এই কথাকে মনে ধারণ করিয়া রাখিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) তিন মাস পর্যন্ত বাইআত হইলেন না। তারপর একদিন দ্বিপ্রহরের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত খালেদ (রাঃ)এর নিকট দিয়া গেলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) তখন নিজ ঘরে ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে সালাম দিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি চান যে, আমি আপনার হাতে বাইআত হইয়া যাই? হযরত আবু বকর (রাঃ) (নিজের পরিবর্তে সমস্ত মুসলমানদের

www.BANGLAKITAB.com

দিকে ইঙ্গিত করিয়া) বলিলেন, যেই সন্ধিতে সমস্ত মুসলমান শরীক হইয়াছে আমি চাই যে, তুমিও উহাতে শরীক হইয়া যাও। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আজ সন্ধ্যায় আপনার সহিত ওয়াদা রহিল। আমি সন্ধ্যায় আপনার হাতে বাইআত হইয়া যাইব। হযরত খালেদ (রাঃ) সন্ধ্যার সময় আসিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন মিম্বারের উপর বসিয়াছিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) তাহার হাতে বাইআত হইয়া গেলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখিতেন এবং তাহার সম্মান করিতেন।

অতএব হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করিলেন তখন হযরত খালেদ (রাঃ)কে মুসলমানদের আমীর নিযুক্ত করিয়া তাহার হাতে ঝাণ্ডা তুলিয়া দিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) সেই ঝাণ্ডা লইয়া নিজ ঘরে গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) (এই সংবাদ জানিতে পারিয়া) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত (এই ব্যাপারে) কথা বলিলেন, আলোচনা করিলেন এবং বলিলেন, আপনি হযরত খালেদকে আমীর নিযুক্ত করিতেছেন অথচ তিনি (আপনার খলীফা হওয়ার বিরুদ্ধে) সেই কথা বলিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) এই ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ)কে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

অবশেষে হযরত আবু বকর (রাঃ) (তাহার রায় গ্রহণ করিলেন এবং হযরত খালেদ (রাঃ)কে আমীরের পদ হইতে সরাইবার সিদ্ধান্ত লইলেন।) সুতরাং হযরত আবু ওরওয়া দৌসী (রাঃ)কে (হযরত খালেদ (রাঃ)এর নিকট এই পয়গাম দিয়া পাঠাইলেন যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা আপনাকে বলিতেছেন যে, আমাদের ঝাণ্ডা আমাদেরকে ফেরৎ দিয়া দিন। হযরত খালেদ (রাঃ) সেই ঝাণ্ডা বাহির করিয়া হযরত আবু আরওয়া (রাঃ)কে দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের এই আমীর বানানোর দ্বারা না আমার কোন আনন্দ হইয়াছে, আর না এখন তোমাদের এই সরানোর দ্বারা আমার কোন দুঃখ হইয়াছে। আর তিরস্কারের যোগ্য তো তুমি ব্যতীত অন্য কেহ। (এই কথা দ্বারা

তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।)

হযরত উম্মে খালেদ (রাঃ) বলেন, কিছুক্ষণ পরেই হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার পিতার নিকট আসিয়া ওজর পেশ করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে কসম দিয়া বলিতে লাগিলেন, যেন হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে কখনও খারাপ আলোচনা না করেন। অতএব আমার পিতা মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা হযরত ওমর (রাঃ)এর জন্য কল্যাণের দোয়া করিয়াছেন।

(ইবনে সা'দ)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর একা জেহাদের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়া এবং হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার পিতা খোলা তলোয়ার হাতে সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া যিলকাসসাহ নামক স্থানের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) আসিয়া তাহার সওয়ারীর লাগাম ধরিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি কোথায় যাইতেছেন? আজ আমি আপনাকে সেই কথা বলিব যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে ওহুদের যুদ্ধের দিন বলিয়াছিলেন,—'আপনি নিজ তলোয়ার খাপে বন্ধ করিয়া রাখুন, (আপনি আহত বা শহীদ হইয়া) আমাদিগকে আপনার ব্যাপারে পেরেশান করিবেন না।' কেননা আল্লাহর কসম, আমরা যদি আপনাকে হারাই তবে আপনার পরে ইসলামের কোন নিয়ম-নীতি আর টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। এই কথার পর আমার পিতা ফিরিয়া আসিলেন এবং বাহিনী প্রেরণ করিলেন। (কান্য)

খেলাফতের দায়িত্ব লোকদেরকে ফেরৎ দেওয়া

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে লোকসকল! তোমাদের যদি এই ধারণা হয় যে, আমি তোমাদের এই খেলাফতের দায়িত্ব নিজ আগ্রহের কারণে অথবা তোমাদের উপর বা মুসলমানদের উপর প্রাধান্যতা

www.BANGLAKITAB.com

লাভের উদ্দেশ্যে লইয়াছি তবে এই ধারণা ভুল। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি এই খেলাফতের দায়িত্ব না নিজ আগ্রহের কারণে লইয়াছি, আর না তোমাদের উপর বা মুসলমানদের প্রাধান্যতা লাভের উদ্দেশ্যে লইয়াছি। আর না রাত্রে দিনে আর না জীবনের কোন সময়ে আমার অন্তরে ইহার চাহিদা পয়দা হইয়াছে, আর না কখনও গোপনে বা প্রকাশ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট ইহা চাহিয়াছি। আমি অত্যন্ত ভারি দায়িত্ব বহন করিয়াছি, যাহা পালন করার শক্তি আমার নাই। তবে যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে সাহায্য করেন (তাহা ভিন্ন কথা)। আমি তো চাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কোন সাহাবী এই দায়িত্ব গ্রহণ করুন। তবে শর্ত হইল, ইনসাফের সহিত কাজ করিবেন। অতএব এই খেলাফত আমি তোমাদিগকে ফেরৎ দিতেছি। তোমাদের আমার হাতে বাইআত শেষ হইয়া গিয়াছে। তোমরা যাহাকে ইচ্ছা এই খেলাফত দান কর, আমি তোমাদের মত একজন হইয়া থাকিব। (কান্য)

ঈসা ইবনে আতিয়াহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) বাইআতের পরের দিন দাঁড়াইয়া লোকদের মধ্যে বয়ান করিলেন। তিনি বলিলেন, হে লোকসকল, (আমাকে খলীফা বানানোর ব্যাপারে) তোমাদের রায়কে আমি ফেরৎ দিলাম। আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নই। তোমরা তোমাদের উত্তম ব্যক্তির হাতে বাইআত হইয়া যাও। সমস্ত লোকজন দাঁড়াইয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আল্লাহর কসম, আপনি আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে লোকসকল! লোকেরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় (উভয় প্রকারে) ইসলামে দাখেল হইয়াছে। কিন্তু এখন তাহারা সকলে আল্লাহ তায়ালার আশ্রিত ও তাঁহার প্রতিবেশী। অতএব তোমরা যথাসম্ভব এই চেষ্টা কর যাহাতে আল্লাহ তায়ালা তাহার দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদের নিকট কোন কিছু দাবী না করেন। (অর্থাৎ কোন মুসলমানকে কোনরূপ কষ্ট দিও না) আমার সঙ্গেও একজন শয়তান রহিয়াছে। তোমরা যখন

আমাকে রাগান্বিত দেখিবে তখন আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইবে, যাহাতে আমি তোমাদের চুল ও চামড়ার কোন ক্ষতি করিতে না পারি। হে লোকসকল! আপন গোলামদের উপার্জনকে (হারাম না হালাল) যাচাই করিয়া লইও। কারণ যে গোশত হারাম মাল দ্বারা প্রতিপালিত হইবে উহা জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত হইবে না। মনোযোগ দিয়া শোন, আপন দৃষ্টি দ্বারা আমার দেখাশোনা করিও। যদি আমি সোজা চলি তবে আমার সাহায্য করিও। আর যদি আমি বাঁকা চলি তবে তোমরা আমাকে সোজা করিয়া দিও। যদি আমি আল্লাহ তায়ালাকে মান্য করি তবে তোমরা আমার কথা শুনিও, আর যদি আমি আল্লাহ তায়ালাকে অমান্য করি তবে তোমরাও আমাকে অমান্য করিও। (কান্য)

আবুল হাজ্জাফ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে বাইআত সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি তিনদিন পর্যন্ত নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিলেন। প্রত্যহ বাহিরে আসিয়া লোকদের উদ্দেশ্যে বলিতেন, হে লোকসকল, আমি তোমাদের বাইআত তোমাদিগকে ফেরৎ দিয়াছি, অতএব তোমরা যাহার হাতে ইচ্ছা বাইআত হইয়া যাও। আর প্রত্যেকবার হযরত আলী (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিতেন, আমরা না আপনার বাইআত ফেরৎ লইব, আর না আপনার নিকট হইতে ফেরৎ চাহিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আপন জীবদ্দশায় মুসলমানদের ইমামতির জন্য) আপনাকে আগে বাড়াইয়াছেন, এখন কে আছে আপনাকে পিছনে ফেলিবে? (কান্য)

হযরত যায়েদ ইবনে আলী (রহঃ) আপন বাপদাদা (বংশীয় মুরুব্বী)দের নিকট হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারে দাঁড়াইয়া তিনবার এই কথা বলিলেন, কেহ আছে কি যে আমার বাইআতকে অপছন্দ করে? আমি তাহার বাইআত ফেরৎ দিব। প্রত্যেকবার হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমরা না আপনার বাইআত ফেরৎ লইব, আর না ফেরৎ চাহিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.BANGLAKITAB.com

যখন আপনাকে আগে বাড়াইয়াছেন তখন কে আপনাকে পিছনে ফেলিতে পারে? (কান্য)

দ্বীনী স্বার্থে খেলাফত কবুল করা

হযরত রাফে' ইবনে আবু রাফে' (রহঃ) বলেন, লোকেরা যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)কে খলীফা বানাইল তখন আমি (মনে মনে) বলিলাম, এই ব্যক্তি তো আমার সেই সঙ্গী যিনি আমাকে দুই ব্যক্তির উপরও আমীর না হইতে আদেশ করিয়াছিলেন! (আর এখন নিজেই সমস্ত মুসলমানদের আমীর হইয়া গেলেন।) আমি (আমার বাড়ী হইতে) রওয়ানা হইয়া মদীনায় পৌঁছিলাম এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সামনে আসিয়া আরজ করিলাম, হে আবুবকর! আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। আমি বলিলাম, আপনার কি সেই কথা স্মরণ আছে যাহা আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি যেন দুইজনের উপরও আমীর না হই? অথচ আপনি স্বয়ং সমগ্র উম্মতের আমীর হইয়া গেলেন? (অর্থাৎ আপনি আমাকে যে নসীহত করিয়াছিলেন স্বয়ং উহার বিপরীত করিতেছেন।) হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হইয়া গিয়াছে আর লোকেরা কুফরী ছাড়িয়াছে বেশী দিন হয় নাই। আমার এই আশংকা হইয়াছে যে, (আমি খলীফা না হইলে) লোকজন মোরতাদ হইয়া যাইবে এবং তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিবে। এইজন্য আমি খেলাফত অপছন্দ করা সত্ত্বেও উহা গ্রহণ করিয়াছি এবং আমার সঙ্গীরাও বারবার আমাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছে।

হযরত রাফে' ইবনে আবু রাফে' (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) এইভাবে নিজের ওজর বর্ণনা করিতে লাগিলেন, অবশেষে আমিও (খেলাফত গ্রহণ করার ব্যাপারে) তাহার ওজরকে স্বীকার করিয়া লইলাম। (কান্য)

খেলাফত গ্রহণ করার পর চিন্তাযুক্ত হওয়া

রাবীআহ খান্দানের এক ব্যক্তি বলেন, তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর চিন্তাযুক্ত হইয়া নিজের ঘরে বসিয়া রহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার ঘরে গেলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন যে, তুমি আমাকে খেলাফত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে, এবং অভিযোগ করিলেন যে, লোকদের মধ্যে তিনি কিভাবে ফয়সালা করিবেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনার কি জানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, শাসনকর্তা যখন (সঠিক) মেহনত করে এবং হক বা সঠিক বিষয় পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হয় তখন সে দুই আজর ও সওয়াব লাভ করে? আর যদি সঠিক মেহনত করে কিন্তু হক বা সঠিক বিষয় পর্যন্ত পৌঁছিতে না পারে তবে সে এক আজর বা সওয়াব লাভ করে? (হযরত ওমর (রাঃ) এই হাদীস শুনাইয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর চিন্তা লাঘব করিতে চাহিয়াছেন।)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাহাকে বলিলেন, আমার শুধু তিনটি কাজের উপর আফসোস হয়, যাহা আমি করিয়াছি। হায় যদি আমি এই তিন কাজ না করিতাম! আর তিনটি কাজ আমি করি নাই, হায় যদি আমি সেই তিনটি কাজ করিতাম! আর হায় যদি আমি তিনটি বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইতাম! এইভাবে হাদীসের পরবর্তী অংশ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, (হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন,) আমার মনে চাহিয়াছিল, যদি সকীফায়ে বনি সায়েদার দিন খেলাফতের বোঝা আমি এই দুই ব্যক্তির যে কোন একজনের কাঁধে চাপাইয়া দিতাম—অর্থাৎ হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ) অথবা হযরত ওমর (রাঃ)। তাহাদের একজন আমীর হইত, আর আমি উজির ও পরামর্শদাতা হইতাম। আমি চাহিয়াছিলাম, যখন আমি হযরত খালেদ (রাঃ)কে

www.BANGLAKITAB.com

সিরিয়ায় পাঠাইয়াছিলাম তখন যদি হযরত ওমর (রাঃ)কে ইরাকে পাঠাইয়া দিতাম। তবে এইভাবে আমি ডানে বামে আমার উভয় হাত আল্লাহর রাস্তায় প্রসারিত করিয়া দিতাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিনটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়ার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতাম যে, এই খেলাফতের দায়িত্ব কাহাদের মধ্যে থাকিবে? ইহাতে খেলাফতের যোগ্য লোকদের সহিত কেহ ঝগড়া করিতে পারিত না। আর আমার ইচ্ছা ছিল যে, যদি আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতাম যে, খেলাফতের বিষয়ে আনসারদেরও কোন অংশ রহিয়াছে কিনা? আর আমার ইচ্ছা ছিল যে, যদি আমি ফুফু ও বোনের মেয়ে–ভাগিনীর মিরাস সংক্রান্ত মাসআলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতাম। কারণ এই দুইজন সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্ন ছিল। (কান্য)

আমীরের জন্য তাহার পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করা

সাহাবাদের সহিত হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পরামর্শ

হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ও অন্যান্য আরো অনেকে বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইল এবং তাহার ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইয়া গেল তখন তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, আমাকে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সম্পর্কে বল, তিনি কেমন? হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, আপনি যে ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহাকে আমার অপেক্ষা আপনিই অধিক জানেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, যদিও আমি বেশী জানি

তবুও তুমি বল। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) আরজ করিলেন, আপনি যতজনকে খেলাফতের উপযুক্ত মনে করেন তন্মধ্যে তিনি সর্বোত্তম। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বল। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আপনি তাহাকে আমাদের অপেক্ষা অধিক জানেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! তবুও। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন,আল্লাহর কসম, আমার জানামতে তাহার ভিতর তাহার বাহির অপেক্ষা উত্তম এবং আমাদের মধ্যে তাহার সমতুল্য কেহ নাই। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর রহম করুন। আল্লাহর কসম, যদি আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতাম (অর্থাৎ খলীফা না বানাইতাম) তবে তোমাকে অতিক্রম করিতাম না। (অর্থাৎ তোমাকে খলীফা বানাইতাম, আর কাহাকেও নয়।)

হযরত আবু বকর (রাঃ) এই দুইজন ছাড়া হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ আবুল আ'ওয়ার (রাঃ), হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) এবং আরো অন্যান্য মুহাজির ও আনসারদের সহিত পরামর্শ করিলেন। হযরত উসায়েদ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি আপনার পর তাহাকে সর্বোত্তম মনে করি। যে সমস্ত কাজে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন হযরত ওমর (রাঃ)ও সে সমস্ত কাজে সন্তুষ্ট হন এবং যে সমস্ত কাজে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন হযরত ওমর (রাঃ)ও সে সমস্ত কাজে অসন্তুষ্ট হন। তাহার ভিতর তাহার বাহির অপেক্ষা উত্তম। খেলাফতের জন্য তাহার অপেক্ষা শক্তিশালী শাসনকর্তা আর কেহ হইতে পারে না।

হযরত ওমর (রাঃ)কে খলীফা নিযুক্ত করার উপর লোকদের আপত্তি ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উত্তর

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবা (রাঃ) জানিতে পারিলেন যে, হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত

WWW.BANGLAKITAB.COM

নির্জনে আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাহারা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইলেন। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি হযরত ওমর (রাঃ)এর কঠোরতা সম্পর্কে জানা সত্বে তাহাকে আমাদের খলীফা নিযুক্ত করিতেছেন! এই ব্যাপারে আপনার রব যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন তখন আপনি কি জবাব দিবেন?

এই কথা শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে বসাও, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ সম্পর্কে ভয় দেখাইতেছ? যে ব্যক্তি তোমাদের ব্যাপারে জুলুমের পাথেয় লইয়া (আল্লাহর নিকট) যাইবে সে অকৃতকার্য হউক। আমি আমার পরওয়ারদিগারকে বলিব, আয় আল্লাহ! তোমার মাখলুকের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে আমি মুসলমানদের খলীফা বানাইয়াছিলাম। আমি তোমাদেরকে যে কথা বলিলাম আমার পক্ষ হইতে তাহা তোমাদের পিছনে সমস্ত লোকদের জানাইয়া দাও। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) শুইয়া পড়িলেন এবং হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, লেখ—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

"ইহা সেই অঙ্গীকার যাহা আবুবকর ইবনে কুহাফা তাহার দুনিয়ার জীবনের শেষ মুহূর্তে দুনিয়া হইতে বিদায় হইবার সময় এবং আখেরাতের জীবনের প্রথম মুহূর্তে আখেরাতে প্রবেশের সময় করিয়াছে। যেই মুহূর্তে একজন কাফের ঈমান গ্রহণ করে, এবং ফাজের ব্যক্তির বিশ্বাস হইয়া যায় এবং মিথ্যাবাদী সত্য কথা বলিতে আরম্ভ করে। আমি ওমর ইবনে খাত্তাবকে আমার পরে তোমাদের খলীফা নিযুক্ত করিলাম। তোমরা তাহার কথা শুনিবে এবং মান্য করিবে। আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল, তাঁহার দ্বীন, নিজের ও তোমাদের ব্যাপারে কল্যাণ কামনায় কোন প্রকার ত্রুটি করি নাই। যদি (খলীফা হওয়ার পর) ওমর ইনসাফ করিয়া থাকে তবে আমি তাহার ব্যাপারে এই ধারণাই রাখি এবং তাহার ব্যাপারে ইহাই

জানি। আর যদি সে পরিবর্তন হইয়া যায় তবে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার আপন গুনাহের বদলা পাইবে। আমি কল্যাণই কামনা করিয়াছি, গায়েবের খবর আমার জানা নাই।

فَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ

অর্থাৎ আর যাহারা (আল্লাহর হক ইত্যাদি নষ্ট করিয়া) জুলুম করিয়াছে, অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে, কেমন স্থানে তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।"

তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হুকুমে হযরত ওসমান (রাঃ) সেই অঙ্গীকার পত্রের উপর মোহর লাগাইয়া দিলেন।

কোন কোন বর্ণনাকারী ইহাও বলিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) এই পত্রের প্রথমাংশ লেখাইবার পর হযরত ওমর (রাঃ)এর নাম লেখা বাকি ছিল। এমতাবস্থায় কাহারও নাম উল্লেখ করার পূর্বেই তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) লিখিয়া লইলেন যে, 'আমি তোমাদের উপর ওমর ইবনে খাত্তাবকে খলীফা নিযুক্ত করিলাম।' তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর জ্ঞান ফিরিলে তিনি বলিলেন, যাহা লিখিয়াছ আমাকে পড়িয়া শুনাও। হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নাম পড়িয়া শুনাইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকবীর দিলেন এবং বলিলেন, আমার ধারণা হয়, তোমার মনে এই আশংকা সৃষ্টি হইয়াছিল যে, যদি এই অজ্ঞান অবস্থায় আমার প্রাণ বাহির হইয়া যায় তবে লোকদের মধ্যে (খেলাফতের বিষয় লইয়া) মতবিরোধ সৃষ্টি হইতে পারে। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ হইতে উত্তম বদলা দান করুন, আল্লাহর কসম, তুমিও এই খেলাফতের উপযুক্ত।

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আদেশে হযরত ওসমান (রাঃ) সেই অঙ্গীকার পত্রে মোহর লাগাইয়া বাহিরে আসিলেন। তাহার সহিত

www.BANGLAKITAB.com

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও হযরত উসাইদ ইবনে সাঈদ কুরামী (রাঃ) ছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) লোকদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, এই অঙ্গীকার পত্রে যাহার নাম রহিয়াছে তোমরা কি তাহার হাতে বাইআত হইবে? লোকেরা বলিল, হাঁ। কেহ একজন বলিল, আমরা সেই ব্যক্তির নাম জানি, তিনি ওমর। ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, এই কথা হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছিলেন। সুতরাং সকলেই (হযরত ওমর (রাঃ)এর হাতে) বাইআত হইতে স্বীকার করিল এবং রাজী হইয়া তাহারা বাইআত হইয়া গেল। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে একান্তে ডাকিয়া অনেক কিছু অসিয়ত করিলেন। ইহার পর হযরত ওমর (রাঃ) তাহার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। আর হযরত আবু বকর (রাঃ) উভয় হাত উঠাইয়া এই দোয়া করিলেন—

'হে আল্লাহ, আমি এই কাজের দ্বারা মুসলমানদের উপকার ও কল্যাণেরই ইচ্ছা করিয়াছি। আমার এই আশংকা ছিল যে, (যদি আমি ওমরকে খলীফা না বানাই তবে) মুসলমানগণ আমার পরে ফেৎনায় লিপ্ত হইয়া যাইবে। এইজন্য আমি যাহা করিয়াছি তাহা আপনি ভাল করিয়াই জানেন। সঠিক ফয়সালা করার ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম ও শক্তিশালী ও মুসলমানদের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণকামী ছিল আমি তাহাকে তাহাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছি। আমার জন্য আপনার নির্ধারিত মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইয়া গিয়াছে। আয় আল্লাহ! আপনি ইহাদের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যান। ইহারা সকলে আপনার বান্দা। ইহাদের কপালের চুল আপনার হাতে ধরা রহিয়াছে। তাহাদের শাসককে তাহাদের জন্য নেক ও সৎ বানাইয়া দিন এবং তাহাকে আপন খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে শামিল করিয়া দিন, যেন সে নবীয়ে রহমতের পথ ও তাঁহার পরবর্তী নেকলোকদের পথের অনুসারী হয় এবং তাহার প্রজাদেরকে তাহার জন্য নেক ও সৎ বানাইয়া দিন। (কান্য)

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন খুব বেশী

অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং নিজের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হইয়া গেলেন তখন লোকদেরকে নিজের নিকট জমা করিয়া বলিলেন, আমার অবস্থা তোমরা দেখিতেছ। আমার ধারণা তো এই যে, আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা আমার বাইআতের অঙ্গীকার হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং আমার বন্ধনকে তোমাদের হইতে খুলিয়া দিয়াছেন এবং তোমাদের (খেলাফতের) বিষয় তোমাদেরকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা যাহাকে ইচ্ছা তোমাদের আমীর বানাইয়া লও। যদি আমার জীবদ্দশায় তোমরা নিজেদের আমীর বানাইয়া লও তবে আমার পরে তোমাদের মধ্যে পরস্পর মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই কথার পর লোকজন এই কাজের উদ্দেশ্যে উঠিয়া গেল এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)কে একাকী ছাড়িয়া গেল। কিন্তু এই ব্যাপারে তাহারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিল না। তাহারা পুনরায় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনিই আমাদের জন্য একজন আমীর ঠিক করিয়া দিন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা হয়ত আমার সিদ্ধান্তের উপর একমত হইতে পারিবে না। তাহারা বলিল, না, আমরা মতবিরোধ করিব না। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার ফয়সালার উপর তোমরা সন্তুষ্ট থাকিবে এই ব্যাপারে আমি তোমাদিগকে আল্লাহর কসম দিতেছি। সমস্ত লোক বলিল, জ্বি হাঁ, আমরা সকলে সন্তুষ্ট আছি। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে একটু সময় দাও, যাহাতে আমি চিন্তা করিয়া লইতে পারি যে, আল্লাহ ও তাঁহার দ্বীন ও তাঁহার বান্দাদের ব্যাপারে কে বেশী উপকারী হইবে। তারপর হযরত ওসমান (রাঃ)কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। (তিনি আসার পর) তাহাকে বলিলেন, আমাকে এই বিষয়ে পরামর্শ দাও যে, কাহাকে আমীর বানাইব? আল্লাহর কসম, আমার নিকট তো তুমিও আমীর হওয়ার যোগ্য ও হকদার। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, হযরত ওমর (রাঃ)কে বানাইয়া দিন। হযরত

www.BANGLAKITAB.com

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা লিখ। হযরত ওসমান (রাঃ) লিখিতে আরম্ভ করিলেন। যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর নাম পর্যন্ত পৌছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তারপর তাহার জ্ঞান ফিরিলে বলিলেন, লেখ, ওমর।

হযরত ওসমান ইবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইল তখন তিনি হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে ডাকাইয়া অসিয়তনামা লেখাইলেন। কিন্তু (আমীর হওয়ার জন্য) কাহারো নাম লেখাইবার পূর্বেই হযরত আবু বকর (রাঃ) অজ্ঞান হইয়া গেলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নাম লিখিয়া দিলেন। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর জ্ঞান ফিরিলে তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কাহারো নাম লিখিয়াছ? হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আমার আশংকা হইয়াছে যে, এই অজ্ঞান অবস্থায় আপনার ইন্তেকাল না হইয়া যায়, আর পরে মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, এইজন্য আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নাম লিখিয়া দিয়াছি।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর রহম করুন, যদি তুমি তোমার নিজের নামও লিখিয়া দিতে তবে তুমিও আমীর হওয়ার উপযুক্ত ছিলে। অতঃপর হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি আমার পিছনে লোকজনের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছি। তাহারা বলিতেছে যে, আপনি আপনার জীবদ্দশায় হযরত ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছেন যে, তিনি আমাদের সঙ্গে কিরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এখন যখন আপনি আমাদের বিষয়াবলী তাহার হাতে ন্যস্ত করিবেন তখন আপনার পরে তিনি নাজানি আমাদের সহিত কি পরিমাণ কঠোর ব্যবহার করিবেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তাহার ব্যাপারে প্রশ্ন করিবেন। অতএব আপনি কি উত্তর দিবেন তাহা

চিন্তা করিয়া লউন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে বসাও। তোমরা কি আমাকে আল্লাহর ব্যাপারে ভয় দেখাইতেছ? যে ব্যক্তি ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া তোমাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে অকৃতকার্য হউক। (অর্থাৎ তোমাদের কাজের জন্য হযরত ওমর (রাঃ)এর ব্যাপারে নিশ্চিত হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি, শুধু ধারণার বশবর্তী হইয়া নয়।) আল্লাহ তায়ালা যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন তখন আমি বলিয়া দিব যে, আমি আপনার মাখলুকের উপর তাহাদের মধ্য হইতে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে আমার খলীফা নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছি। আমার পক্ষ হইতে এই কথা তোমার পিছনে সকলকে পৌছাইয়া দিও।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইলে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)কে নিজের খলীফা নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত তালহা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি কাহাকে খলীফা বানাইয়াছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হযরত ওমর (রাঃ)কে। তাহারা উভয়ে বলিলেন, আপনি আপনার রবকে কি জবাব দিবেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা দুইজন কি আমাকে আল্লাহর ব্যাপারে ভয় দেখাইতেছ? আমি আল্লাহ তায়ালা ও হযরত ওমর (রাঃ)কে তোমাদের উভয়ের অপেক্ষা বেশী জানি। আমি (আমার রবকে) বলিব, আমি আপনার মাখলুকের মধ্য হইতে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তাহাদের খলীফা বানাইয়াছি। (কান্য)

হযরত যায়েদ ইবনে হারেস (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হইলে তিনি খলীফা বানাইবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন। ইহাতে লোকজন (হযরত আবু বকর (রাঃ)কে) বলিল, আপনি আমাদের উপর হযরত ওমর (রাঃ)কে খলীফা বানাইতেছেন? অথচ তিনি কঠোর স্বভাব ও কঠিন দিল মানুষ। তিনি যদি আমাদের শাসনকর্তা হইয়া যান তবে তো আরো বেশী কঠোর স্বভাব ও কঠিন দিল হইয়া যাইবেন। হযরত

www.BANGLAKITAB.com

ওমর (রাঃ)কে খলীফা বানাইয়া যখন আপনি আপন রবের সহিত সাক্ষাত করিবেন তখন তাঁহাকে কি জবাব দিবেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা আমাকে আমার রব সম্পর্কে ভয় দেখাইতেছ? আমি বলিয়া দিব যে, আয় আল্লাহ! আমি আপনার মাখলুকের মধ্য হইতে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তাহাদের খলীফা বানাইয়াছি। (কান্য)

খেলাফতের বিষয়কে খেলাফতের বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিবর্গের পরামর্শের উপর ন্যস্ত করা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, যখন আবু লু'লুআহ হযরত ওমর (রাঃ)কে বর্শা দ্বারা দুইটি আঘাত করিল তখন হযরত ওমর (রাঃ)এর ধারণা হইল যে, হয়ত তাহার দ্বারা লোকদের হক আদায়ের ব্যাপারে এমন কোন ত্রুটি হইয়াছে যাহা তিনি জানেন না। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে ডাকিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে অত্যন্ত মহব্বত করিতেন। তিনি তাহাকে নিজের কাছে বসাইতেন এবং তাহার কথার গুরুত্ব দিতেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আমি চাই যে, তুমি এই বিষয়ে খোঁজ লও যে, আমার এই হত্যাকাণ্ড লোকদের পরামর্শে ঘটানো হইয়াছে কিনা? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বাহিরে গেলেন। তিনি লোকদের যে কোন মজলিসের নিকট দিয়া গেলেন তাহাদিগকে কান্নারত দেখিতে পাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমি লোকদের যে কোন মজলিসের নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছি তাহাদিগকে কান্নারত দেখিতে পাইয়াছি। মনে হইতেছিল যেন আজ তাহারা নিজেদের প্রথম সন্তান হারাইয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে কে কতল করিয়াছে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)এর অগ্নিউপাসক গোলাম আবু লু'লুআহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (হযরত ওমর (রাঃ) যখন জানিতে পারিলেন যে,

তাহার হত্যাকারী কোন মুসলমান নয় বরং একজন অগ্নিউপাসক তখন) আমি তাহার চেহারায় খুশীর ভাব দেখিতে পাইলাম এবং তিনি বলিতে লাগিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমার হত্যাকারী এমন লোককে বানান নাই যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়া আমার সহিত ঝগড়া করিতে পারে। মনোযোগ দিয়া শুন, আমি তোমাদিগকে আমাদের এখানে কোন অনারব গোলাম আনিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার কথা মান্য কর নাই। তারপর বলিলেন, আমার ভাইদেরকে ডাকিয়া আন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কাহারা? তিনি বলিলেন, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)। ইহাদের নিকট লোক পাঠানো হইল। তিনি আপন মস্তক আমার কোলের উপর রাখিলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে আমি বলিলাম, ইহারা সকলে উপস্থিত হইয়াছেন।

তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি মুসলমানদের ব্যাপারে চিন্তা করিয়া আপনাদের ছয়জনকে তাহাদের সর্দার ও নেতৃবর্গ পাইয়াছি। এই খেলাফতের বিষয় শুধু আপনাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। আপনারা যতক্ষণ সোজা থাকিবেন লোকদের বিষয়ও ততক্ষণ পর্যন্ত সোজা ও ঠিক থাকিবে। যদি মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় তবে সর্বপ্রথম তাহা আপনাদের মধ্যে সৃষ্টি হইবে। (হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,) যখন আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে পরস্পর মতানৈক্যের কথা আলোচনা করিতে শুনিলাম তখন আমি চিন্তা করিলাম, যদিও হযরত ওমর (রাঃ) সাধারণভাবে বলিতেছেন যে, যদি মতানৈক্য দেখা দেয়—কিন্তু আমার মনে হইল এই মতানৈক্য অবশ্যই দেখা দিবে। কেননা এরূপ খুব কমই হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) কোন কথা বলিয়াছেন আর আমি তাহা ঘটিতে দেখি নাই। অতঃপর তাহার ক্ষতস্থান হইতে অনেক রক্ত বাহির হইল যাহাতে তিনি দুর্বল হইয়া পড়িলেন। উক্ত ছয়জন নীচুস্বরে কথা বলিতে লাগিলেন। আমার আশংকা হইল তাহারা এখনই হয়ত

www.BANGLAKITAB.com

একজনের হাতে বাইআত হইয়া যাইবেন। সুতরাং আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনী এখনও জীবিত আছেন, অতএব একই সময়ে দুইজন খলীফা হওয়া উচিত নয় যে, একজন অপরজনের প্রতি তাকাইতে থাকেন। (অর্থাৎ এখন কাহাকেও খলীফা বানাইবেন না।) তারপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে উঠাও। আমরা তাহাকে উঠাইলাম। তিনি বলিলেন, আপনারা তিনদিন পরামর্শ করিবেন এবং পরামর্শ চলাকালীন সময়ে হযরত সুহাইব (রাঃ) লোকদের নামায পড়াইবেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমরা কাহাদের সহিত পরামর্শ করিব? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, মুহাজিরীন ও আনসারদের সহিত এবং এখানে যে সকল বাহিনী উপস্থিত আছে তাহাদের নেতৃবর্গের সহিত। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) সামান্য দুধ চাহিলেন এবং উহা পান করার পর উভয় ক্ষতস্থান হইতে দুধের সাদা পানি বাহির হইয়া আসিল। ইহা দেখিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বুঝিয়া গেলেন যে, মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। তারপর বলিলেন, এখন যদি আমার নিকট সমগ্র দুনিয়াও থাকে তবে আমি উহাকে মৃত্যুর পর আগত ভয়ানক দৃশ্যের আতঙ্কের বিনিময়ে দিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। তবে আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে আশা রাখি যে, আমি মঙ্গলই দেখিব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আপনি যাহা কিছু বলিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উহার উত্তম বিনিময় দান করুন। এমন নহে কি যে, যখন মুসলমানগণ মক্কায় ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিয়াছিলেন যে, আপনাকে হেদায়াত দান করিয়া যেন আল্লাহ তায়ালা দ্বীন ও মুসলমানদিগকে সম্মানিত করেন? অতঃপর আপনি যখন ইসলাম গ্রহণ করিলেন তখন আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্মানের কারণ হইল এবং আপনার ইসলাম গ্রহণের দ্বারা ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবা (রাঃ) আত্মপ্রকাশ লাভ করিলেন। আপনি মদীনায় হিজরত করিলেন, আর আপনার এই

হিজরত বিজয়ের কারণ হইল। তারপর যে সমস্ত জেহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মুশরিকদের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে আপনি কোন যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকেন নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আপনি তাহারই তরীকায় অত্যন্ত জোরদারভাবে খলীফায়ে রাসূলের সাহায্য করিয়াছেন এবং যাহারা আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, তাহাদেরকে লইয়া অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে এমন সংগ্রাম করিয়াছেন যে, লোকেরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ইসলামে দাখেল হইয়া গিয়াছে। (অর্থাৎ অনেকে স্বেচ্ছায় ইসলামে প্রবেশ করিয়াছে আবার অনেকে অনিচ্ছা সত্ত্বে বাধ্য হইয়া ইসলামে প্রবেশ করিয়াছেন।) তারপর সেই খলীফা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পর আপনাকে খলীফা বানানো হইয়াছে আর আপনি এই দায়িত্বকে উত্তমরূপে পালন করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বারা অনেক নতুন নতুন শহর আবাদ করাইয়াছেন, বহু মালদৌলত জমা করাইয়াছেন এবং শত্রুর মূলোৎপাটন করাইয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বারা প্রত্যেক ঘরে দ্বীনেরও উন্নতি দান করিয়াছেন, রিযিকেরও সচ্ছলতা দান করিয়াছেন। সর্বশেষে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শাহাদাতের মর্তবাও দান করিয়াছেন। শাহাদাতের এই মর্তবা আপনার জন্য মোবারক হউক।

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, তুমি (এই ধরনের কথা বলিয়া) যাহাকে ধোকা দিতেছ যদি সে নিজের ব্যাপারে এই কথাগুলি স্বীকার করিয়া লয় তবে সে ধোকা খাওয়া লোক হইবে। তারপর বলিলেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি কি কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে আমার ব্যাপারে এই সকল কথার সাক্ষ্য দিবে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা। হে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর! আমার চেহারা মাটির

www.BANGLAKITAB.com

উপর রাখিয়া দাও। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি তাহার মাথা আমার উরুর উপর হইতে সরাইয়া আমার পায়ের গোছার উপর রাখিলাম। তিনি বলিলেন, না, আমার চেহারাকে মাটির উপর রাখিয়া দাও, এবং নিজেই আপন দাড়ি ও চেহারা হেলাইয়া দিলেন আর চেহারা মাটিতে পড়িয়া গেল। তারপর বলিলেন, হে ওমর, যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মাফ না করেন তবে হে ওমর, তোমার জন্যও ধ্বংস তোমার মায়ের জন্যও ধ্বংস। ইহার পর তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহমত বর্ষণ করুন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর উল্লেখিত ছয়জন সাহাবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আপনাদিগকে মুহাজিরীন ও আনসারদের সহিত এবং এখানে উপস্থিত সমস্ত বাহিনীর সর্দার ও নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। আপনারা যদি এই কাজ সমাধা না করেন তবে আমি আপনাদের নিকট আসিব না। হযরত হাসান বসরী (রহঃ)এর নিকট হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময়ের আমল এবং তাহার আপন রবকে ভয় করার বিষয়ের আলোচনা করা হইলে তিনি বলিলেন, মুমিন এইরূপই হইয়া থাকে,—আমলও উত্তমরূপে করে আবার আল্লাহকেও ভয় করে। আর মুনাফিক আমলও খারাপভাবে করে আবার নিজের ব্যাপারে ধোকায় লিপ্ত থাকে।

আল্লাহর কসম, আমি অতীতে ও বর্তমানে এইরূপই পাইয়াছি যে, বান্দা যতই উত্তমরূপে আমল করিতে থাকে ততই তাহার অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আর অতীতে ও বর্তমানে আমি ইহাই পাইয়াছি যে, বান্দা যতই খারাপ আমলে উন্নতি করিতে থাকে ততই তাহার নিজের ব্যাপারে ধোকা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

হযরত ওমর (রাঃ)এর ঋণ ও দাফন ও ছয়জনকে খলীফা নিযুক্তকরণ

হযরত আমর ইবনে মাইমূন (রহঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, দেখ, আমার ঋণ কত রহিয়াছে তাহা হিসাব কর। তিনি বলিলেন, ছিয়াশি হাজার। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যদি ওমরের খান্দানের মাল দ্বারা এই ঋণ পরিশোধ হইয়া যায় তবে তাহাদের নিকট হইতে লইয়া আমার এই ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবে। অন্যথায় আমার কাওম বনু আদি ইবনে কা'বের নিকট চাহিবে। যদি তাহাদের মাল দ্বারা আমার ঋণ পরিশোধ হইয়া যায় তবে তো ঠিক আছে। অন্যথায় আমার গোত্র কোরাইশের নিকট চাহিবে। তাহাদের পর আর কাহারো নিকট চাহিবে না। (এইভাবে) আমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিও। আর উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)এর খেদমতে হাজির হইয়া সালাম দিয়া বল, ওমর ইবনে খাত্তাব আপন দুই সঙ্গী (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত (হুজরা শরীফে) দাফন হওয়ার অনুমতি চাহিতেছে। ওমর ইবনে খাত্তাব বলিবে, আমীরুল মুমিনীন বলিবে না। কেননা আমি আজ আর আমীরুল মুমিনীন নই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট যাইয়া দেখিলেন, তিনি বসিয়া কাঁদিতেছেন। সালাম দিয়া তাঁহার খেদমতে আরজ করিলেন, ওমর ইবনে খাত্তাব আপন উভয় সঙ্গীর সহিত দাফন হওয়ার অনুমতি চাহিতেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি নিজের জন্য সেই স্থানে দাফন হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তবে আজ আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে নিজের উপর অগ্রাধিকার দিব। (অর্থাৎ তাহাকে অনুমতি দিলাম) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ফিরিয়া আসিলে হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উত্তর আনিয়াছ? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, তিনি

www.BANGLAKITAB.com

আপনাকে অনুমতি দিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, বর্তমানে আমার নিকট ইহা অপেক্ষা জরুরী কাজ আর কিছু ছিল না। তারপর বলিলেন, মৃত্যুর পর আমাকে খাটিয়ায় উঠাইয়া (হযরত আয়েশা (রাঃ)এর দরজার সামনে) লইয়া যাইবে। পুনরায় তাহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিবে এবং এরূপ বলিবে যে, ওমর ইবনে খাত্তাব (হুজরা শরীফে দাফন হওয়ার) অনুমতি চাহিতেছে। যদি তিনি অনুমতি দান করেন, তবে আমাকে (হুজরা শরীফের) ভিতরে লইয়া যাইবে। আর যদি অনুমতি না দেন তবে আমাকে ফিরাইয়া আনিয়া মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে দাফন করিয়া দিবে।

যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর জানাযা উঠানো হইল তখন মনে হইল যেন পূর্বে কখনও মুসলমানদের উপর এমন মুসীবত আসে নাই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) (অসিয়ত অনুযায়ী হযরত আয়েশা (রাঃ)কে সালাম দিয়া) আরজ করিলেন, ওমর ইবনে খাত্তাব (হুজরা শরীফের ভিতরে দাফন হওয়ার) অনুমতি চাহিতেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) অনুমতি দান করিলেন। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমর (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত দাফন হওয়ার সৌভাগ্য দান করিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইলে লোকেরা বলিল, আপনি কাহাকেও নিজের খলীফা নির্ধারণ করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, আমি এই (ছয় ব্যক্তির) জামাত অপেক্ষা আর কাহাকেও খেলাফতের যোগ্য দেখি না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ছয়জনের উপর সন্তুষ্ট অবস্থায় ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইহারা যাহাকেই খলীফা বানাইবেন সেই আমার পরে খলীফা হইবে। তারপর তিনি ছয়জনের নাম উল্লেখ করিলেন—

হযরত আলী (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যুবাইর (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ও হযরত সা'দ (রাঃ)। যদি সা'দ (রাঃ) খেলাফত লাভ করেন তবে তিনি

উহার উপযুক্ত। অন্যথায় যাহাকেই খলীফা বানানো হউক তিনি হযরত সা'দ (রাঃ) হইতে সাহায্য গ্রহণ করিবেন। কেননা আমি তাহাকে (কুফার শাসনকার্য হইতে) তাহার কোন দুর্বলতা বা খেয়ানতের কারণে অপসারণ করি নাই। আর হযরত ওমর (রাঃ) নিজের ছেলে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর ব্যাপারে বলিয়াছিলেন যে, এই ছয়জন তাহার নিকট হইতে পরামর্শ করিতে পারে, কিন্তু খেলাফতের বিষয়ে তাহার কোন অংশ থাকিবে না।

যখন এই ছয়জন একত্রিত হইলেন তখন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের রায়ের অধিকার যে কোন তিন জনের সোপর্দ করিয়া দাও। অতএব হযরত যুবাইর (রাঃ) তাহার রায় দেওয়ার অধিকার হযরত আলী (রাঃ)এর হাতে সোপর্দ করিলেন, হযরত তালহা (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)এর হাতে, হযরত সা'দ (রাঃ) হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর হাতে আপন রায়ের অধিকার সোপর্দ করিলেন। এই তিনজন অধিকারপ্রাপ্ত হওয়ার পর নিজেরা পরামর্শ করিলেন এবং হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, তোমরা কি আমার হাতে ফয়সালার ভার দিতে রাজী আছ? আমি আল্লাহ তায়ালার সহিত এই অঙ্গীকার করিতেছি যে, তোমাদের মধ্য হইতে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও মুসলমানদের জন্য সর্বাপেক্ষা উপকারী ব্যক্তিকে বাছাই করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করিব না। তাহারা উভয়ে বলিলেন, হাঁ, আমরা রাজী আছি।

অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে পৃথকভাবে একাকী ডাকিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আপনার আত্মীয়তার সম্পর্কও রহিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতাও রহিয়াছে। আমি আপনাকে আল্লাহ তায়ালার কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যদি আপনাকে খলীফা বানানো হয় তবে কি আপনি ইনসাফের সহিত কাজ করিবেন? আর যদি আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে খলীফা বানাইয়া দেই তবে কি আপনি তাহাকে মান্য করিবেন? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। তারপর

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)কে একাকী ডাকিয়া তাহাকেও একই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)কে বলিলেন, হে ওসমান, আপনি আপনার হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়াইলে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) তাহার হাতে বাইআত হইয়া গেলেন। তারপর হযরত আলী (রাঃ) ও বাকী লোকেরা বাইআত হইলেন।

আমর (রাঃ) হইতেও একই রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইল তখন তিনি বলিলেন, হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যুবাইর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে আমার নিকট ডাকিয়া আন। (তাহারা আসার পর) তাহাদের মধ্য হইতে শুধু হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)এর সহিত কথা বলিলেন। হযরত আলী (রাঃ)কে বলিলেন, হে আলী! এই সমস্ত (উল্লেখিত) ব্যক্তিরা তোমার সম্পর্কে জানেন যে, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয় ও তাঁহার জামাতা এবং আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে এলম ও ফেকাহ (অর্থাৎ শরীয়তের জ্ঞান বুঝ) দান করিয়াছেন তাহাও জানেন। অতএব যদি তোমাকে খলীফা বানানো হয় তবে আল্লাহকে ভয় করিতে থাকিও এবং অমুক গোত্র (অর্থাৎ বনু হাশেম)কে লোকদের ঘাড়ের উপর চড়াইয়া দিও না।

তারপর হযরত ওসমান (রাঃ)কে বলিলেন, হে ওসমান, এই সমস্ত (উল্লেখিত) ব্যক্তিরা জানেন যে, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা আর তোমার বয়োজ্যেষ্ঠতা ও শরাফত সম্পর্কেও জানেন। অতএব যদি তোমাকে খলীফা বানানো হয় তবে আল্লাহকে ভয় করিতে থাকিও এবং অমুক গোত্র অর্থাৎ আপন (আত্মীয় স্বজন)কে লোকদের ঘাড়ের উপর চড়াইয়া দিও না। তারপর বলিলেন, হযরত সুহাইব (রাঃ)কে আমার নিকট ডাকিয়া আন। তিনি আসিলে বলিলেন, তুমি তিনদিন লোকদের নামায পড়াইবে। এই ছয়জন একঘরে সমবেত

হইবে এবং তাহারা খলীফা হিসাবে কোন একজনের উপর একমত হওয়ার পর যে ব্যক্তি তাহাদের বিরোধিতা করিবে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিবে।

আবু জা'ফর (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আহলে শুরাকে বলিলেন, তোমরা খেলাফতের বিষয়ে পরামর্শ কর। যদি (মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং ছয়জন) দুইজন দুইজন দুইজন (করিয়া তিন ভাগে বিভক্ত) হইয়া যায় (অর্থাৎ তিনজনের সম্পর্কে খলীফা হওয়ার মত সৃষ্টি হয়) তবে পুনরায় পরামর্শ করিবে। আর যদি চারজন ও দুইজনের মধ্যে মতের পার্থক্য দেখা দেয় তবে অধিক অর্থাৎ চারজনের মতকে অবলম্বন করিবে।

হযরত আসলাম (রহঃ) হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যদি মতপার্থক্যের কারণে তিন তিনজন করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় তবে যে দিকে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) হইবেন সেদিকের মতকে গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের সিদ্ধান্তকে শুনিবে ও মান্য করিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ইন্তেকালের কিছুক্ষণ পূর্বে হযরত আবু তালহা আনসারী (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, হে আবু তালহা, তুমি তোমার কাওম আনসারদের পঞ্চাশজন মানুষ লইয়া এই আহলে শূরাদের সঙ্গে থাকিবে। আমার ধারণা হয়, তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে কাহারো ঘরে সমবেত হইবে। তুমি তাহাদের দরজায় আপন সঙ্গীদেরকে লইয়া দণ্ডায়মান থাকিবে এবং কাহাকেও ভিতরে প্রবেশ করিতে দিবে না। আর তিনদিনের মধ্যে তাহারা নিজেদের মধ্যে কাহাকেও আমীর নিযুক্ত করিবে, তাহাদিগকে তৃতীয়দিন অতিক্রম করিতে দিবে না। আয় আল্লাহ, আপনি তাহাদের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যান। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

কেমন ব্যক্তি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে?
(অর্থাৎ খলীফার গুণাবলী কি হইবে?)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খোতবা

হযরত আসেম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) অসুস্থ অবস্থায় লোকদেরকে একত্রিত করিলেন এবং তাহাকে মিম্বার পর্যন্ত উঠাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন। তাহার এই বয়ানই শেষ বয়ান ছিল। তিনি আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিয়া বলিলেন—

হে লোকসকল! দুনিয়া হইতে বাঁচিয়া থাক, উহার উপর ভরসা করিও না, দুনিয়া অত্যন্ত ধোকাবাজ। আখেরাতকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দাও, উহাকে মহব্বত কর। কেননা এই দুইয়ের যে কোন একটির সহিত মহব্বতের দ্বারা অপরটির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আর আমাদের সমস্ত বিষয় খেলাফতের অধীন। এই খেলাফতের শেষভাগের সংশোধন ঐভাবেই হইবে যেইভাবে ইহার প্রথম ভাগের হইয়াছিল। এই খেলাফতের দায়িত্বভার সেই বহন করিতে পারে যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং নিজের নফসের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক আয়ত্ব রাখে, কঠোরতার সময় অত্যন্ত কঠোর হয় এবং নম্রতার সময় অত্যন্ত নরম হয়। রায় দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তির রায়কে সর্বাপেক্ষা বেশী জানে। অনর্থক বিষয়ে লিপ্ত হয় না, বর্তমানে যাহা ঘটে নাই তাহা লইয়া চিন্তিত অস্থির হয় না, এলেম শিক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করে না, আকস্মিক কোন বিষয়ে ঘাবড়াইয়া যায় না, মাল সংরক্ষণে অত্যন্ত মজবুত এবং রাগের বশে কমবেশী করিয়া মালের মধ্যে খেয়ানত করে না, সতর্কতা ও আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যকে আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখে। আর এই সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তি হইল হযরত ওমর (রাঃ)। এই বলিয়া তিনি মিম্বার হইতে নামিয়া আসিলেন।

(কানযুল উম্মাল)

হযরত ওমর (রাঃ)এর দৃষ্টিতে খলীফার গুণাবলী

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর এমন খেদমত করিয়াছি যাহা তাহার পরিবারের কেহ করিতে পারে নাই এবং আমি তাহার সহিত এমন মায়ামমতার ব্যবহার করিয়াছি যাহা তাহার পরিবারের কেহ করিতে পারে নাই। একদিন আমি তাহার সহিত তাহারই ঘরে একান্তে বসিয়াছিলাম। তিনি আমাকে নিজের কাছে বসাইতেন এবং আমার অনেক সম্মান করিতেন। এমন সময় তিনি এত জোরে আহ্ করিলেন, মনে হইল যেন তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি কোন ব্যাপারে ভীত হইয়া এরূপ আহ্ করিলেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, ভীত হইয়াই এমন করিয়াছি। আমি আরজ করিলাম, কি সেই ভয়ের জিনিস? তিনি বলিলেন, নিকটে আস। আমি তাহার নিকটবর্তী হইলাম। তিনি বলিলেন, এই খেলাফতের উপযুক্ত কোন লোক পাইতেছি না। আমি বলিলাম, অমুক, অমুক, অমুক, অমুক, অমুক, অমুক সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছয়জন আহলে শূরার নাম উল্লেখ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) উত্তরে ছয়জনের প্রত্যেকের ব্যাপারে কিছু না কিছু কথা বলিলেন। তারপর বলিলেন, এই খেলাফতের কাজের উপযুক্ত একমাত্র সেই ব্যক্তি হইতে পারে, যে মজবুত কিন্তু কঠোর নয়, নরম কিন্তু দুর্বল নয়। দানশীল কিন্তু অপচয়কারী নয়। সতর্কভাবে খরচ করে কিন্তু কৃপণ নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় তিনি এত জোরে এক দীর্ঘশ্বাস নিলেন যে, মনে হইল যেন তাহার পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কোন বড় ধরনের কষ্টের কারণে এই দীর্ঘশ্বাস লইয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, বড় এক কষ্টের কারণে লইয়াছি। আর তাহা এই যে, আমার পরে এই

www.BANGLAKITAB.com

খেলাফতের কাজ কাহার হাতে দিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তারপর আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, তুমি হয়ত তোমার সঙ্গী (হযরত আলী (রাঃ))কে এই খেলাফতের কাজের যোগ্য মনে করিতেছ। আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। নিঃসন্দেহে তিনি এই কাজের উপযুক্ত। কারণ তিনি প্রথম যুগে মুসলমান হইয়াছেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, নিঃসন্দেহে তিনি এমনই যেমন তুমি বলিতেছ। কিন্তু তিনি এমন এক ব্যক্তি যাহার মধ্যে হাসিঠাট্টার স্বভাব রহিয়াছে। এইভাবে তাহার সম্পর্কে আরো আলোচনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন, এই খেলাফতের কাজের যোগ্যতা একমাত্র ঐ ব্যক্তির রহিয়াছে যে মজবুত কিন্তু কঠোর নয়, নরম কিন্তু দুর্বল নয়, দানশীল কিন্তু অপচয়কারী নয়, সতর্কভাবে খরচ করে কিন্তু কৃপণ নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিতেন, এই সমস্ত গুণাবলী একমাত্র হযরত ওমর (রাঃ)এর মধ্যেই ছিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমত করিতাম এবং অত্যন্ত ভয় এবং সম্মানও করিতাম। আমি একদিন তাহার ঘরে গেলাম। তিনি একাকী বসিয়াছিলেন। তিনি এত জোরে শ্বাস লইলেন, আমার মনে হইল যেন তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। তারপর তিনি আসমানের দিকে মাথা উঠাইয়া দীর্ঘশ্বাস লইলেন। আমি সাহস সঞ্চয় করিয়া মনে মনে বলিলাম, আমি অবশ্যই তাহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব। সুতরাং আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, আপনি নিশ্চয় কোন বড় ধরনের পেরেশানীর কারণে এরূপ দীর্ঘশ্বাস লইয়াছেন। তিনি বলিলেন, হাঁ, আল্লাহর কসম, আমি অত্যন্ত পেরেশান আছি। আর তাহা এই যে, আমি এই খেলাফতের উপযুক্ত কাহাকেও পাইতেছি না। তারপর বলিলেন, তুমি হয়ত বলিবে যে, তোমার সঙ্গী অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) তো ইহার উপযুক্ত। আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, তিনি হিজরত করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভ করিয়াছেন এবং

তাঁহার সহিত আত্মীয়তাও রহিয়াছে এতদসত্ত্বেও কি তিনি এই কাজের উপযুক্ত নহেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি যেমন বলিয়াছ তিনি তেমনই বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে হাসিঠাট্টার স্বভাব রহিয়াছে। এইভাবে তিনি হযরত আলী (রাঃ)এর আরো অন্যান্য বিষয় লইয়া আলোচনা করিলেন। তারপর বলিলেন, খেলাফতের দায়িত্ব একমাত্র সেই ব্যক্তি বহন করিতে পারে, যে নরম কিন্তু দুর্বল নয়, মজবুত কিন্তু কঠোর নয়, দানশীল কিন্তু অপচয়কারী নয় এবং সতর্কতার সহিত খরচ করে কিন্তু কৃপণ নয়। আরো বলিলেন, এই খেলাফতের কাজ একমাত্র সেই সামলাইতে পারে যে বিনিময়ের আশায় অন্যের সহিত সদ্ব্যবহার করে না, রিয়াকারদের মত কার্যকলাপ করে না, লোভ–লালসার অনুসারী হয় না। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের শক্তি একমাত্র সেই ব্যক্তি রাখে, যে আপন জবান দ্বারা এমন কথা না বলে যাহাতে তাহার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে হয়, আর সে আপন জামাতের বিপক্ষেও হক ফয়সালা করিতে পারে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, এই খেলাফতের দায়িত্ব এমন লোককেই গ্রহণ করা উচিত, যাহার মধ্যে এই চার গুণ পাওয়া যায়—নরম কিন্তু দুর্বল নয়, মজবুত কিন্তু কঠোর নয়, সতর্কতার সহিত খরচ করে কিন্তু কৃপণ নয়, দানশীলতা আছে কিন্তু অপচয়কারী নয়। যদি এই চারটির একটি না থাকে তবে বাকী তিনটিও নিস্ফল হইয়া যাইবে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার এই কাজ একমাত্র সেই ব্যক্তিই সঠিকভাবে পূরণ করিতে পারে, যে বিনিময়ের আশায় অন্যের সহিত সদ্ব্যবহার করে না, রিয়াকারদের মত কার্যকলাপ করে না, লোভ–লালসার অনুসারী হয় না, এই কাজ দ্বারা আপন সম্মান প্রতিষ্ঠা করিতে চায় না এবং ক্রোধের সময়ও সত্ত্বেও হক কথাকে গোপন করে না। (কানযুল উম্মাল)

সুফিয়ান ইবনে আবিল আওজা (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর

www.BANGLAKITAB.com

(রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি জানি না, আমি কি খলীফা না বাদশাহ? যদি আমি বাদশাহ হইয়া থাকি তবে ইহা অত্যন্ত বড় (আশংকার) বিষয়। (উপস্থিত লোকজনের মধ্য হইতে) একজন বলিল, খলীফা ও বাদশাহ উভয়ের মধ্যে তো বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। খলীফা তো প্রত্যেক জিনিসকে হক উপায়ে গ্রহণ করে এবং উহাকে হক জায়গায় খরচ করে। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে আপনি এই ধরনেরই। আর বাদশাহ লোকদের উপর জুলুম করে। একজনের নিকট হইতে জোরপূর্বক লইয়া অন্যকে অন্যায়ভাবে দান করে। শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) চুপ হইয়া গেলেন।

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বাদশাহ না খলীফা? হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, যদি আপনি মুসলমানদের জমিন হইতে এক দেরহাম পরিমাণ অথবা উহা হইতে কমবেশী জুলুম করিয়া লইয়া থাকেন, অতঃপর উহা অন্যায়ভাবে খরচ করিয়া থাকেন তবে তো বাদশাহ, খলীফা নহেন। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) কাঁদিয়া উঠিলেন। (মুন্তাখাব)

বনু আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। মজলিসে তাহার সঙ্গীদের মধ্যে হযরত তালহা, হযরত সালমান, হযরত যুবাইর ও হযরত কা'ব (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি আপন সঙ্গীদেরকে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব। তোমরা আমাকে ভুল জবাব দিয়া আমাকেও ধ্বংস করিও না এবং নিজেরাও ধ্বংস হইও না। আমি তোমাদিগকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আমি কি খলীফা না বাদশাহ? হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যুবাইর (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমাদিগকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন যাহা আমরা জানি না। খলীফা ও বাদশাহের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা আমাদের জানা নাই। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, আমি পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সহিত বলিতেছি যে, আপনি খলীফা, বাদশাহ নহেন। হযরত ওমর (রাঃ)

বলিলেন, এমন কথা এরূপ আত্মবিশ্বাসের সহিত তুমি বলিলে বলিতে পার। কেননা তুমি সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসিতে। তারপর হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, আমি এই কথা এইজন্য বলিয়াছি যে, আপনি প্রজাদের মধ্যে ইনসাফ করিয়া থাকেন এবং আপনি (প্রত্যেক জিনিস) তাহাদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করিয়া থাকেন। আর আপনি তাহাদের সহিত এমন মহবত ও মমতাসুলভ আচরণ করিয়া থাকেন যেমন কেহ নিজ পরিবারের সহিত করিয়া থাকে। আপনি প্রত্যেক ফয়সালা আল্লাহ তায়ালার কিতাব অনুযায়ী করিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া হযরত কা'ব (রাঃ) বলিলেন, আমি ব্যতীত আর কেহ এই মজলিসে খলীফা ও বাদশাহের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে জানে বলিয়া আমার ধারণা ছিল না। তবে আল্লাহ তায়ালা হযরত সালমান (রাঃ)কে এলেম ও হেকমত দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর হযরত কা'ব (রাঃ) বলিলেন, আমি ইহার সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি খলীফা, বাদশাহ নহেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কিসের ভিত্তিতে এই সাক্ষ্য দিতেছ? হযরত কা'ব (রাঃ) বলিলেন, আমি আপনার আলোচনা আল্লাহর কিতাবে (অর্থাৎ তাওরাতে) পাইতেছি। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সেখানে কি আমার নাম উল্লেখ করিয়া আমার আলোচনা করা হইয়াছে? হযরত কা'ব (রাঃ) বলিলেন, না, বরং আপনার গুণাবলী উল্লেখ করিয়া আপনার আলোচনা করা হইয়াছে। তাওরাতে এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সর্বপ্রথম নবুওয়াত হইবে, অতঃপর নবুওয়াতের তরীকায় খেলাফতও রহমত হইবে। তারপর নবুওয়াতের তরীকায় খেলাফতও রহমত হইবে। ইহার পর বাদশাহী হইবে যাহাতে সামান্য জুলুমেরও সংমিশ্রণ থাকিবে। (অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীনের পর সামান্য জুলুমের সহিত বাদশাহী হইবে, ইহার পর বাদশাহীতে জুলুমের আধিক্য হইবে।) (মুন্তাখাব)

www.BANGLAKITAB.com

খলীফার নরম ও শক্ত আচরণ করা

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের উপর দাঁড়াইয়া বয়ান করিলেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, হে লোকসকল, আমি জানি যে, তোমরা আমার মধ্যে কঠোরতা ও শক্ত আচরণ দেখিয়া থাক। উহার কারণ এই যে, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম তখন তাহার গোলাম ও খাদেম ছিলাম। (তাঁহার সম্পর্কে) আল্লাহ তায়ালা যেমন বলিয়াছেন—

بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ

(অর্থাৎ তিনি মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ও দয়াময়) তিনি ঠিক তেমনই (স্নেহশীল ও দয়াময়) ছিলেন। এইজন্য আমি তাহার সঙ্গে উত্তোলিত তলোয়ারের ন্যায় ছিলাম। তিনি আমাকে খাপে ঢুকাইয়া দিতেন অথবা আমাকে কোন কাজ হইতে বিরত হইতে বলিতেন তবে আমি বিরত হইতাম। নতুবা আমি তাহার নম্র স্বভাবের কারণে লোকদের সহিত কঠোর ব্যবহার করিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমি এই পদ্ধতির উপর অবিচল রহিয়াছি। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে নিজের নিকট লইয়া গেলেন। দুনিয়া হইতে বিদায়ের সময় তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, এইজন্য আমি আল্লাহ তায়ালার অনেক অনেক শুকরিয়া আদায় করি এবং নিজের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্য মনে করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁহার খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিতও আমার একই আচরণ বহাল রহিয়াছে। তোমরা তাহার দয়া বিনয় ও নম্র স্বভাব সম্পর্কে অবগত আছ। আমি তাহার খাদেম ছিলাম। তাহার সামনে উত্তোলিত তলোয়ারের ন্যায় থাকিতাম। আমি আমার কঠোরতাকে তাহার নম্রতার সহিত মিলাইতাম। যদি কোন বিষয়ে তিনি

স্বয়ং অগ্রসর হইতেন, আমি থামিয়া যাইতাম নতুবা আমি অগ্রসর হইতাম। তাহার জীবদ্দশায় আমার আচরণ এইরূপই রহিয়াছে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লইয়াছেন। দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণের সময় তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এইজন্য আল্লাহ তায়ালার অনেক শোকর আদায় করি এবং নিজের জন্য ইহাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি। আজ তোমাদের বিষয় আমার হাতে আসিয়াছে। (অর্থাৎ আমাকে খলীফা বানানো হইয়াছে।) আমার জানা আছে যে, অনেকে বলিবে, যখন অন্যের হাতে খেলাফত ছিল তখন তিনি আমাদের সহিত কঠোর ব্যবহার করিতেন, আর আজ যখন স্বয়ং তাহার হাতে খেলাফত আসিয়াছে তখন তো কঠোরতা আরো চরমে পৌঁছিবে। তোমরা জানিয়া রাখ, আমার ব্যাপারে তোমাদের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নাই, তোমরা আমার পরিচয়ও জান এবং আমার ব্যাপারে তোমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতাও রহিয়াছে। তোমরা আপন নবীর সুন্নাত সম্পর্কে যাহা জান আমিও তাহা জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমি এমন প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিয়াছি যাহা জিজ্ঞাসা না করিলে আফসোস করিতে হয়।

তোমরা ভালভাবে বুঝিয়া লও, এখন যখন আমি খলীফা হইয়াছি তখন আমার পূর্বের কঠোরতা যাহা তোমরা দেখিয়াছ তাহা পূর্বাপেক্ষা অনেক গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে এই কঠোরতা জালেম ও সীমালংঘনকারীর জন্য হইবে এবং এই কঠোরতা শক্তিশালী মুসলমানের নিকট হইতে হক উসুল করিয়া দুর্বল মুসলমানকে দেওয়ার জন্য হইবে। আমি এই কঠোরতা সত্ত্বেও যাহারা চরিত্রবান হইবে এবং অন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকিবে ও মান্য করিবে তাহাদের জন্য আমার গাল জমিনে বিছাইয়া দিব। আর যদি আমার ও তোমাদের মধ্য হইতে কাহারো মধ্যে কোন বিষয়ে ফয়সালার ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দেয় তবে সে যে কোন (তৃতীয়) ব্যক্তির নিকট হইতে পছন্দ করিবে আমি তাহার সহিত সেই

www.BANGLAKITAB.com

ব্যক্তির নিকট যাইতে অস্বীকার করিব না। আর সেই (তৃতীয়) ব্যক্তি আমার ও তাহার মধ্যে যে কোন ফায়সালা করিবে আমি তাহা মানিয়া লইব।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের ব্যাপারে আমাকে এইভাবে সাহায্য কর যে, আমার নিকট (এদিক সেদিকের সমস্ত) কথা লইয়া আসিও না। আর আমার নফসের বিরুদ্ধে আমাকে এইভাবে সাহায্য কর যে, আমাকে নেক কাজের হুকুম কর এবং অসৎকাজ হইতে বাধা দাও। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে সমস্ত বিষয়ে আমাকে শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন সে সমস্ত বিষয়ে তোমরা আমার কল্যাণ কামনা কর। অতঃপর তিনি মিম্বার হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। (কানযুল উম্মাল)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, একবার হযরত আলী (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত যুবাইর (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ও হযরত সা'দ (রাঃ) (এক জায়গায়) সমবেত হইলেন। হযরত ওমর (রাঃ)এর সম্মুখে কথা বলার ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাহসী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ছিলেন। এইজন্য তাহারা সকলে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবদুর রহমান! যদি আপনি লোকদের ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীনের সহিত কথা বলিতেন তবে কতই না ভাল হইত। আপনি তাহাকে বলুন যে, লোকজন তাহাদের প্রয়োজন লইয়া আসে, কিন্তু তাহারা আপনার ভয়ে আপনার সহিত কথা বলিতে সাহস পায় না, ফলে তাহারা প্রয়োজন পুরা না করিয়াই ফিরিয়া যায়।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি লোকদের জন্য নরম হইয়া যান। কারণ অনেক লোক তাহাদের প্রয়োজন লইয়া আপনার নিকট আসে, কিন্তু আপনার ভয়ে তাহারা আপনার

সহিত কথা বলিতে সাহস পায় না, ফলে নিজের প্রয়োজনের কথা আপনাকে না বলিয়াই ফিরিয়া চলিয়া যায়। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে কি হযরত আলী, হযরত ওসমান, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর ও হযরত সা'দ (রাঃ) এই কথা বলার জন্য বলিয়াছেন? হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আবদুর রহমান, আল্লাহর কসম, আমি লোকদের সহিত এই পরিমাণ নম্রতা অবলম্বন করিয়াছি যে, উহার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করিতেছি। (অর্থাৎ এত নরম কেন হইলাম এই প্রশ্ন না করিয়া বসেন।) আবার আমি লোকদের সহিত এই পরিমাণ কঠোর হইয়াছি যে, এই কঠোরতার উপর আল্লাহকে ভয় করিতেছি। (অর্থাৎ এই কঠোরতার উপর আমাকে ধরিয়া না বসেন।) এখন তুমিই বল, বাঁচার কি উপায় হইতে পারে? হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) সেখান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিলেন এবং চাদর হেঁচড়াইয়া ফিরিয়া চলিলেন আর হাত নাড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, হায় আফসোস! আপনার পরে তাহাদের কি অবস্থা হইবে? (হায় আফসোস! আপনার পরে তাহাদের কি অবস্থা হইবে?)

আবু নুআঈম (রহঃ) হিলইয়া নামক গ্রন্থে হযরত শা'বী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমার অন্তর আল্লাহর জন্য এই পরিমাণ নরম হইয়াছে যে, মাখন হইতেও নরম হইয়া গিয়াছে। এমনিভাবে আমার অন্তর আল্লাহর জন্য এই পরিমাণ শক্ত হইয়াছে যে, পাথর হইতেও শক্ত হইয়া গিয়াছে।

ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, কেহ কেহ এই চেষ্টা করিয়াছে যে, এই খেলাফত যেন আপনি না পান। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কারণে? সে বলিল, তাহাদের ধারণা এই যে, আপনি অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য

www.BANGLAKITAB.com

যিনি আমার অন্তরকে লোকদের জন্য মায়ামমতা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন আর লোকদের অন্তরকে আমার ভয় দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। (মুস্তাখাব)

যাহাদের চলাচল দ্বারা উম্মতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইতে পারে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা

হযরত শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর ইন্তেকালের মুহূর্তে কোরাইশ (এর কিছু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি) তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কারণ হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদিগকে মদীনায় আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। (তাহাদের বাহিরে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া রাখিয়াছিলেন) তিনি তাহাদের উপর যথেষ্ট পরিমাণে খরচও করিতেন এবং বলিতেন, তোমাদের বিভিন্ন শহরে ছড়াইয়া পড়া আমার নিকট এই উম্মতের জন্য সর্বাপেক্ষা বিপদজনক মনে হয়। (হযরত ওমর (রাঃ) মুহাজিরীনদের বিশেষ বিশেষ কতিপয় ব্যক্তির জন্য এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছিলেন।) এই সকল বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যান্য মক্কাবাসীদের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা ছিল না। অতএব যে সকল মুহাজিরীনদের জন্য হযরত ওমর (রাঃ) মদীনায় অবস্থান করা জরুরী করিয়া দিয়াছিলেন তাহাদের মধ্য হইতে কেহ জেহাদে যাওয়ার অনুমতি চাহিলে তিনি বলিতেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যে সমস্ত জেহাদের সফর করিয়াছ উহা তোমার উদ্দেশ্য অর্থাৎ জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য যথেষ্ট হইয়াছে। আজ তোমার জন্য জেহাদে যাওয়া অপেক্ষা ইহাই উত্তম যে, তুমি (মদীনায় অবস্থান কর এবং) না দুনিয়াকে দেখ আর না দুনিয়া তোমাকে দেখে।

(হযরত ওমর (রাঃ)এর এরূপ করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কোরাইশের এই সমস্ত বিশেষ ব্যক্তিবর্গ যদি বিভিন্ন এলাকায় বসবাস আরম্ভ করেন তবে সেখানকার মুসলমানগণ তাহাদের সঙ্গলাভে পরিতৃপ্ত

হইয়া মদীনায় আসা বন্ধ করিয়া দিবে। এইভাবে আমীরুল মুমিনীন ও ইসলামের কেন্দ্রীয় শহর মদীনার সহিত তাহাদের সম্পর্ক দুর্বল হইয়া যাইবে। যদি এই সকল ব্যক্তিবর্গ মদীনায় অবস্থান করেন তবে সমস্ত এলাকার লোক মদীনায় আসিতে থাকিবে এবং আমীরুল মুমিনীন ও ইসলামের কেন্দ্রীয় শহর মদীনার সহিত তাহাদের সম্পর্ক দৃঢ় হইতে থাকিবে। ফলে তাহাদের মধ্যে সর্ববিষয়ে ইসলামের একই ধারা বজায় থাকিবে।)

অতঃপর যখন হযরত ওসমান (রাঃ) খলীফা হইলেন তখন তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। তাহারা বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া পড়িলেন এবং সেখানকার মুসলমানগণ (আমীরুল মুমিনীন ও ইসলামের কেন্দ্রস্থল মদীনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া) তাহাদেরকে পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া গেল। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত মুহাম্মাদ ও হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, ইহাই সর্বপ্রথম দুর্বলতা ছিল যাহা ইসলামের ভিতর স্থান লাভ করিল। আর ইহাই সর্বপ্রথম ফেতনা ছিল যাহা সর্বসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছিল। (অর্থাৎ স্থানীয় বুযুর্গদের সহিত সম্পর্ক কায়েম হইয়া আমীরুল মুমিনীন ও ইসলামের কেন্দ্রস্থল মদীনার সহিত সম্পর্ক দুর্বল হইয়া গেল।)

কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রহঃ) বলেন, হযরত যুবাইর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে জেহাদে যাওয়ার অনুমতি লইতে আসিলে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি নিজের ঘরে বসিয়া থাক। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত অনেক জেহাদ করিয়াছ। হযরত যুবাইর (রাঃ) বারবার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তৃতীয় অথবা চতুর্থ বারে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, নিজের ঘরে বসিয়া থাক। আল্লাহর কসম, আমি দেখিতে পাইতেছি যে, তুমি ও তোমার সঙ্গীগণ যদি বাহির হইয়া মদীনার আশেপাশে চলিয়া যাও তবে তোমরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের বিরুদ্ধে ফেতনা সৃষ্টি করিবে।

www.BANGLAKITAB.com

আহলে রায় অর্থাৎ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন সাহাবাদের সহিত পরামর্শ করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা হইতে আবু সুফিয়ানের আগমনের সংবাদ পাইলেন তখন আপন সাহাবাদের সহিত পরামর্শ করিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) কিছু কথা বলিলেন, কিন্তু তিনি তাহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তিনি তাহার কথাও গ্রাহ্য করিলেন না। এই হাদীসের পরবর্তী অংশ সহ সম্পূর্ণ হাদীস জেহাদের অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমাদ ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বদরের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত পরামর্শ করিলেন (যে, বদরের কয়েদীদের সহিত কি আচরণ করা উচিত?) হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহারা আমাদেরই চাচাত ভাই, বংশের লোকজন, ভাই বেরাদার। আমার রায় হইল, আপনি ইহাদের নিকট হইতে ফিদিয়া গ্রহণ করুন (এবং ইহাদেরকে মুক্তি দিয়া দিন)। এই ফিদিয়া দ্বারা কাফেরদের বিরুদ্ধে আমরা শক্তি অর্জন করিব। আর হইতে পারে (পরবর্তীতে) আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে হেদায়াত দান করিবেন। তখন তাহারা আমাদেরই বাহুবলে পরিণত হইবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ইবনে খাত্তাব, তোমার কি রায়? হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ) যে রায় দিয়াছেন আমার সে রায় নয়, বরং আমার রায় হইল আমার আত্মীয় অমুককে

আমার সোপর্দ করুন, আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেন, আকীলকে হযরত আলী (রাঃ)এর হাতে দিয়া দিন তিনি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিন, আর হযরত হামযা (রাঃ)এর ভাই, অমুক (অর্থাৎ হযরত আব্বাস (রাঃ)কে হযরত হামযা (রাঃ)এর সোপর্দ করিয়া দিন, তিনি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেন। যাহাতে আল্লাহ তায়ালা জানিয়া লন যে, আমাদের অন্তরে মুশরিকদের জন্য কোন রকম মায়া-মমতা নাই। ইহারা কোরাইশের সর্দার, নেতা ও অগ্রনায়ক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)এর রায়কে পছন্দ করিলেন এবং আমার রায় তাঁহার পছন্দ হইল না। সুতরাং কয়েদীদের নিকট হইতে ফিদিয়া গ্রহণ করিলেন।

পরদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তাঁহারা উভয়ে কাঁদিতেছেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ও আপনার সঙ্গী কেন কাঁদিতেছেন? আমাকে বলুন। যদি (কারণ জানার পর) আমারও কান্না আসে তবে আমিও কাঁদিব। আর যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান হইলেও করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি এই জন্য কাঁদিতেছি যে, কয়েদীদের নিকট হইতে তোমার সঙ্গীদের ফিদিয়া গ্রহণের কারণে আল্লাহর আযাব এই গাছের নিকটে আসিয়া গিয়াছিল। আর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন—

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى

অর্থ ঃ 'নবীর পক্ষে শোভনীয় নহে যে, তাহার বন্দী জীবিত থাকে (বরং হত্যা করিয়া ফেলা উচিত) যে পর্যন্ত তিনি ভূ-পৃষ্ঠে যথেষ্ট পরিমাণে কাফেরদের রক্তপাত না করেন, তোমরা তো দুনিয়ার ধনসম্পদ চাহিতেছ, আর আল্লাহ তায়ালা চাহিতেছেন আখেরাত, আর আল্লাহ অতি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের সময় সাহাবাদের সহিত কয়েদীদের ব্যাপারে পরামর্শ করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা ইহাদিগকে তোমাদের আয়ত্বে করিয়া দিয়াছেন। (অতএব তোমরা ইহাদের ব্যাপারে পরামর্শ দাও।) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহাদের গর্দান উড়াইয়া দিন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)এর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তিনি পুনরায় বলিলেন, হে লোকসকল, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে ইহাদের উপর আয়ত্ব দান করিয়াছেন, গতকাল পর্যন্ত ইহারা তোমাদের ভাই ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় একই রায় ব্যক্ত করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন এবং পুনরায় একই কথা এরশাদ করিলেন। এইবার হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের রায় এই যে, আপনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং তাহাদের নিকট হইতে ফিদিয়া গ্রহণ করিয়া লউন। তাহার এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক হইতে চিন্তা ও পেরেশানীর ভাব দূর হইয়া গেল। সুতরাং তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে ফিদিয়া গ্রহণ করা সাব্যস্ত করিলেন। আর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا اَخَذْتُمْ

অর্থ ঃ যদি আল্লাহ্ তায়ালার লিখন নির্ধারিত হইয়া না থাকিত তবে যে ব্যবস্থা তোমরা অবলম্বন করিয়াছ, তৎসম্বন্ধে তোমাদের উপর বড় কোন শাস্তি আসিয়া পড়িত।

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মীয়ের প্রতি সদ্ব্যবহার ও আপন দয়ালু স্বভাবের কারণেই শুধু ফিদিয়া গ্রহণের রায়কে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য কোন কোন সাহাবী শুধু আর্থিক উপকারকে

সামনে রাখিয়া এই রায় দিয়াছিলেন। আবার অনেকে অন্যান্য দ্বীনী ফায়দার সহিত আর্থিক সুবিধাকেও সামনে রাখিয়া এই রায় দিয়াছিলেন। ফিদিয়া গ্রহণ করিয়া মুক্তি দেওয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট তখনকার অবস্থা হিসাবে ভুল ছিল। যাহারা দুনিয়াবী স্বার্থকে সামনে রাখিয়া রায় দিয়াছিলেন তাহারা যদিও শাস্তির উপযুক্ত ছিলেন কিন্তু আল্লাহ তায়ালার পূর্ব নির্ধারিত লিখনীর কারণে এই শাস্তি দেওয়া হয় নাই। আর এই পূর্ব নির্ধারিত লিখনী কয়েকটি বিষয় হইতে পারে, এক—মুজতাহিদ অর্থাৎ যে ব্যক্তি শরীয়তের বিধান উদঘাটনের জন্য যথাসাধ্য চিন্তা ফিকির করিবে তাহাকে এই ধরনের ভুলের জন্য শাস্তি দেওয়া হইবে না। দুই—বদরে অংশগ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দিয়াছেন। তিন—এই সমস্ত কয়েদীদের মধ্যে অনেকের ভাগ্যে ইসলাম গ্রহণ করা লেখা ছিল ইত্যাদি।)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর হাদীস

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দের নিকট পরামর্শ চাহিয়া বলিলেন, তোমরা এই সমস্ত কয়েদীদের সম্পর্কে কি বল? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহারা আপনার কাওম ও খান্দানের লোক, ইহাদিগকে (ক্ষমা করিয়া দিয়া) দুনিয়াতে বাকী রাখুন, ইহাদের সহিত নম্র ব্যবহার করুন। হয়ত আল্লাহ তায়ালা ইহাদিগকে (কুফর ও শিরক হইতে) তওবা করার তৌফিক দিবেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহারা আপনাকে (মক্কা হইতে) বাহির করিয়া দিয়াছে, আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে। আপনি ইহাদিগকে সামনে আনিয়া সকলের গর্দান উড়াইয়া দিন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ঘন গাছপালাযুক্ত একটি জঙ্গল তালাশ করিয়া লউন এবং ইহাদিগকে সেই জঙ্গলে প্রবেশ করাইয়া আগুন লাগাইয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

WWW.BANGLAKITAB.COM

আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সকলের রায় শুনিলেন, কিন্তু) কোন ফয়সালা করিলেন না এবং নিজ তাঁবুর ভিতর চলিয়া গেলেন। (লোকেরা পরস্পর আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল।)

কেহ বলিল, তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর রায়ের উপর আমল করিবেন। কেহ বলিল, হযরত ওমর (রাঃ)এর রায়ের উপর আমল করিবেন। আর কেহ বলিল, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর রায়ের উপর আমল করিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় লোকদের নিকট বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা কোন কোন লোকের অন্তরকে আল্লাহর জন্য এত নরম করিয়া দেন যে, উহা দুধ হইতেও নরম হইয়া যায়। আর কোন কোন লোকের অন্তরকে আল্লাহর জন্য এত কঠিন করিয়া দেন যে, উহা পাথর হইতেও কঠিন হইয়া যায়। হে আবু বকর! তোমার উদাহরণ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ন্যায়। কারণ তিনি বলিয়াছিলেন—

فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَ مَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ ঃ 'যে আমার অনুসরণ করিবে সে আমার, আর কেহ আমার অবাধ্যতা করিলে নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

আর হে আবু বকর! তোমার উদাহরণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ন্যায়। কারণ তিনি বলিয়াছিলেন—

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থ ঃ 'যদি আপনি তাহাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে তাহারা আপনার বান্দা এবং যদি আপনি তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দেন তবে আপনি পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।'

আর হে ওমর! তোমার উদাহরণ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের

ন্যায়। কারণ তিনি বলিয়াছিলেন—

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا

অর্থ ঃ 'হে আমার পালনকর্তা, আপনি জমিনের উপর কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না।'

আর হে ওমর! তোমার উদাহরণ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ন্যায়। কারণ, তিনি বলিয়াছিলেন—

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ .

অর্থ ঃ 'হে আমার পরওয়ারদিগার, তাহাদের ধনসম্পদ ধ্বংস করিয়া দিন এবং তাহাদের অন্তরগুলিকে কঠোর করিয়া দিন যাহাতে তাহারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে যতক্ষণ না তাহারা বেদনাদায়ক আযাব দেখিয়া লয়।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা যেহেতু অভাবগ্রস্ত সেহেতু এই সমস্ত কয়েদীদের মধ্য হইতে প্রত্যেকেই হয় ফিদিয়া প্রদান করিবে, নতুবা তাহার গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাহ্ল ইবনে বাইযাকে এই নির্দেশের বহির্ভূত রাখুন। কেননা আমি তাহাকে ইসলাম সম্পর্কে ভাল আলোচনা করিতে শুনিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চুপ রহিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, (আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালার খেলাপ অনধিকার চর্চার কারণে) সেদিন আসমান হইতে আমার উপর পাথর বর্ষণ হওয়ার যে পরিমাণ আশংকা আমার মনে সৃষ্টি হইয়াছিল আর কখনও এমন হয় নাই। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার কথার

www.BANGLAKITAB.com

সমর্থনে) বলিলেন, সাহল ইবনে বাইযা এই নির্দেশের বহির্ভূত থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى সহ দুই আয়াত নাযিল করিলেন।

মদীনার ফল ফলাদি সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)এর পরামর্শ করা

ইমাম যুহুরী (রহঃ) বলেন, (খন্দকের যুদ্ধের সময়) যখন মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত কঠিন আকার ধারণ করিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাতফান গোত্রের দুই সর্দার উয়াইনা ইবনে হিস্ন ও হারেস ইবনে আওফ মুররীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাদেরকে এই শর্তে মদীনার এক তৃতীয়াংশ ফল দেওয়ার এরাদা করিলেন যে, তাহারা আপন সঙ্গীদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইতে ফেরৎ লইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহাদের মধ্যে এই ব্যাপারে আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল। এক পর্যায়ে তাহারা চুক্তিপত্রও লিখিয়া ফেলিল। অবশ্য তখনও সাক্ষীদের নাম উল্লেখ বা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইয়াছিল না, শুধু উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ করার কথাবার্তা চলিতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এইভাবে সন্ধি করার পাকাপাকি এরাদা করিলেন তখন তিনি হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) ও হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)কে ডাকিয়া তাহাদের সহিত এই ব্যাপারে আলোচনা করিলেন ও পরামর্শ চাহিলেন।

তাহারা উভয়ে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সন্ধি আপনার পছন্দ বলিয়া করিতে চাহিতেছেন, না আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আদেশ করিয়াছেন বলিয়া করিতে চাহিতেছেন, যাহার উপর আমল করা আমাদের জন্য জরুরী, আর না এই সন্ধি আমাদের উপকারার্থে করিতে চাহিতেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই সন্ধি তোমাদের উপকারার্থে ও তোমাদের ভালোর জন্য করিতে

চাহিতেছি। আল্লাহর কসম, আমি এই সন্ধি এই জন্য করিতে চাহিতেছি যে, আমি দেখিতেছি সমগ্র আরব মিলিয়া এক ধনুকে তোমাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতেছে, অর্থাৎ সমগ্র আরব তোমাদের বিরুদ্ধে এক জোট হইয়া গিয়াছে এবং সর্বদিক হইতে তোমাদের সহিত প্রকাশ্যে শত্রুতা করিতেছে। অতএব আমি চিন্তা করিলাম, (এইভাবে সন্ধি করিয়া) তাহাদের শক্তি কিছুটা নষ্ট করিয়া দেই।

হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পূর্বে আমরা ও তাহারা উভয়ে আল্লাহর সহিত শিরক করিতাম এবং মূর্তিপূজা করিতাম। আমরা আল্লাহর এবাদত করিতাম না বরং আল্লাহকে চিনিতামও না। যখন আমরা উভয়ে একই পথের পথিক ছিলাম তখনও জোরপূর্বক আমাদের একটি খেজুরও খাওয়ার তাহাদের সাহস ছিল না। আমাদের মেহমান হইয়া অথবা আমাদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া তবে খাইতে পারিত। এখন আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে ইসলামের সম্মান দান করিয়াছেন, ইসলামের হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং আপনার মাধ্যমে ইসলাম দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। এমতাবস্থায় আমরা আমাদের ফল তাহাদেরকে দিয়া দিব? (এরূপ কখনও হইতে পারে না।) আল্লাহর কসম, আমাদের এরূপ সন্ধির কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহর কসম, আমরা তাহাদেরকে তলোয়ার ব্যতীত আর কিছুই দিব না, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আমাদের ও তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেন। তাহার এই বক্তব্য শুনিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের কাজ তোমরাই ভাল বুঝ। (অর্থাৎ তোমরা সন্ধি করিতে না চাহিলে আমিও করিব না।) অতঃপর হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) সেই সন্ধিপত্র লইয়া উহাতে যাহা লেখা ছিল তাহা মুছিয়া দিলেন এবং বলিলেন, তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে যত পারে শক্তি ব্যয় করুক।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, (খন্দকের যুদ্ধ চলাকালীন) হারেস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া

www.BANGLAKITAB.com

বলিতে লাগিল, মদীনার অর্ধেক খেজুর দিয়া দিন, নতুবা আপনার বিরুদ্ধে আরোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা মদীনা ভরিয়া দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি সা'দ ইবনে ওবাদাহ ও সা'দ ইবনে মুআযের সহিত পরামর্শ করিয়া লইতেছি। (তিনি তাহাদের উভয়ের নিকট পরামর্শ চাহিলে) তাহারা বলিলেন, না, ইহা হইতে পারে না। আল্লাহর কসম, আমরা তো (ইসলামের পূর্বে) জাহিলিয়াতের যুগেও কখনও এরূপ অপমানকর সন্ধিতে রাজী হই নাই। এখন যখন আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে ইসলাম দান করিয়াছেন তখন এই অপমানকর সন্ধিতে কিরূপে রাজী হইতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিয়া হারেসকে এই জবাব শুনাইয়া দিলেন। সে বলিল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাউযুবিল্লাহ) আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হারেস গাতফানী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমাদেরকে মদীনার অর্ধেক খেজুর দিয়া দিন। তিনি বলিলেন, আমি সা'দ নামী লোকদের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিব। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ), হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ), হযরত সা'দ ইবনে রবী' (রাঃ), হযরত সা'দ ইবনে খাইসামা (রাঃ) ও হযরত সা'দ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, আমি জানি, সমগ্র আরববাসী তোমাদের প্রতি এক ধনুকে তীর নিক্ষেপ করিতেছে। (অর্থাৎ তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে এক জোট হইয়াছে।) আর হারেস তোমাদের নিকট হইতে মদীনার অর্ধেক খেজুর চাহিতেছে। অতএব যদি তোমরা চাও এই বৎসর তাহাকে অর্ধেক খেজুর দিয়া দাও। আগামীতে তোমরা চিন্তা করিয়া লইও। তাহারা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যাপারে কি আসমান হইতে ওহী আসিয়াছে? যদি তাহাই হয় তবে তো আমরা আল্লাহ তায়ালার হুকুম মানিতে বাধ্য। না ইহা আপনার রায়? যদি আপনার রায় হয় তবে আমরা আপনার রায়ের উপর আমল

করিব। আর যদি আপনি আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বলিতেছেন, তবে আল্লাহর কসম, আপনি তো দেখিয়াছেন, আমরা ও তাহারা সমপর্যায়ের, আমাদের নিকট হইতে মেহমান হইয়া অথবা ক্রয় করিয়া খাওয়া ব্যতীত তাহারা একটি খেজুরও জোরপূর্বক আমাদের নিকট হইতে লইতে পারিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তো তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বলিতেছিলাম। তারপর হারেসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি কি শুনিতে পাইতেছ ইহারা কি বলিতেছে। হারেস বলিল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নাউযুবিল্লাহ) আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের এই ধরনের বিষয়ে রাত্রিবেলা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত (পরামর্শের উদ্দেশ্যে) কথাবার্তা বলিতেন। আমিও তাঁহার সহিত থাকিতাম। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আহলে রায় অর্থাৎ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করা

হযরত কাসেম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন এমন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হইতেন যাহাতে তিনি আহলে রায় ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিতে চাহিতেন তখন তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্য হইতে কিছু লোককে ডাকিয়া লইতেন এবং হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) ও হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)কেও ডাকিতেন। এই সমস্ত বুযুর্গ ব্যক্তিগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে ফতোয়া প্রদান করিতেন এবং লোকেরাও তাহাদের নিকট মাসলা মাসায়েল জিজ্ঞাসা করিত।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পর যখন হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা

www.BANGLAKITAB.com

হইলেন তখন তিনিও পরামর্শের জন্য এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গদেরকেই ডাকিতেন। তাহার খেলাফত আমলে ফতোয়ার কাজ হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) ও হযরত যায়েদ (রাঃ) করিতেন।

জায়গীর হিসাবে জমিন দেওয়ার ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ওবায়দাহ (রহঃ) বলেন, উয়াইনা ইবনে হিস্ন ও আকরা' ইবনে হাবেস হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আমাদের এলাকায় একটি লবণাক্ত জমিন রহিয়াছে, যাহাতে না কোন ঘাস জন্মায়, না উহা কোন কাজে আসে। আপনি যদি ভাল মনে করেন তবে উহা আমাদিগকে জায়গীর হিসাবে দান করুন। আমরা উহাতে চাষাবাদের চেষ্টা করিব। হযরত আবু বকর (রাঃ) উক্ত জমিন তাহাদিগকে জায়গীর হিসাবে দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন এবং তাহাদের জন্য এই ব্যাপারে লিখিত দলীল প্রস্তুত করিয়া উহাতে হযরত ওমর (রাঃ)কে সাক্ষী বানাইতে চাহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাহারা উভয়ে হযরত ওমর (রাঃ)এর সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য উক্ত দলীলপত্র লইয়া তাহার নিকট গেল।

হযরত ওমর (রাঃ) উক্ত দলীলের বিষয়বস্তু শুনার পর উহা তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন এবং থুথু দ্বারা উহার লেখাগুলি মুছিয়া দিলেন। ইহাতে তাহারা উভয়ে অত্যন্ত রাগান্বিত হইল এবং উভয়ে হযরত ওমর (রাঃ)কে মন্দ কথা বলিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মনোরঞ্জন করিতেন, যেহেতু তখন ইসলাম দুর্বল ও মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। আজ আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে শক্তিশালী করিয়াছেন। (অতএব আজ আর তোমাদের মনোরঞ্জনের প্রয়োজন নাই) তোমরা চলিয়া যাও, আর আমার বিরুদ্ধে যত পার শক্তি খাটাও। তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট হেফাজত চাহিলেও যেন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হেফাজত না করেন।

তাহারা উভয়ে অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট ফিরিয়া আসিল এবং বলিল, আল্লাহর কসম, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, খলীফা কি আপনি, না ওমর? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তিনি যদি চাহিতেন খলীফা হইতে পারিতেন। ইতিমধ্যে হযরত ওমর (রাঃ)ও রাগান্বিত অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, আমাকে বলুন, আপনি ইহাদিগকে যে জমিন জায়গীর হিসাবে দান করিয়াছেন উহা কি আপনার মালিকানাধীন, না সমস্ত মুসলমানদের? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, না, সমস্ত মুসলমানদের।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে সমস্ত মুসলমানদেরকে বাদ দিয়া শুধু এই দুইজনকে কেন দিয়া দিলেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট উপস্থিত মুসলমানদের সহিত আমি পরামর্শ করিয়াছি। তাহারা সকলে আমাকে এরূপ করার পরামর্শ দিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি উপস্থিত লোকদের সহিত তো পরামর্শ করিয়াছেন, কিন্তু আপনি কি সমস্ত মুসলমানদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের সম্মতি লইয়াছেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি তো পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, এই খেলাফতের কাজের জন্য তুমিই আমার অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী, কিন্তু তুমি আমার উপর জয়ী হইয়াছ। (আর আমাকে জোরপূর্বক খলীফা বানাইয়া দিয়াছ।) (কান্য)

বাহরাইনের কর সম্পর্কিত ঘটনা

হযরত আতিয়া ইবনে বেলাল (রহঃ) ও হযরত সাহ্ম ইবনে মিনজাব (রহঃ) বলেন, আকরা' ও যিবরিকান উভয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, বাহরাইনের কর আমাদের জন্য বরাদ্দ করিয়া দিন, আমরা এই ব্যাপারে আপনাকে কথা দিলাম যে, আমাদের কওমের কেহ (ইসলাম হইতে) ফিরিয়া যাইবে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) রাজী হইয়া গেলেন এবং লিখিত দলীল প্রস্তুত করিলেন। হযরত

www.BANGLAKITAB.com

আবু বকর (রাঃ) ও তাহাদের মধ্যে হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) মধ্যস্থতা করিতেছিলেন। তাহারা (উক্ত দলীলের উপর) কিছু সাক্ষীও নির্ধারণ করিলেন। তন্মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ)ও ছিলেন।

এই দলীল যখন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিল তখন তিনি উহা দেখিয়া উহাতে সাক্ষী হইতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, না, এখন আর কাহারো খাতির করা ও মনোরঞ্জনের প্রয়োজন নাই। তারপর সেই দলীলের লেখাগুলি মুছিয়া দিয়া উহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ইহাতে হযরত তালহা (রাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আমীর কি আপনি, না ওমর? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমীর তো ওমরই তবে মান্য আমাকে করিতে হইবে। ইহা শুনিয়া হযরত তালহা (রাঃ) নিশ্চুপ হইয়া গেলেন। (হযরত তালহা (রাঃ)এর প্রশ্ন তো এমন ছিল যাহাতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়, কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) এমনভাবে উত্তর দিলেন যাহাতে কোনরূপ ভাঙ্গন সৃষ্টি হইতে না পারে।) (মুস্তাখাবে কান্য)

হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক সাহাবাদেরকে জেহাদে পরামর্শ করার নির্দেশ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের বিষয়ে পরামর্শ করিতেন, অতএব তুমিও পরামর্শকে নিজের জন্য জরুরী করিয়া লইবে। ইতিপূর্বে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ)এর রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) রোমক বাহিনীর সহিত যুদ্ধের ব্যাপারে আহলে রায় ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর আহলে রায় ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করা

আবু জা'ফর (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)এর নিকট তাহার কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)এর জন্য বিবাহের পয়গাম দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার কন্যাদের বিবাহ হযরত জাফর (রাঃ)এর ছেলেদের সহিত করার সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আলী! তুমি তাহাকে আমার নিকট বিবাহ দিয়া দাও। আল্লাহর কসম, তাহার সহিত সুন্দরভাবে জীবন যাপন করিয়া আমি যে ফযীলত হাসিলের ইচ্ছা পোষণ করি জমিনের বুকে এমন ইচ্ছা পোষণকারী আর কেহ নাই। এই কথার পর হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, আমি আপনার নিকট তাহাকে বিবাহ দিয়া দিলাম। মুহাজিরীনদের মধ্য হইতে যাহারা হযরত ওমর (রাঃ)এর পরামর্শের সাথী ছিলেন তাহারা হইলেন—হযরত আলী (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত যুবাইর (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)। ইহারা সর্বদা মসজিদে রওজা শরীফ ও মিম্বারের মাঝখানে বসিয়া থাকিতেন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট দূর-দূরান্তের বিভিন্ন স্থান হইতে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিতেন এবং তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, আমাকে বিবাহের মোবারকবাদ দাও। তাহারা হযরত ওমর (রাঃ)কে বিবাহের মোবারকবাদ দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি কাহাকে বিবাহ করিয়াছেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেবের কন্যাকে। অতঃপর তাহাদিগকে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত শুনাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমার সম্পর্ক ও আত্মীয়তা ব্যতীত সমস্ত সম্পর্ক ও

www.BANGLAKITAB.com

আত্মীয়তা ছিন্ন হইয়া যাইবে। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য তো লাভ করিয়াছি। এখন এই বিবাহের দ্বারা ইচ্ছা হইল যে, তাঁহার সহিত আমার আত্মীয়তার সম্পর্কও স্থাপন হইয়া যায়। (কান্য)

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)এর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর সহিত পরামর্শ করা

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে ডাকিতেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা (রাঃ)দের সহিত তিনিও পরামর্শে রায় প্রদান করিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) উভয়ের খেলাফত আমলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একাধারে ফতোয়ার কাজ করিয়াছেন। হযরত ইয়াকুব ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হইতেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং বলিতেন, হে ডুবুরী, ডুব লাগাও। (অর্থাৎ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভালভাবে চিন্তা করিয়া রায় দাও।)

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ন্যায় অধিক উপস্থিত জ্ঞানসম্পন্ন, অধিক বুদ্ধিমান ও অধিক জ্ঞানবান ও অধিক ধৈর্যশীল আর কাহাকেও দেখি নাই। আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছি, কোন কঠিন ও দুর্বোধ্য সমস্যার সম্মুখীন হইলে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে ডাকিতেন এবং বলিতেন, তোমার সামনে একটি দুর্বোধ্য সমস্যা আসিয়াছে। তারপর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর পরামর্শের উপরই আমল করিতেন, অথচ তাহার চারিপার্শ্বে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণও উপস্থিত থাকিতেন।

হযরত ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখনই কোন

কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন যুবকদেরকে ডাকিতেন এবং তাহাদের জ্ঞানবুদ্ধির প্রখরতাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে তাহাদের নিকট হইতে পরামর্শ লইতেন।

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) ইবনে সীরীন (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) সর্বদা পরামর্শ করিয়া চলিতেন। এমনকি তিনি মহিলাদের নিকট হইতেও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। কখনও মহিলাদের কোন রায় ভাল মনে হইলে উহার উপর আমল করিতেন। (কান্য)

পরামর্শ সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর খোতবা

হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যিয়াদ (রাঃ) বলেন, (১৪ হিজরী সনের পহেলা মুহাররম) হযরত ওমর (রাঃ) (মুসলিম) বাহিনী লইয়া (মদীনা হইতে) বাহির হইলেন এবং (মদীনা হইতে তিন মাইল দূরে) সিরার নামক একটি জলাশয়ের নিকট ছাউনী স্থাপন করিলেন এবং সম্পূর্ণ বাহিনীকে সেখানে অবস্থান করাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) (বাহিনীর সহিত) সম্মুখে অগ্রসর হইবেন, না মদীনায় অবস্থান করিবেন, এই ব্যাপারে লোকেরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। আর লোকেরা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলে হযরত ওসমান (রাঃ) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করিত।

হযরত ওমর (রাঃ)এর আমলেই হযরত ওসমান (রাঃ)কে রাদীফ বলা হইত। আরবী ভাষায় রাদীফ বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে কাহারো পর তাহার স্থলাভিষিক্ত হয় এবং বর্তমান আমীরের পর তাহার আমীর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি এই দুইজন লোকদের কোন কথা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না পাইতেন তবে লোকেরা হযরত আব্বাস (রাঃ)কে মাধ্যম বানাইত। অতএব হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিকট কি সংবাদ পৌঁছিয়াছে? এবং আপনার ইচ্ছা কি? হযরত ওমর (রাঃ)

www.BANGLAKITAB.com

আসসালাতু জামেয়া (অর্থাৎ হে লোকেরা নামায উপলক্ষে সমবেত হও) বলিয়া লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন। লোকজন হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট সমবেত হইলে তিনি তাহাদেরকে (নিজের যুদ্ধে গমনের) কথা জানাইলেন এবং তিনি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন যে, (এই ব্যাপারে লোকেরা কি বলে? সাধারণ লোকেরা বলিল, আপনিও চলুন, আমাদেরকেও সঙ্গে লইয়া চলুন।

হযরত ওমর (রাঃ) লোকদের এই রায়ের সহিত নিজেও একমত বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং তাহাদের রায়কে সরাসরি বর্জন করা পছন্দ করিলেন না, বরং তিনি চাহিলেন যে, হেকমতের সহিত নম্রভাবে তাহাদিগকে এই রায় হইতে সরাইবেন। অতএব তিনি বলিলেন, নিজেরাও প্রস্তুত হও, অন্যাদেরকেও প্রস্তুত কর। আমিও (তোমাদের সহিত) যাইব, কিন্তু যদি তোমাদের রায় অপেক্ষা অন্য কোন উত্তম রায় আসিয়া যায় তবে ভিন্ন কথা। তারপর তিনি লোক পাঠাইয়া আহলে রায় অর্থাৎ রায় প্রদানে যোগ্য ব্যক্তিদেরকে ডাকাইলেন।

তাহার ডাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে বিশেষ বিশেষ সাহাবা (রাঃ) এবং আরবের শীর্ষস্থানীয় লোকজন সমবেত হইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার ইচ্ছা এই যে, আমিও এই বাহিনীর সহিত যাই। আপনারা এই ব্যাপারে নিজ নিজ রায় প্রদান করুন। তাহারা সকলে সমবেতভাবে এই রায় দিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে আর কাহাকেও (নিজের স্থলে) পাঠাইয়া দেন এবং নিজে (মদীনায়) অবস্থান করেন। আর নিজের পরিবর্তে যাহাকে পাঠাইবেন তাহার সাহায্যের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিতে থাকিবেন। যদি কাঙ্খিত জয় হাসিল হয় তবে তো হযরত ওমর (রাঃ)ও লোকদের সকলের আশা পূর্ণ হইল। অন্যথায় হযরত ওমর (রাঃ) অপর একজনকে দিয়া নতুন বাহিনী প্রেরণ করিবেন। এইরূপ করার দ্বারা শত্রুদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হইবে, আর মুসলমানগণ ভুল পদক্ষেপ হইতে বাঁচিয়া

যাইবে, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদাও পূরণ হইবে এবং তাহার পক্ষ হইতে সাহায্য আসিবে। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) আসসালাতু জামেয়াহ্ বলিয়া ঘোষণা দিলেন। ঘোষণার পর মুসলমানগণ হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট সমবেত হইয়া গেল।

হযরত ওমর (রাঃ) মদীনায় হযরত আলী (রাঃ)কে আপন স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাকে ডাকিয়া আনার জন্য লোক পাঠাইলে তিনি উপস্থিত হইলেন। হযরত তালহা (রাঃ)কে হযরত ওমর (রাঃ) অগ্রদলের আমীর নিযুক্ত করিয়া অগ্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাকেও লোক পাঠাইয়া ডাকাইলেন। তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই বাহিনীর ডান ও বাম অংশের উপর হযরত যুবাইর (রাঃ) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন—

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদিগকে ইসলামের উপর সমবেত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের অন্তরে পরস্পরের জন্য মহব্বত সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন এবং ইসলামের দ্বারা তাহাদেরকে পরস্পর ভাই ভাই বানাইয়া দিয়াছেন। মুসলমানগণ পরস্পর এক শরীরের ন্যায়। এক অঙ্গের কষ্ট হইলে বাকী সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কষ্ট অনুভব করে। অতএব মুসলমানদেরকে এক শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় হওয়া উচিত (যাহাতে একজনের কষ্টে সকলের কষ্ট অনুভব হয়) আর মুসলমানদের সমস্ত কাজ আহলে শূরা (পরামর্শ দাতাগণ)এর পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হওয়া চাই। সাধারণ মুসলমানগণ তাহাদের আমীরের অধীন হইবে এবং আহলে শূরা যে বিষয়ে একমত হইয়া যান ও সম্মত হইয়া যান সমস্ত মুসলমানদের জন্য উহার উপর আমল করা জরুরী হইবে। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের আমীর হইবে সে এই আহলে শূরার অধীন হইবে। এমনিভাবে রণকৌশল বিষয়ে আহলে শূরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং সম্মত হইবেন সমস্ত মুসলমানগণ তাহাদের অধীন হইবে।

www.BANGLAKITAB.com

হে লোকসকল, আমিও তোমাদের মতই একজন ছিলাম (এবং আমারও তোমাদের সহিত যাওয়ার ইচ্ছা ছিল) কিন্তু তোমাদের আহলে শূরা আমাকে যাইতে নিষেধ করিয়াছে। এখন আমারও রায় ইহাই যে, আমি (মদীনায়) অবস্থান করি এবং নিজের পরিবর্তে অন্য কাহাকেও (আমীর বানাইয়া) পাঠাই। আমি যাহাকে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছিলাম বা পিছনে (মদীনায়) রাখিয়া আসিয়াছিলাম (এবং যাহারা এখানে উপস্থিত ছিল) তাহাদের সকলের সহিত আমি এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছি।'

হযরত ওমর (রাঃ) পিছনে মদীনায় হযরত আলী (রাঃ)কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছিলেন এবং বাহিনীর অগ্রদলের উপর হযরত তালহা (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করিয়া আ'ওয়াস নামক স্থানে অগ্রে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ইহাদের দুইজনকেও ডাকিয়া আনিয়া পরামর্শে শরীক করিয়াছিলেন।

ইবনে জরীর (রহঃ) হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন হযরত আবু ওবায়েদ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর শাহাদাতের সংবাদ পাইলেন এবং জানিতে পারিলেন যে, পারস্যবাসী কিসরার বংশের এক ব্যক্তির নেতৃত্বে সমবেত হইতেছে তখন হযরত ওমর (রাঃ) মুহাজির ও আনসারদেরকে একত্রিত করিলেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া (মদীনা হইতে) বাহির হইয়া সিরার নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছিলেন। পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

১

হযরত সা'দ (রাঃ)এর প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্র

ইমাম তাবারানী হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সালাম বেকান্দী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাহিলিয়াতের যুগে হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব (রাঃ)এর বহু কৃতিত্ব রহিয়াছে। তিনি ইসলামের যুগও পাইয়াছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রতিনিধি দলের

সহিত হাজির হইয়াছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাহাকে কাদিসিয়ার যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে তিনি অনেক বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ)এর নিকট পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, আমি তোমার সাহায্যার্থে দুই হাজার লোক পাঠাইতেছি। একজন হযরত আমর ইবনে মা'দী কারাব ও অপরজন হযরত তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ আসাদী (রাঃ)। (অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকেই এক এক হাজারের সমতুল্য) ইহাদের সহিত যুদ্ধের বিষয়ে পরামর্শ করিও, কিন্তু ইহাদেরকে কাহারো উপর আমীর নিযুক্ত করিও না।

আমীর নিযুক্ত করা

ইসলামে সর্বপ্রথম আমীর

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করিলেন তখন জুহাইনা গোত্রের লোকেরা তাহার খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আপনি এখন আমাদের নিকট আসিয়াছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিন যাহাতে আমরা আমাদের কাওমের সকলকে লইয়া আপনার খেদমতে হাজির হইতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে একটি অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিলেন। অতঃপর জুহাইনা গোত্রের সমস্ত লোক মুসলমান হইয়া গেল। হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে রজব মাসে পাঠাইলেন। আমরা একশতজনও ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম দিলেন যে, আমরা যেন বনু কেনানাহ গোত্রের উপর আক্রমণ করি। এই গোত্র জুহাইনা গোত্রের নিকটে বসবাস করিত। আমরা তাহাদের উপর আক্রমণ করিলাম। তাহাদের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণে আমরা জুহাইনা গোত্রে

www.BANGLAKITAB.com

আসিয়া আশ্রয় লইলাম। তাহারা আমাদিগকে আশ্রয় দিল। কিন্তু তাহারা বলিল, তোমরা পবিত্র মাসে কেন যুদ্ধ কর? (আরবের লোকেরা যেহেতু শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ্জ ও রজব মাসকে সম্মানিত ও পবিত্র মাস মনে করিত সেহেতু তাহারা এই মাসগুলিতে যুদ্ধ করিত না।) আমরা উত্তরে বলিলাম, আমরা তো শুধু ঐ সমস্ত লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতেছি যাহারা সম্মানিত ও পবিত্র শহর (অর্থাৎ মক্কা শহর) হইতে সম্মানিত মাসে আমাদিগকে বহিস্কার করিয়াছিল। আমাদের সঙ্গীগণ পরস্পর একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কি রায়? (অর্থাৎ এখন আমাদের কি করা উচিত?)

কেহ বলিল, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া যাইয়া তাঁহাকে সর্ববিষয়ে অবহিত করি। আর কিছু লোক বলিল, না, আমরা তো এখানেই অবস্থান করিব। আমি ও আমার সঙ্গীগণ বলিলাম, না, আমরা তো কোরাইশের কাফেলার পিছনে ধাওয়া করিব এবং তাহাদের ব্যবসায়ী মালামালের উপর কবজা করিব। তখনকার সময়ে নিয়ম এই ছিল যে, কাফেরদের মালামাল যাহা যুদ্ধ ব্যতীত হাসিল হইত উহা সম্পূর্ণ ঐ সকল মুসলমানরাই পাইত যাহারা উহা কাফেরদের নিকট হইতে লইয়াছে। সুতরাং আমরা সেই কাফেলার সন্ধানে চলিয়া গেলাম। আর আমাদের অপর সঙ্গীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া যাইয়া সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত শুনাইল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং তাহার চেহারা রক্তবর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, তোমরা আমার নিকট হইতে একত্রে গিয়াছিলে আর এখন ভিন্ন ভিন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছ। এই ধরনের বিচ্ছিন্নতা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। এইবার আমি তোমাদের উপর এমন লোককে আমীর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইব, যে তোমাদের অপেক্ষা উত্তম হইবে না বটে তবে তোমাদের অপেক্ষা অধিক ক্ষুধা–পিপাসার উপর ধৈর্যধারণকারী

হইবে। তারপর তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আসাদী (রাঃ)কে আমাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ইসলামের যুগে ইনিই সেই সাহাবী যাহাকে সর্বপ্রথম আমীর বানানো হইয়াছে।

দশজনের উপর আমীর নিযুক্ত করা

হযরত হাবীব (রহঃ)এর পিতা হযরত শিহাব আম্বরী (রহঃ) বলেন, তুস্তার শহরের দ্বারে সর্বপ্রথম আমিই অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলাম। আর সেই যুদ্ধে হযরত (আবু মূসা) আশআরী (রাঃ)এর শরীরে তীর বিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। মুসলমানদের তুস্তার জয়ের পর হযরত (আবু মূসা) আশআরী (রাঃ) আমাকে আমার কাওমের দশজনের উপর আমীর বানাইয়া দিয়াছিলেন। (এসাবাহ)

সফরে আমীর নিযুক্ত করা

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, সফরে যদি তিনজন হয় তবে তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে আমীর বানাইয়া লওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে আমীর বানাইয়া লওয়ার আদেশ করিয়াছেন। (কান্য)

আমীর হওয়ার দায়িত্বভার কে বহন করিতে পারে?

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জামাত পাঠাইলেন, যাহাদের সংখ্যা বেশী ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে কোরআন শুনিলেন। অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকের যে পরিমাণ কোরআন ইয়াদ ছিল তাহা শুনিলেন। তিনি তাহাদের কোরআন শুনিতে শুনিতে এমন একজনের নিকট আসিলেন যে তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কমবয়স্ক ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অমুক, তোমার কি

www.BANGLAKITAB.com

পরিমাণ কোরআন ইয়াদ আছে? সে বলিল, অমুক অমুক সূরা এবং সূরা বাকারাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার সূরা বাকারাহও ইয়াদ আছে? সে বলিল, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, যাও, তুমিই এই জামাতের আমীর। উক্ত জামাতের সর্দারদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, আমি শুধু এই আশংকায় সূরা বাকারাহ মুখস্থ করি নাই যে, হয়ত উহা তাহাজ্জুদে পড়িতে পারিব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কোরআন শিক্ষা কর এবং উহা পড়। কেননা যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করে এবং উহা পাঠ করে তাহার উদাহরণ মেশকপূর্ণ থলির ন্যায়, যাহার সুগন্ধি সর্বত্র ছড়াইতে থাকে। আর যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করিল অতঃপর ঘুমাইয়া থাকিল, তাহার উদাহরণ মেশকপূর্ণ সেই থলির ন্যায় যাহার মুখ বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

(তারগীব)

হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানে এক জামাত পাঠাইলেন। উক্ত জামাতের মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা কমবয়স্ক এক ব্যক্তিকে তাহাদের আমীর বানাইয়া দিলেন। তাহারা কয়েকদিন পর্যন্ত সফর করিতে না পারায় সেখানেই অবস্থান করিল। সেই জামাতের এক ব্যক্তির সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, হে অমুক, তোমার কি হইল? তুমি এখনো কেন গেলে না? সে আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহধ আমাদের আমীরের পায়ে অসুখ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই আমীরের নিকট গেলেন এবং সাত বার

بِسْمِ اللّٰهِ، وَ بِاللّٰهِ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَ قُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهَا

পড়িয়া তাহার উপর দম করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়া গেল। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই ব্যক্তিকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করিতেছেন, অথচ সে আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কমবয়স্ক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কোরআন

বেশী পড়িতে পারার কথা বলিলেন। বৃদ্ধ ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার যদি এই আশংকা না হইত যে, অলসতাবশতঃ ঘুমাইয়া পড়িব এবং তাহাজ্জুদে কোরআন পড়িতে পারিব না তবে আমি অবশ্যই উহা শিখিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোরআনের উদাহরণ সেই থলির ন্যায় যাহা তুমি তীব্র সুগন্ধযুক্ত মেশক দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছ। অনুরূপ যখন উহা তোমার বুকের ভিতর থাকে আর তুমি উহা পাঠ কর।

বদরী সাহাবাদেরকে আমীর বানাইতে অপছন্দ করা

হযরত আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ আনসারী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট কেহ আরজ করিল যে, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে কেন আমীর বানান না? তিনি উত্তর দিলেন, আমি তাহাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত আছি, কিন্তু আমি তাহাদেরকে দুনিয়া দ্বারা ময়লাযুক্ত করিতে পছন্দ করি না।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে বলিলেন, আপনার কি হইয়াছে, আমাকে আমীর বানান না কেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি ইহা পছন্দ করি না যে, আপনার দ্বীন ময়লাযুক্ত হউক।

আমীর বানানো ও আমীরের গুণাবলী সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্র

হারেসা ইবনে মুযাররিব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) (কুফায়) আমাদের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন, আম্মাবাদ, আমি তোমাদের নিকট হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)কে আমীর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে শিক্ষক ও উজির হিসাবে পাঠাইতেছি। ইহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

WWW.BANGLAKITAB.COM

বিশিষ্ট ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। অতএব তোমরা ইহাদের নিকট হইতে দ্বীন শিক্ষা করিবে এবং ইহাদের অনুসরণ করিবে। আমি নিজের প্রয়োজনকে কোরবান করিয়া আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে তোমাদের নিকট পাঠাইতেছি। (অর্থাৎ তাহার মদীনায় অত্যন্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও তাহাকে তোমাদের প্রয়োজনে পাঠাইতেছি) আর আমি হযরত ওসমান ইবনে হুনাইফ (রাঃ)কে ইরাকের গ্রাম এলাকার জন্য পাঠাইতেছি। আমি ইহাদের দৈনিক খরচ বাবদ একটি বকরী নির্ধারণ করিয়াছি। অর্ধেক বকরী ও কলিজা গুর্দা ইত্যাদি হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)কে দিবে (কারণ তিনি আমীর এবং তাহার মেহমান বেশী হইবে) বাকী অর্ধেক অপর তিনজনকে দিবে। (দুইজন তো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও হযরত ওসমান ইবনে হুনাইফ (রাঃ)। তৃতীয় জন সম্ভবতঃ হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) হইবেন, যাহাকে হযরত ওমর (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)এর সঙ্গে তাহার কাজের সাহায্যার্থে পাঠাইয়াছিলেন।)

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) (একবার) বলিলেন, আজকাল আমি মুসলমানদের বিশেষ একটি কাজের ব্যাপারে চিন্তাযুক্ত আছি। তোমরা বল, আমি এই কাজের জন্য কাহাকে আমীর নিযুক্ত করিব? লোকেরা বলিল, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে নিযুক্ত করুন। তিনি বলিলেন, দুর্বল ব্যক্তি। লোকেরা বলিল, অমুককে নিযুক্ত করুন। তিনি বলিলেন, তাহাকে আমার প্রয়োজন নাই। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ধরনের লোক চাহিতেছেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি এমন (বিনয়ী) লোক চাই, যে আমীর হইলে (এমনভাবে থাকিবে) যেন সে লোকদের মধ্যে একজন সাধারণ ব্যক্তি। আর যদি আমীর না হয় তবে এমনভাবে (দায়িত্ববান হইয়া) চলিবে যেন সেই আমীর। লোকেরা বলিল, আমাদের জানামতে এমন ব্যক্তি তো একমাত্র রবী' ইবনে যিয়াদ (রাঃ)ই হইতে পারে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা ঠিক বলিয়াছ।

আমীর হওয়ার পর কে দোযখ হইতে মুক্তি লাভ করিবে?

আবু ওয়ায়েল শাকীক ইবনে সালামা (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত বিশর ইবনে আসেম (রাঃ)কে হাওয়াযেন গোত্রের যাকাত উসূল করার কাজে নিযুক্ত করিলেন। হযরত বিশর (রাঃ) কাজে গেলেন না। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন গেলে না? আমার কথা শুনা ও মানা কি জরুরী নয়? হযরত বিশর (রাঃ) বলিলেন, নিশ্চয় জরুরী। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যাহাকে মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্ববান বানানো হয় তাহাকে কেয়ামতের দিন আনিয়া জাহান্নামের পুলের উপর দাঁড় করানো হইবে। যদি সে উক্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিয়া থাকে তবে মুক্তি লাভ করিবে। আর যদি সে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করিয়া থাকে তবে সেই পুল তাহাকে লইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং সে সত্তর বৎসর পর্যন্ত জাহান্নামের তলদেশে যাইতে থাকিবে। হযরত ওমর (রাঃ) ইহা শুনিয়া অত্যন্ত পেরেশান ও চিন্তাযুক্ত হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

পথে আবু যার (রাঃ)এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? আমি আপনাকে পেরেশান ও চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি কেন পেরেশান ও চিন্তাযুক্ত হইব না? আমি হযরত বিশর ইবনে আসেম (রাঃ) হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ শুনিয়াছি যে, যাহাকে মুসলমানদের কোন কাজের জিম্মাদার বানানো হইয়াছে তাহাকে কেয়ামতের দিন জাহান্নামের পুলের উপর দাঁড় করানো হইবে। যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে তবে সে মুক্তি পাইবে। আর যদি সে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করিয়া থাকে তবে তাহাকে সহ পুল ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং সে সত্তর বৎসর পর্যন্ত জাহান্নামের তলদেশে যাইতে

www.BANGLAKITAB.com

থাকিবে। ইহা শুনিয়া হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এই হাদীস শুনিতে পান নাই? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না।

হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, আমি ইহার সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে জিম্মাদার বানাইবে সেই ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন জাহান্নামের পুলের উপর আনিয়া দাঁড় করানো হইবে। যদি সে (জিম্মাদার বানানোর ব্যাপারে) সঠিক করিয়া থাকে তবে সে (জাহান্নাম হইতে) মুক্তি পাইবে। আর যদি সে সঠিক না করিয়া থাকে তবে তাহাকে সহ পুল ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং সে সত্তর বৎসর পর্যন্ত জাহান্নামের তলদেশে যাইতে থাকিবে। আর সেই জাহান্নাম কালো ও অন্ধকার হইবে। (এখন আপনি বলুন,) এই দুই হাদীসের মধ্যে কোন্‌টি আপনার অন্তরের জন্য অধিক পীড়াদায়ক। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, উভয় হাদীস আমার অন্তরকে পীড়া দিতেছে। এইরূপ বিপদজনক দায়িত্ব তবে কে গ্রহণ করিবে? হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা যাহার নাক কর্তন করার ও গাল মাটির সহিত লাগাইবার (অর্থাৎ তাহাকে অপদস্থ করার) ইচ্ছা করিয়াছেন সে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। তবে আমাদের জানামতে আপনার খেলাফতে কল্যাণই রহিয়াছে। অবশ্য এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, আপনি হয়ত এমন ব্যক্তিকে এই খেলাফতের দায়িত্ব প্রদান করিবেন, যে উহাতে ইনসাফ করিবে না তখন আপনিও উহার গুনাহ হইতে মুক্তি পাইবেন না। (তারগীব)

আমীর হইতে অস্বীকার করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)কে এক ঘোড়সওয়ার বাহিনীর আমীর বানাইলেন। তিনি ফিরিয়া আসার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

তুমি এই আমীর হওয়াকে কেমন দেখিলে? হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলিলেন, আমার এই সঙ্গীরা আমাকে উপরে উঠাইত ও নীচে নামাইত। অর্থাৎ আমার খুবই সম্মান করিত, যদ্দরুন আমার মনে হইতেছে, আমি সেই পূর্বের মেকদাদ রহি নাই। (অর্থাৎ আমার মধ্যে পূর্বের বিনয় স্বভাব রহে নাই।) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রকৃতপক্ষে আমীর হওয়া এমনই জিনিস। হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আগামীতে আমি আর কখনও কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিব না। সুতরাং পরবর্তীতে লোকেরা তাহাকে বলিত যে, আপনি আগাইয়া আসুন এবং আমাদের নামায পড়াইয়া দিন। কিন্তু তিনি পরিষ্কার অস্বীকার করিয়া দিতেন। (কেননা নামাযে ইমামতীও একপ্রকার জিম্মাদারী)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলিলেন, আমাকে সওয়ারীর উপর উঠাইয়া বসানো হইত, আবার সওয়ারী হইতে নামানো হইত। যদ্দরুন নিজেকে তাহাদের অপেক্ষা সম্মানিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রকৃতপক্ষে আমীর হওয়া এমনই জিনিস। তোমার ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, অথবা পরিত্যাগ কর। হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আগামীতে আমি কখনও দুই ব্যক্তিরও আমীর হইব না।

তাবারানী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে এক জায়গায় (আমীর বানাইয়া) পাঠাইলেন। আমি সেখান হইতে ফিরিয়া আসার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজেকে কেমন পাইতেছ? আমি বলিলাম, আমার সঙ্গীগণকে ক্রমশঃ আমার খাদেম বলিয়া মনে হইতে লাগিয়াছে। আল্লাহর কসম, আমি আর কখনও দুই ব্যক্তিরও আমীর হইব না।

www.BANGLAKITAB.com

তাবারানীর অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কোন জামাতের আমীর বানাইলেন। যখন কাজ করিয়া ফিরিয়া আসিল তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমীর হওয়াকে কেমন পাইয়াছ? সে বলিল, আমি জামাতেরই একজন সঙ্গীর ন্যায় ছিলাম। যখন আমি আরোহণ করিতাম তখন সঙ্গীগণও আরোহণ করিত, আর যখন আমি সওয়ারী হইতে নামিতাম তখন তাহারাও নামিয়া পড়িত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সাধারণতঃ প্রত্যেক সুলতান (ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি) এরূপ (জুলুম অত্যাচারমূলক) কাজ করে যদ্দরুন সে আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির দ্বারে যাইয়া উপনীত হয়। তবে যে সুলতানকে আল্লাহ তায়ালা নিজ হেফাজতে লইয়া লন সে বাঁচিয়া যায়। (বরং এরূপ সুলতান তো আল্লাহ তায়ালার আরশের ছায়ালাভ করিবে।) উক্ত ব্যক্তি বলিল, আল্লাহর কসম, আজ হইতে আমি না আপনার পক্ষ হইতে, আর না অন্য কাহারো পক্ষ হইতে আমীর হইব। ইহা শুনিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার দাঁত মোবারক দেখা যাইতে লাগিল।

আমীর হওয়ার ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অসিয়ত

হযরত রাফে' তায়ী (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত এক জেহাদের সফরে ছিলাম। আমরা যখন ফিরিয়া আসিতে লাগিলাম তখন আমি বলিলাম, হে আবু বকর! আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, ফরজ নামাযকে সময়মত আদায় করিবে, নিজের মালের যাকাত খুশীমনে আদায় করিবে। রমযানে রোযা রাখিবে, বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ করিবে। আর এই বিশ্বাস রাখিবে যে, হিজরত করা ইসলামের মধ্যে অত্যন্ত উত্তম আমল আর হিজরতের মধ্যে জেহাদ

অতি উত্তম আমল। আর তুমি কখনও আমীর হইও না। তারপর বলিলেন, এই আমীর হওয়া যাহাকে আজকাল তুমি শীতল ও সুস্বাদু দেখিতে পাইতেছ, অতিসত্বর তাহা এই পরিমাণ বিস্তৃত ও অধিক হইবে যে, অযোগ্য ব্যক্তিও আমীরী লাভ করিবে। (স্মরণ রাখিও) যে কেহ আমীর হইবে তাহার হিসাব অন্য লোকদের তুলনায় দীর্ঘ হইবে এবং তাহার আযাব সর্বাপেক্ষা কঠিন হইবে। আর যে আমীর হইবে না, তাহার হিসাব অন্যদের তুলনায় অতি সহজ হইবে এবং তাহার আযাব সর্বাপেক্ষা হালকা হইবে। কেননা আমীররা লোকদের উপর জুলুম করার সর্বাপেক্ষা বেশী সুযোগ পায়। আর যে ব্যক্তি মুসলমানের উপর জুলুম করে সে আল্লাহ তায়ালার অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে। কেননা মুসলমান আল্লাহ তায়ালার প্রতিবেশী এবং আল্লাহ তায়ালার বান্দা। আল্লাহর কসম, তোমাদের কাহারো প্রতিবেশীর বকরী বা উটের উপর কোন বিপদ আসিলে (অর্থাৎ প্রতিবেশীর বকরী বা উট চুরি হইয়া গেলে বা উটকে কেহ মারিলে বা কষ্ট দিলে প্রতিবেশীর পক্ষ হইয়া) রাত্রভর ক্রোধে তাহার পেশী ফুলিয়া থাকে। সে বলিতে থাকে, আমার প্রতিবেশীর বকরী বা উটের উপর এই বিপদ আসিয়াছে। (অতএব মানুষ যদি তাহার প্রতিবেশীর কারণে ক্রোধান্বিত হইতে পারে) তবে আল্লাহ তায়ালা তো তাহার প্রতিবেশীর কারণে ক্রোধান্বিত হওয়ার আরো বেশী হক রাখেন। (কান্য)

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত রাফে' (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত রাফে' (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাতুস সালাসিল যুদ্ধে হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে বাহিনীর আমীর বানাইয়া পাঠাইলেন এবং তাহার সহিত এই বাহিনীতে হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) ও তাহাদের ন্যায় বড় বড় সাহাবা (রাঃ)দেরকেও পাঠাইলেন। তাহারা (মদীনা শরীফ হইতে) রওয়ানা হইলেন এবং চলিতে চলিতে তায় গোত্রের দুই পাহাড়ের

www.BANGLAKITAB.com

মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছিয়া অবতরণ করিলেন। হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, কোন পথপ্রদর্শক তালাশ করিয়া লও। লোকেরা বলিল, আমাদের জানামতে রাফে' ইবনে আমর ব্যতীত এই কাজের উপযুক্ত আর কেহ নাই। কেননা সে পূর্বে রাবীল ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার উস্তাদ হযরত তারেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাবীল কাহাকে বলা হয়? তিনি বলিলেন, রাবীল সেই ডাকাতকে বলা হয়, যে সম্পূর্ণ কাওমকে একাই আক্রমণ করিয়া লুট করিয়া লয়। হযরত রাফে' (রাঃ) বলেন, আমরা যখন যুদ্ধ শেষে সেই স্থানে ফিরিয়া আসিলাম যেখান হইতে রওয়ানা হইয়াছিলাম তখন আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মধ্যে অনেক গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া তাহাকে নিজের জন্য বাছিয়া লইলাম। আমি তাহার খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলাম, হে হালাল রুযী ভক্ষণকারী, আমি আপনার মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া আপনাকে আমার জন্য বাছাই করিয়াছি। আপনি আমাকে এমন জিনিস বলিয়া দিন যাহার উপর আমল করিলে আমি আপনাদের মধ্যে শামিল হইতে পারিব এবং আপনাদের মত হইয়া যাইব।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি তোমার পাঁচটি আঙ্গুল গণনা করিতে পার? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, এই কথার সাক্ষা দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাহার কোন অংশীদার নাই, আর হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাসূল। নামায কায়েম কর। যদি তোমার নিকট মাল থাকে তবে যাকাত আদায় কর, বাইতুল্লাহর হজ্জ কর এবং রমযান মাসের রোযা রাখ। এই কথাগুলি কি তোমার মুখস্থ হইয়াছে? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, আরও একটি কথা, তাহা এই যে, কখনও দুই ব্যক্তির উপরও আমীর হইবে না। আমি বলিলাম, এই আমীরী কি বর্তমানে বদরী সাহাবী ব্যতীত আর কেহ পাইতে পারে। তিনি বলিলেন, অতিসত্বর এই আমীরী এত ব্যাপক হইবে যে, তুমিও পাইয়া যাইবে, বরং তোমার অপেক্ষা নিম্নস্তরের লোকেরাও

পাইবে। আল্লাহ তায়ালা যখন আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করিলেন তখন (তাহার মেহনতের দ্বারা) লোকেরা ইসলামে দাখেল হইয়াছে। অনেকে তো স্বেচ্ছায় ইসলামে দাখেল হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক এমনও রহিয়াছে যাহাদিগকে তলোয়ার ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। যাহাই হোক এখন তাহারা সকলে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয়ে আসিয়া গিয়াছে। তাহারা আল্লাহ তায়ালার প্রতিবেশী এবং তাঁহার দায়িত্বে রহিয়াছে। যখন কেহ আমীর হয় এবং লোকেরা পরস্পর একে অপরের উপর জুলুম করে, আর এই আমীর জালেমের নিকট হইতে মজলুমের বদলা লয় না তখন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সেই আমীর হইতে বদলা লন। যেমন তোমাদের কাহারো প্রতিবেশীর বকরী জুলুম করিয়া কেহ লইয়া যায়, তখন প্রতিবেশীর পক্ষ হইয়া সারাদিন রাগে তাহার রগগুলি ফুলিয়া থাকে। তেমনি আল্লাহ তায়ালাও তাহার প্রতিবেশীর পক্ষে পূর্ণ সাহায্য করিয়া থাকেন।

হযরত রাফে' (রাঃ) বলেন, আমি ইহার পর এক বৎসর পর্যন্ত (নিজের বাড়ীতে) রহিলাম। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা হইলেন। আমি সওয়ার হইয়া তাহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং তাহাকে বলিলাম, আমি রাফে'। অমুক স্থানে আমি আপনাদের পথপ্রদর্শক ছিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। আমি বলিলাম, আপনি তো আমাকে দুই ব্যক্তির উপরও আমীর হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আর এখন আপনি স্বয়ং সারা উম্মতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমীর হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, হাঁ, তবে স্মরণ রাখিও, যে ব্যক্তি এই সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কিতাব অনুযায়ী হুকুম চালাইবে না তাহার উপর আল্লাহর লা'নত হইবে।

www.BANGLAKITAB.com

সাহাবা (রাঃ)দের আমীর হওয়ার পরিবর্তে জেহাদে যাওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া

হযরত সাঈদ ইবনে ওমর ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রহঃ) বলেন, তাহার চাচা হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস এবং হযরত আবান ইবনে সাঈদ ইবনে আস ও হযরত আমর ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সংবাদ পাইলেন তখন তাহারা নিজ নিজ দায়িত্বপদ ছাড়িয়া (মদীনায়) ফিরিয়া আসিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বানানো আমীরদের অপেক্ষা আমীর হওয়ার উপযুক্ত আর কেহ হইতে পারে না। অতএব তোমরা পূর্বস্থানে নিজ নিজ পদে ফিরিয়া যাও। তাহারা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আর কাহারো পক্ষ হইতে আমীর হইয়া যাইতে রাজী নই। সুতরাং তাহারা সিরিয়ায় আল্লাহর রাস্তায় চলিয়া গেলেন এবং সকলেই সেখানে শহীদ হইলেন। (তাহারা আমীর না হইয়া আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়াকে প্রাধান্য দিলেন।)

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আবান (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবদুর রহমান ইবনে সাঈদ ইবনে ইয়ারবূ' (রহঃ) বলেন, হযরত আবান ইবনে সাঈদ (রাঃ) যখন (আমীরের দায়িত্ব ছাড়িয়া) মদীনায় চলিয়া আসিলেন তখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিলেন, বর্তমান ইমামের অনুমতি ব্যতিরেকে তুমি আপন দায়িত্ব ছাড়িয়া চলিয়া আস, এই অধিকার তোমার নাই। বিশেষ করিয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে (যখন চারিদিকে লোকজন ইসলাম ছাড়িয়া মোরতাদ হইয়া যাইতেছে এবং মদীনার উপর শত্রুদের আক্রমণের সংবাদ আসিতেছে)। কিন্তু মনে হইতেছে তোমার অন্তরে আপন ইমামের কোন ভয়ডর নাই বলিয়া নির্ভীক হইয়া গিয়াছ। হযরত আবান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আমি আর

কাহারও পক্ষ হইতে আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করিব না। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কাহারো পক্ষ হইতে আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করিতাম তবে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পক্ষ হইতে অবশ্যই করিতাম। কারণ তিনি অনেক সম্মানের অধিকারী, তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং অতি পুরাতন মুসলমান। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কাহারও পক্ষ হইতে আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করিব না। সুতরাং হযরত আবু বকর (রাঃ) আপন সঙ্গীদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, এখন কাহাকে বাহরাইন পাঠানো যায়।

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলিলেন, আপনি সেই ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন যাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহরাইন প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তিনি বাহরাইনের লোকদেরকে মুসলমান বানাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া আসিয়াছিলেন। বাহরাইনের লোকেরা তাহাকে ভালভাবে চিনে এবং তিনিও বাহরাইনের লোকদেরকে চিনেন এবং তাহাদের এলাকা সম্পর্কে ভালভাবে জানেন। আর তিনি হইলেন, হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)। হযরত ওমর (রাঃ) এই রায়ের সহিত একমত হইলেন না এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আরজ করিলেন, আপনি হযরত আবান ইবনে সাঈদ (রাঃ)কে (বাহরাইন ফেরত যাইতে) বাধ্য করুন। কেননা তিনি কয়েকবার বাহরাইন গিয়াছেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে জোরপূর্বক বাহরাইন পাঠাইতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, আমি এরূপ কখনও করিব না। যে ব্যক্তি বলিতেছে, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কাহারো পক্ষ হইতে আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করিব না', আমি তাহাকে আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারি না। অতএব হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)কে বাহরাইন পাঠাইবার ফয়সালা করিলেন। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে আমীর বানাইবার জন্য ডাকিলেন। কিন্তু তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর পক্ষ হইতে আমীর হইতে অস্বীকার করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি আমীর হওয়াকে খারাপ মনে কর অথচ যিনি তোমার অপেক্ষা উত্তম ছিলেন তিনি উহা চাহিয়াছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তিনি হইলেন হযরত ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তো স্বয়ং আল্লাহর নবী ছিলেন এবং আল্লাহর নবীর পুত্র ছিলেন আর আমি তো উমাইমা নামী একজন মহিলার পুত্র আবু হোরায়রা। আমীর হওয়ার মধ্যে আমার তিন এবং দুই (মোট পাঁচটি) বিষয়ের ভয় রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, পাঁচ বলিলেই পারিতে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, (দুইটি বিষয় তো এই যে,) আমার ভয় হয় যে, আমি বিনা এলেমে কোন কথা বলিয়া ফেলিব এবং কোন ভুল ফয়সালা করিয়া বসিব। (আমীর হইয়া যখন এই দুই প্রকারের ভুল করিব তখন পরিণতিতে আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ হইতে আমার তিন প্রকারের শাস্তি হওয়ার আশংকা রহিয়াছে।) আমার কোমরের উপর চাবুকের আঘাত করা হইবে, আমার মালসম্পদ ছিনাইয়া লওয়া হইবে এবং আমাকে বেইজ্জত করা হইবে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর লোকদের কাজী বা বিচারক হইতে অস্বীকার করা

আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, যাও, কাজী বা বিচারক হইয়া লোকদের মধ্যে ফয়সালা কর। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)

বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি কি এই ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করিবেন? হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, না, আমি তোমাকে কসম দিতেছি, তুমি অবশ্যই যাইয়া লোকদের বিচারকার্য করিবে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, (সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে) তাড়াহুড়া করিবেন না। আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই হাদীস এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিল সে অনেক বড় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লইল। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি কাজী হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, তুমি কেন কাজী হইতে চাও না, অথচ তোমার পিতা লোকদের ফয়সালা করিতেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কাজী হইবে এবং না জানার কারণে ভুল ফয়সালা করিবে সে জাহান্নামী হইবে। আর যে কাজী আলেম হইবে এবং হক ও ইনসাফের সহিত ফয়সালা করিবে সেও চাহিবে যে, আল্লাহর নিকট হইতে সমান সমানভাবে মুক্তি লাভ করে। (অর্থাৎ পুরস্কার বা শাস্তি কোনটাই না হউক।) এই হাদীস শুনার পরও কি আমি কাজী হওয়ার আকাঙ্খা করিতে পারি?

ইমাম আহমাদ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান (রাঃ) তাহার আপত্তি গ্রহণ করিয়া লইলেন এবং বলিলেন, তুমি আর কাহাকেও এই কথা বলিও না।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) তাহাকে কাজী বানাইতে চাহিলেন। তিনি ওযর করিলেন এবং বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কাজী তিন প্রকার হইয়া থাকে। এক প্রকার নাজাত পাইবে আর দুই প্রকার জাহান্নামে যাইবে। যে ব্যক্তি জুলুমের সহিত ফয়সালা করিবে বা আপন খেয়াল খুশীমত

www.BANGLAKITAB.com

ফয়সালা করিবে সে ধ্বংস হইবে, আর যে ব্যক্তি হক ও ন্যায় মত ফয়সালা করিবে সে নাজাত পাইবে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ও উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, যেদিন হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ) দুমাতুল জান্দাল নামক স্থানে একত্রিত হইলেন সেদিন আমার বোন উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) আমাকে বলিলেন, তোমার জন্য উচিত নয় যে, তুমি এইরূপ সন্ধিতে অনুপস্থিত থাক, যদ্দ্বারা হয়ত আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে আপোষ করাইয়া দিবেন। তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুর পক্ষের আত্মীয় এবং (আমীরুল মুমিনীন) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর পুত্র। (প্রকৃতপক্ষে ইহা হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর ঘটনা ছিল। বর্ণনাকারী ভুলবশতঃ হযরত আলী (রাঃ)এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন।) অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বিরাট এক বুখতী অর্থাৎ খোরাসানী উটে চড়িয়া আসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, কে আছে খেলাফতের লালসা রাখে, উহার আশা করে? কে উহার জন্য ঘাড় উঁচা করে?

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ইতিপূর্বে কখনও আমার অন্তরে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ জাগে নাই। আমার ইচ্ছা হইল, তাহাকে যাইয়া বলি যে, এই খেলাফতের আকাঙ্খা ও লালসা ঐ ব্যক্তি করে, যে তোমাকে ও তোমার পিতাকে ইসলামের জন্য মারিয়াছিল এবং (মারিয়া পিটিয়া) তোমাদের উভয়কে ইসলামে দাখেল করিয়াছিল। (এখানে ঐ ব্যক্তি দ্বারা হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) নিজেকে বুঝাইয়াছেন।) কিন্তু পর মুহূর্তে আমার মনে জান্নাত ও উহার নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ হইল। এইজন্য তাহাকে এরূপ কথা বলার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম।

হযরত আবু হোসাইন (রহঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আমাদের অপেক্ষা এই খেলাফতের হকদার আর কে আছে? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ইচ্ছা হইল, বলিয়া দেই যে, খেলাফতের বেশী হকদার সেই ব্যক্তি, যে তোমাকে ও তোমার পিতাকে ইসলামের কারণে মারিয়াছিল। কিন্তু আমার মনে জান্নাতের নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ হইল এবং এই কথার দ্বারা ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা হইল।

হযরত যুহরী (রহঃ) বলেন, যখন হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ) একত্রিত হইলেন তখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, এই খেলাফতের ব্যাপারে আমার অপেক্ষা বেশী হকদার কে আছে? হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ইচ্ছা হইল, দাঁড়াইয়া বলি যে, তোমার অপেক্ষা এই খেলাফতের বেশী হকদার সে, যে তোমাকে ও তোমার পিতাকে কুফুরীর কারণে মারিয়াছিল। (অর্থাৎ ইবনে ওমর নিজে) কিন্তু আমার ভয় হইল যে, এইরূপ বলার দ্বারা আমার প্রতি এমন ধারণা করা হইবে যাহা আমার মধ্যে নাই। (অর্থাৎ আমার মধ্যে খেলাফতের আগ্রহ আছে বলিয়া ধারণা করা হইবে, অথচ আমার মধ্যে তাহা মোটেও নাই।)

হযরত ইমরান (রাঃ)এর আমীর হইতে অস্বীকার করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, যিয়াদ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ)কে খোরাসানের আমীর নিযুক্ত করিতে চাহিল। তিনি অস্বীকার করিলেন। তাহার সঙ্গীগণ বলিল, আপনি খোরাসানের মত এলাকার আমীর হওয়ার সুযোগ ছাড়িয়া দিলেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমার জন্য ইহা কোন আনন্দদায়ক বিষয় নয় যে, আমার জন্য খোরাসানের গরম দিক হইবে আর যিয়াদ ও তাহার সঙ্গীদের জন্য উহার শীতল দিক হইবে। (অর্থাৎ আমি তো আমীর হইয়া সেখানে কষ্টক্লেশ সহ্য করিতে থাকিব আর যিয়াদ ও তাহার সঙ্গীরা সেখানকার

www.BANGLAKITAB.com

আমদানী দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিতে থাকিবে।) আমার এই আশংকা হয় যে, আমি যখন শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়াইব তখন আমার নিকট যিয়াদের এমন কোন পত্র আসিবে যাহার উপর আমল করিলে আমি ধ্বংস হইয়া যাই, আর আমল না করিলে (যিয়াদের পক্ষ হইতে) গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হয়। তারপর যিয়াদ হযরত হাকাম ইবনে আমর গিফারী (রাঃ)কে খোরাসানের আমীর হওয়ার জন্য বলিল। তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ইমরান (রাঃ) এই সংবাদ পাইয়া বলিলেন, কেহ আছে কি, যে হাকামকে আমার নিকট ডাকিয়া আনিবে? হযরত ইমরান (রাঃ)এর পক্ষ হইতে লোক গেল এবং হযরত হাকাম (রাঃ) তাহার নিকট আসিলেন। হযরত ইমরান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীর বিষয়ে কাহাকেও মান্য করা জায়েয নাই? হযরত হাকাম (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত ইমরান (রাঃ) আলহামদুলিল্লাহ বলিয়া আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিলেন। অথবা আল্লাহু আকবার বলিয়া খুশী প্রকাশ করিলেন।

হযরত হাসান (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, যিয়াদ হযরত হাকাম গিফারী (রাঃ)কে এক বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করিল। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) তাহার নিকট আসিলেন এবং লোকজনের উপস্থিতিতে তাহার সহিত সাক্ষাত করিলেন। তারপর বলিলেন, আপনি কি জানেন, আমি আপনার নিকট কেন আসিয়াছি? হযরত হাকাম (রাঃ) বলিলেন, (আপনিই বলুন,) আপনি কেন আসিয়াছেন? হযরত ইমরান (রাঃ) বলিলেন, আপনার স্মরণ আছে কি যে, 'এক ব্যক্তিকে তাহার আমীর বলিয়াছিল, নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ কর। (সে উহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল) কিন্তু লোকেরা তাহাকে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া হইতে বাধা দিল এবং ধরিয়া ফেলিল। পরবর্তীতে এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, যদি এই ব্যক্তি আগুনে পড়িত তবে সে ও তাহাকে আদেশদাতা আমীর উভয়েই দোযখে যাইত। আল্লাহ তায়ালার

নাফরমানীর বিষয়ে কাহাকেও মান্য করা জায়েয নাই।' হযরত হাকাম (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, (স্মরণ আছে।) হযরত ইমরান (রাঃ) বলিলেন, আমি শুধু আপনাকে এই হাদীস স্মরণ করাইয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি।

খলীফা ও আমীরদের সম্মান করা এবং তাহাদের আদেশ পালন করা

হযরত খালেদ (রাঃ) ও হযরত আম্মার (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ ইবনে মুগীরা মাখযূমী (রাঃ)কে এক জামাতের আমীর বানাইয়া পাঠাইলেন। উক্ত জামাতে তাহাদের সহিত হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)ও ছিলেন। তাহারা (মদীনা হইতে) রওয়ানা হইয়া রাত্রের শেষাংশে সেই কাওমের নিকটবর্তী স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন যাহাদের উপর সকালবেলা আক্রমণ করা উদ্দেশ্য ছিল। কোন সংবাদদাতা যাইয়া কাওমকে সাহাবা (রাঃ)দের আগমনের সংবাদ দিয়া দিল। যদ্দরুন তাহারা সকলে পালাইয়া নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া গেল। কিন্তু সেই কাওমের এক ব্যক্তি যে নিজে ও তাহার পরিবারের লোকেরা মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, সেখানে অবস্থান করিয়া রহিল। সে তাহার পরিবারের লোকদেরকে সামান ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে বলিলে তাহারাও সামান ইত্যাদি বাঁধিয়া লইল। সে তাহার পরিবারের লোকদেরকে বলিল, আমার ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তোমরা এখানেই অবস্থান কর।

অতঃপর সে হযরত আম্মার (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আবুল ইয়াকযান! (অর্থাৎ হে সজাগ ও হুঁশিয়ার ব্যক্তি) আমি ও আমার পরিবারের লোকেরা মুসলমান হইয়া গিয়াছি। আমরা যদি এইখানে অবস্থান করি তবে কি আমার ইসলাম আমার উপকারে আসিবে? কারণ

www.BANGLAKITAB.com

আমার কাওমের লোকেরা তো আপনাদের আগমনের কথা শুনিয়া পালাইয়া গিয়াছে। হযরত আম্মার (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি থাক, তোমার জন্য নিরাপত্তা রহিয়াছে। সুতরাং এই ব্যক্তি ও তাহার পরিবারের লোকেরা নিজ স্থানে ফিরিয়া গেল। হযরত খালেদ (রাঃ) সকালবেলা উক্ত কাওমের উপর আক্রমণ করিলে জানিতে পারিলেন যে, কাওমের লোকেরা চলিয়া গিয়াছে। অবশ্য উক্ত ব্যক্তি ও তাহার পরিবারের লোকদেরকে সেখানে পাওয়া গেল। হযরত খালেদ (রাঃ) তাহাদিগকে গ্রেফতার করিলেন। হযরত আম্মার (রাঃ) হযরত খালেদ (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি ইহাদিগকে গ্রেফতার করিতে পারেন না, কেননা ইহারা মুসলমান। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আপনার এই কথার উদ্দেশ্য কি? আমি আমীর হওয়া সত্ত্বেও কি আপনি (আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া) নিরাপত্তা দিতে পারেন? হযরত আম্মার (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আপনি আমীর হওয়া সত্ত্বেও আমি নিরাপত্তা দিতে পারি। কেননা এই ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছে। ইচ্ছা করিলে সেও তাহার সঙ্গীদের মত এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারিত। যেহেতু সে মুসলমান সেহেতু আমি তাহাকে এখানে অবস্থান করার জন্য বলিয়াছিলাম। এই ব্যাপারে তাহাদের উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি এবং পরস্পর কিছু অশোভনীয় কথাও হইল। যখন তাহারা মদীনা পৌঁছিলেন তখন উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হইলেন। হযরত আম্মার (রাঃ) উক্ত ব্যক্তির সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিলেন।

শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আম্মার (রাঃ)এর নিরাপত্তাকে বহাল রাখিলেন। তবে আগামীর জন্য আমীরের অনুমতি ব্যতীত নিরাপত্তা দিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখেই উভয়ে একে অপরকে গালমন্দ বলিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার সম্মুখে এই গোলাম আমাকে কটু কথা বলিতেছে। আল্লাহর কসম, আপনি না হইলে সে আমাকে এরূপ কটু কথা কখনও

বলিতে পারিত না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে খালেদ, আম্মারকে কিছু বলিও না। কারণ যে ব্যক্তি আম্মারের সহিত শত্রুতা পোষণ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার সহিত শত্রুতা পোষণ করিবেন, আর যে ব্যক্তি আম্মারের উপর লা'নত করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর লা'নত করিবেন। তারপর হযরত আম্মার (রাঃ) সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। হযরত খালেদ (রাঃ)ও হযরত আম্মার (রাঃ)এর পিছন পিছন গেলেন এবং তাহার কাপড় ধরিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। অবশেষে হযরত আম্মার (রাঃ) সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের এই আয়াত নাযিল হইল—

أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, তোমরা আদেশ মান্য কর আল্লাহ তায়ালার এবং আদেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা শাসনকর্তা তাহাদেরও (হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,) এখানে শাসনকর্তা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, জামাত অথবা সৈন্যদলের আমীর।

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ

অর্থাৎ, অতঃপর যদি তোমরা পরস্পর দ্বিমত হও কোন বিষয়ে তবে তোমরা উহাকে আল্লাহ ও রাসূলের উপর হাওয়ালা করিয়া দাও।

(হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অর্থাৎ যখন তোমরা নিজেদের বিবাদমূলক বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের উপর হাওয়ালা করিবে তখন) আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই সেই বিবাদের ফয়সালা করিয়া দিবেন।

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অর্থাৎ, 'এই বিষয়গুলি উত্তম এবং ইহার পরিণামও খুব ভাল।' অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা বলেন, এইভাবে করার দ্বারা পরিণাম ভাল হইবে।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) ও হযরত খালেদ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাঃ) বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)এর সহিত যে সকল মুসলমান মূতার যুদ্ধে গিয়াছিলেন আমিও তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম। ইয়ামান হইতে বাহিনীর সাহায্যে আগত এক ব্যক্তি এই সফরে আমার সঙ্গী হইল। তাহার সহিত নিজের তলোয়ার ব্যতীত আর কোন সামান ছিল না। একজন মুসলমান একটি উট জবাই করিল। আমার সেই সঙ্গী উক্ত মুসলমানের নিকট উটের চামড়ার একটি টুকরা চাহিল। সে তাহাকে একটি টুকরা দিয়া দিল। সে উহা দ্বারা ঢালের মত বানাইয়া লইল। তারপর আমরা সেখান হইতে সম্মুখে রওয়ানা হইলাম। রুমী বাহিনীর সহিত আমাদের মোকাবেলা হইল। রুমীদের এক ব্যক্তি একটি লাল বর্ণের ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল। তাহার জিন ও হাতিয়ারের উপর স্বর্ণ জড়ানো ছিল। উক্ত রুমী সৈন্য মুসলমানদেরকে বেধড়ক কতল করিতেছিল। সেই ইয়ামানী তাহার তাকে একটি বড় পাথরের আড়ালে বসিয়া গেল। রুমী সৈন্যটি যেই তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে লাগিল, অমনি সে তাহার উপর আক্রমণ করিয়া তাহার ঘোড়ার পা কাটিয়া দিল। রুমী সৈন্যটি মাটিতে পড়িয়া গেল। ইয়ামানী তাহার উপর চড়িয়া তাহাকে কতল করিয়া দিল এবং তাহার ঘোড়া ও হাতিয়ার কব্জা করিয়া লইল। আল্লাহ তায়ালা যখন মুসলমানদিগকে বিজয় দিলেন তখন হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) সেই ইয়ামানীকে ডাকাইয়া তাহার নিকট হইতে সেই রুমী সৈন্যের সমস্ত সামানপত্র লইয়া লইলেন।

হযরত আওফ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত খালেদ (রাঃ)এর নিকট যাইয়া তাহাকে বলিলাম, হে খালেদ, তোমার কি জানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যাকারীর জন্য নিহত ব্যক্তির সামানপত্রের ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, জানি, কিন্তু আমার নিকট এই সামান বেশী মনে হইতেছে। আমি বলিলাম,

আপনি ইয়ামানীকে এই সমস্ত সামান দিয়া দিবেন, নতুবা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করিব। তখন আপনি বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু হযরত খালেদ (রাঃ) সেই সামান ফেরত দিতে অস্বীকার করিলেন। (সফর হইতে ফিরিয়া যখন) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলাম তখন আমি সেই ইয়ামানীর ঘটনা এবং হযরত খালেদ (রাঃ) যাহা করিয়াছেন সবই বিস্তারিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন, হে খালেদ, তুমি এরূপ কেন করিয়াছ? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার নিকট সেই সামান অনেক বেশী মনে হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হে খালেদ, তুমি তাহার নিকট হইতে যাহা কিছু লইয়াছ সবই তাহাকে ফেরৎ দিয়া দাও।

হযরত আওফ (রাঃ) বলেন, তখন আমি হযরত খালেদ (রাঃ)কে বলিলাম, হে খালেদ, এইবার বুঝ, আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা করিয়া দেখাইলাম কিনা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এ কেমন কথা? আমি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিলাম। ইহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত নারাজ হইলেন এবং বলিলেন, হে খালেদ, তাহার সামান ফেরৎ দিও না। (অতঃপর সাহাবা (রাঃ)দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,) তোমরা কি আমার খাতিরে আমার আমীরদেরকে রেহাই দিবে না? (অর্থাৎ তাহাদেরকে সম্মান করিবে এবং অসম্মান করিবে না?) তাহাদের ভাল কাজের লাভ তোমাদের জন্য থাকিবে আর তাহাদের মন্দ কাজের মুসীবত তাহাদেরই উপর থাকিবে। (অর্থাৎ তাহারা যদি ভাল কাজ করে তবে উহার লাভ তোমরাও পাইবে, আর যদি মন্দ কাজ করে তবে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই বরং উহার ক্ষতি তাহাদের উপরই বর্তাইবে, তোমাদের উপর তাহাদেরকে সম্মান করা সর্বাবস্থায় জরুরী।) (বিদায়াহ)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত রাশেদ ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট কিছু মাল আসিল। তিনি সেই মাল লোকদের মধ্যে বন্টন করিতে লাগিলেন। তাহার নিকট অনেক লোকের ভীড় হইয়া গেল। হযরত সা'দ (রাঃ) ভীড় ঠেলিয়া তাহার নিকট পৌঁছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) চাবুক হাতে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, তুমি এমনভাবে সামনে আগাইয়া আসিতেছ যেন তুমি জমিনের বুকে আল্লাহর সুলতানকে কোন ভয় কর না। আমি তোমাকে জানাইতে চাই যে, আল্লাহর সুলতান তোমাকে ভয় করে না।

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) ও হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে এক বাহিনীর আমীর বানাইয়া পাঠাইলেন। উক্ত বাহিনীতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)ও ছিলেন। যখন তাহারা যুদ্ধস্থলে পৌঁছিলেন তখন হযরত আমর (রাঃ) বাহিনীকে হুকুম দিলেন, কেহ যেন আগুন না জ্বালায়। হযরত ওমর (রাঃ) ইহাতে রাগান্বিত হইলেন এবং হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট যাইয়া এই ব্যাপারে কথা বলিতে চাহিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এইজন্য তোমার আমীর বানাইয়াছেন যে, সে যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞ। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর রাগ ঠাণ্ডা হইয়া গেল। (বাইহাকী)

আমীরের সম্মান সম্পর্কে হযরত ইয়ায (রাঃ)এর হাদীস

হযরত জুবাইর ইবনে নুফাইর (রাঃ) বলেন, হযরত ইয়ায ইবনে গানম আশআরী (রাঃ) দারা শহর বিজয়ের পর সেখানকার শাসনকর্তাকে (চাবুক দ্বারা) শাস্তি দিলেন। হযরত হেশাম ইবনে হাকীম (রাঃ) তাহাকে আসিয়া (শাসনকর্তাকে শাস্তি দেওয়ার উপর) শক্ত কথা বলিলেন। কয়েকদিন পর হযরত হেশাম (রাঃ) হযরত ইয়ায (রাঃ)এর নিকট মাফ চাহিতে আসিলেন এবং হযরত ইয়ায (রাঃ)কে (তাহার শক্ত ব্যবহারের কারণ দর্শাইয়া) বলিলেন, আপনার কি জানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি সেই ব্যক্তির হইবে, যে দুনিয়াতে লোকদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করিত। হযরত ইয়ায (রাঃ) বলিলেন, হে হেশাম, আমরাও তাহা শুনিয়াছি যাহা তুমি শুনিয়াছ এবং আমরাও তাহা দেখিয়াছি যাহা তুমি দেখিয়াছ, আর আমরাও তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছি, যাঁহার তুমি সঙ্গলাভ করিয়াছ। হে হেশাম, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা এরশাদ করিতে শুন নাই যে, যে ব্যক্তি কোন বাদশাহকে নসীহত করিতে চায় সে যেন প্রকাশ্যে তাহাকে নসীহত না করে, বরং তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে নির্জনে লইয়া যায় (এবং নিরিবিলিতে নসীহত করে)। যদি বাদশাহ তাহার নসীহতকে গ্রহণ করিয়া লয় তবে তো ভাল কথা। অন্যথায় সে তাহার হক আদায় করিয়া দিয়াছে। আর হে হেশাম, তুমি অত্যন্ত নির্ভীক, আল্লাহর বাদশাহের বিরুদ্ধে দুঃসাহস দেখাও। তোমার কি এই ভয় হয় নাই যে, আল্লাহর বাদশাহ তোমাকে কতল করিয়া দিতে পারে তখন তুমি আল্লাহর বাদশাহের হাতে নিহত বলিয়া গণ্য হইবে?

আমীরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ সম্পর্কে হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর উক্তি

যায়েদ ইবনে ওহব (রহঃ) বলেন, হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর

www.BANGLAKITAB.com

আমলে লোকেরা এক আমীরের কোন বিষয়ে আপত্তি করিল। এক ব্যক্তি বড় জামে মসজিদে প্রবেশ করিয়া লোকদেরকে ডিঙ্গাইয়া হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর নিকট পৌছিল। তিনি একটি মজলিসে বসিয়াছিলেন। লোকটি তাহার মাথার নিকট দাঁড়াইয়া বলিল, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী! আপনি কি সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করেন না? হযরত হোযাইফা (রাঃ) নিজের মাথা উপরের দিকে উঠাইলেন এবং লোকটির উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ প্রকৃতই অতি উত্তম কাজ, তবে ইহা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, তুমি আমীরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর।

হযরত আবু বকরা (রাঃ)এর হাদীস

যিয়াদ ইবনে কুসাইব আদভী (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমের পাতলা কাপড় পরিধান করিয়া ও চুলে চিরুনী করিয়া লোকদেরকে বয়ান করিতেন। একদিন তিনি নামায পড়াইবার পর ভিতরে চলিয়া গেলেন। হযরত আবু বকরা (রাঃ) মিম্বারের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন এমন সময় মেরদাস আবু বেলাল বলিল, আপনারা কি দেখিতে পাইতেছেন না যে, লোকদের আমীর পাতলা কাপড় পরিধান করে এবং ফাসেকদের অনুকরণ করে? হযরত আবু বকরা (রাঃ) শুনিতে পাইলেন এবং নিজের ছেলে উসাইলে'কে বলিলেন, আবু বেলালকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। তিনি ডাকিয়া আনিলে হযরত আবু বকরা (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন, এইমাত্র তুমি আমীর সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছ তাহা আমি শুনিয়াছি, তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সুলতানকে সম্মান করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সম্মান করিবেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সুলতানকে অপমান করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অপমান করিবেন।

একমাত্র সৎকাজেই আমীরকে মান্য করিতে হইবে

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারীকে এক জামাতের আমীর বানাইলেন। আর উক্ত জামাতের লোকদেরকে তাকীদ করিলেন যেন তাহারা আমীরের কথা শুনে এবং মানে। (সফরে চলাকালীন) কোন কারণে আমীর তাহাদের প্রতি গোস্বা হইয়া বলিল আমার জন্য কিছু লাকড়ি জমা কর। তাহারা লাকড়ি জমা করিলে আমীর বলিলেন, আগুন জ্বালাও। তাহারা আগুন জ্বালাইল। তারপর আমীর বলিল, তোমাদেরকে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আদেশ করেন নাই যে, তোমরা আমার কথা শুনিবে ও মানিবে? তাহারা বলিল, হাঁ, আদেশ করিয়াছেন। আমীর বলিল, তবে তোমরা এই আগুনে ঢুকিয়া পড়। লোকেরা একে অপরের দিকে তাকাইতে লাগিল এবং বলিল, আমরা আগুন হইতে পালাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে আমীরের গোস্বা ঠাণ্ডা হইয়া গেল এবং আগুনও নিভিয়া গেল। তাহারা যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল তখন সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল। শুনিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তাহারা সেই আগুনে প্রবেশ করিত তবে কোনদিন সেই আগুন হইতে বাহির হইতে পারিত না। আমীরকে শুধু নেক কাজে মান্য করা জরুরী (গুনাহের কাজে তাহাকে মান্য করিবে না)। (বিদায়াহ)

আমীরের সম্মান সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর হাদীস

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সাহাবা (রাঃ)দের সঙ্গে বসিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমাদের কি জানা নাই যে, আমি

www.BANGLAKITAB.com

তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রাসূল? তাহারা বলিলেন, হাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল। বলিলেন, তোমাদের কি জানা নাই যে,যে ব্যক্তি আমাকে মান্য করিল সে আল্লাহকে মান্য করিল, আর আমাকে মান্য করাই হইল আল্লাহকে মান্য করা? তাহারা বলিলেন, হাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, যে ব্যক্তি আপনাকে মান্য করিল সে আল্লাহকে মান্য করিল, আর আপনাকে মান্য করাই হইল আল্লাহকে মান্য কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহকে মান্য করা এই যে, তোমরা আমাকে মান্য কর, আর আমাকে মান্য করা এই যে, তোমরা নিজেদের আমীরকে মান্য কর। যদি তোমাদের আমীর বসিয়া নামায আদায় করে তবে তোমরাও বসিয়া নামায আদায় কর। (সে যুগে আমীরই লোকদের নামাযে ইমাম হইতেন। এইজন্য আমীরকে মান্য করার তাকীদ হিসাবে বলিয়াছেন যে, আমীর অর্থাৎ ইমাম বসিয়া নামায আদায় করিলে তোমরাও বসিয়া নামায আদায় কর। কোন কোন মাযহাবের ইমাম এই মতই পোষণ করেন। তবে অধিকাংশ মাযহাবের ইমামগণের মতে ইমাম যদি ওযর বশতঃ বসিয়া নামায আদায় করেন তবে মোক্তাদীগণ ওযর না থাকিলে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিবেন। অবশ্য তাহাদেরও ওযর থাকিলে ভিন্ন কথা।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হযরত আবু যার (রাঃ)কে নসীহত

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিতেন। খেদমত হইতে অবসর হইয়া তিনি মসজিদে চলিয়া যাইতেন। মসজিদই তাহার ঘর ছিল, সেখানেই তিনি শয়ন করিতেন। একদিন রাত্রিবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন হযরত আবু যার (রাঃ) মসজিদেই মাটিতে শুইয়া ঘুমাইতেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে (জাগাইবার জন্য) নিজ পা

মোবারক দ্বারা হালকাভাবে আঘাত করিলেন। তিনি সোজা হইয়া বসিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে মসজিদে ঘুমাইতে দেখিতেছি? হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আর কোথায় ঘুমাইব? মসজিদ ব্যতীত আমার তো আর কোন ঘর নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, যখন লোকেরা তোমাকে এই মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিবে তখন তুমি কি করিবে? তিনি বলিলেন, আমি সিরিয়ায় চলিয়া যাইব। কারণ সিরিয়া (পূর্ববর্তী নবীদের) হিজরতের স্থান এবং সেখানেই হাশরের ময়দান কায়েম হইবে এবং নবীদের এলাকা। আমি সেই এলাকাবাসীদের একজন হইয়া যাইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন লোকেরা তোমাকে সিরিয়া হইতেও বাহির করিয়া দিবে তখন তুমি কি করিবে? তিনি বলিলেন, আমি এই মসজিদেই (মদীনায়) আবার ফিরিয়া আসিব। ইহাই আমার ঘর ও আমার মনযিল হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন লোকেরা তোমাকে দ্বিতীয়বার এই মসজিদ (অর্থাৎ মদীনা) হইতে বাহির করিয়া দিবে তখন তুমি কি করিবে? তিনি বলিলেন, আমি তখন তলোয়ার লইয়া মৃত্যু পর্যন্ত তাহাদের সহিত লড়াই করিতে থাকিব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিলেন এবং হাত দ্বারা তাহাকে চাপড় দিলেন এবং বলিলেন, আমি কি তোমাকে ইহা অপেক্ষা উত্তম কথা বলিয়া দিব? তিনি বলিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারা যেদিকে টানিয়া লইয়া যায় তুমি সেদিকে চলিয়া যাইও, তাহারা তোমাকে যেদিকে হাঁকাইয়া লইয়া যায় তুমি সেদিকে চলিয়া যাইও। তুমি আমার সহিত আসিয়া মিলিত হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থার উপর অবিচল থাকিও। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

ইবনে জারীর (রহঃ) স্বয়ং আবু যার (রাঃ) হইতে এই ধরনের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাকে যখন দ্বিতীয়বার (মদীনা হইতে) বাহির করিয়া দেওয়া হইবে তখন তুমি কি করিবে? হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, যাহারা আমাকে বাহির করিবে আমি তাহাদিগকে তলোয়ার দ্বারা মারিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাত মোবারক আমার কাঁধের উপর মারিয়া বলিলেন, হে আবু যার! তুমি (তাহাদিগকে) মাফ করিয়া দিও এবং তোমাকে টানিয়া যেদিকে লইয়া যায় তুমি সেদিকে চলিয়া যাইও, আর তোমাকে যেদিকে হাঁকাইয়া লইয়া যায় তুমি সেদিকে চলিয়া যাইও (অর্থাৎ তাহাদের কথা মানিতে থাকিও) যদিও একজন কালো গোলামের জন্যও (তোমাকে এরূপ করিতে) হয়। হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি যখন (আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রাঃ)এর আদেশে) রাবাযাতে থাকিতে লাগিলাম তখন একবার নামাযের একামত হইলে সেখানে যাকাত উসুলের জন্য নিযুক্ত একজন কালো ব্যক্তি নামায পড়াইবার জন্য অগ্রসর হইল। তারপর সে আমাকে দেখিয়া পিছনে সরিয়া আমাকে আগাইয়া দিতে লাগিল। আমি বলিলাম, তুমি নিজ স্থানে থাক। আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মানিয়া চলিব।

আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) হযরত তাউস (রহঃ) হইতে যে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন উহাতে আছে যে, হযরত আবু যার (রাঃ) রাবাযাতে যাইয়া হযরত ওসমান (রাঃ)এর এক কালো গোলামের সাক্ষাৎ পাইলেন। সে আজান দিল এবং একামত বলিয়া হযরত আবু যার (রাঃ)কে বলিল, হে আবু যার! (নামায পড়াইবার জন্য) আগে বাড়ুন। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, না, আমাকে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন যেন আমি আমীরের কথা শুনি ও মানি, যদিও সে কালো গোলাম হয়। সুতরাং সেই গোলাম অগ্রসর হইল এবং হযরত আবু যার (রাঃ) তাহার পিছনে নামায পড়িলেন।

ইবনে আবি শাইবাহ ইবনে জারীর, বাইহাকী ও আবু নাআঈম ইবনে হাম্মাদ প্রমুখগণ হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, তুমি আমীরের কথা শুন ও মান, যদিও কান কাটা হাবশী গোলামকে তোমার আমীর বানাইয়া দেওয়া হয়। যদি সে তোমাকে কষ্ট দেয় তবে সহ্য করিও, যদি সে তোমাকে কোন কাজের আদেশ করে তবে তাহা মান্য করিও, আর যদি সে তোমাকে কিছু না দেয় তবে সবর করিও, আর যদি সে তোমার উপর জুলুম করে তবুও সবর করিও, আর যদি সে তোমার দ্বীন হইতে কিছু কম করিতে বলে তবে বলিয়া দিও প্রাণ দিতে পারি দ্বীন নহে। আর কোন অবস্থায় জামাত হইতে পৃথক হইও না।

(কানযুল উম্মাল)

হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আলকামা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, রাতের অন্ধকারে হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত হযরত আলকামা ইবনে উলাসা (রাঃ)এর সাক্ষাৎ হইল। হযরত ওমর (রাঃ) দেখিতে অনেকটা হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর মত ছিলেন। হযরত আলকামা (রাঃ) (হযরত ওমর (রাঃ)কে হযরত খালেদ (রাঃ) মনে করিয়া) বলিলেন, হে খালেদ, তোমাকে এই ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)) পদচ্যুত করিয়া দিয়াছে। তিনি সংকীর্ণমনা হওয়ার কারণে এরূপ করিয়াছেন। আমি ও আমার চাচাতো ভাই তাহার নিকট কিছু চাহিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমাকে যখন আমীরের পদ হইতে সরাইয়া দিয়াছে তখন আর তাহার নিকট হইতে কিছু চাহিব না।

হযরত ওমর (রাঃ) (তাহার উদ্দেশ্য জানিবার জন্য হযরত খালেদ (রাঃ)এর ন্যায় গলার স্বর বানাইয়া) বলিলেন, আর কিছু, এখন তোমার কি ইচ্ছা? হযরত আলকামা (রাঃ) বলিলেন, আমাদের উপর আমাদের আমীরদের হক রহিয়াছে। অতএব আমরা তাহাদের হক আদায় করিতে থাকিব, আর আমাদের আজর ও সওয়াব আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে

www.BANGLAKITAB.com

লইব। সকালবেলা (যখন হযরত খালেদ (রাঃ) ও হযরত আলকামা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলেন তখন) হযরত ওমর (রাঃ) হযরত খালেদ (রাঃ)কে বলিলেন, গতরাতে হযরত আলকামা (রাঃ) তোমাকে কি বলিয়াছে? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, তুমি কসমও খাইতেছ? আবু নাযরাহ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলকামা (রাঃ) হযরত খালেদ (রাঃ)কে বলিলেন, হে খালেদ, চুপ থাক। (অর্থাৎ কসম খাইও না, অস্বীকার করিও না) সাইফ ইবনে আমর (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইহারা উভয়েই সত্য কথা বলিয়াছে।

ইবনে আয়েয (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আলকামা (রাঃ)এর প্রয়োজনের কথা শুনিলেন এবং তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া দিলেন। যুবাইর ইবনে বাক্কার (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) (রাতে) যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এখন তোমার কি ইচ্ছা? তখন হযরত আলকামা (রাঃ) উত্তরে বলিয়াছিলেন, শুনা ও মানা ব্যতীত আমার নিকট আর কিছু করার নাই। এই রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার পিছনে যত লোক রহিয়াছে তাহারা যদি তোমার ন্যায় মত পোষণকারী হয় তবে ইহা আমার নিকট এত এত মালদৌলত (অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়ার মালদৌলত) পাওয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (এসাবাহ)

একজন কুষ্ঠরোগী মহিলার ঘটনা

ইবনে আবি মুলাইকা (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একজন কুষ্ঠরোগী মহিলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। সে বাইতুল্লার তওয়াফ করিতেছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দী, লোকদেরকে কষ্ট দিও না, তুমি যদি নিজের ঘরে বসিয়া থাক তবে

ভাল হয়। উক্ত মহিলা (হারাম শরীফে আসা বন্ধ করিয়া দিল এবং) নিজ ঘরে বসিয়া রহিল। কিছুদিন পর এক ব্যক্তি সেই মহিলার নিকট যাইয়া বলিল, যে আমীরুল মুমিনীন তোমাকে তওয়াফ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন তাঁহার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন তুমি বাহির হইয়া তওয়াফ করিতে পার। মহিলা বলিল, আমি এমন নই যে, তাহার জীবদ্দশায় তো তাহাকে মান্য করিব আর তাহার মৃত্যুর পর তাহাকে অমান্য করিব। (কানযুল উম্মাল)

আমীরকে অমান্য করার পরিণতি

এক ব্যক্তি বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)এর আমলে (এক এলাকার) প্রধান ছিলাম। হযরত আলী (রাঃ) আমাদেরকে একটি কাজের হুকুম দিলেন। (কিছুদিন পর) তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদেরকে যে কাজ করিতে বলিয়াছিলাম তাহা করিয়াছ কি? আমরা বলিলাম, না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, তোমাদেরকে যে হুকুম দেওয়া হয় তাহা অবশ্যই পালন করিবে, নতুবা ইহুদী ও নাসারারা তোমাদের ঘাড়ে চড়িয়া বসিবে। (কান্য)

আমীরদের পরস্পর একে অপরকে মান্য করা

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে (এক বাহিনীর আমীর বানাইয়া) কুযাআহ গোত্রের বনু বালি ও বনু আবদুল্লাহ ইত্যাদি সিরিয়ার বিভিন্ন বস্তিসমূহের উদ্দেশ্যে পাঠাইলেন। বনু বালি (হযরত আমর (রাঃ)এর পিতা) আস ইবনে ওয়ায়েলের নানার গোত্র ছিল। হযরত আমর (রাঃ) সেখানে পৌঁছার পর শত্রু সংখ্যা অনেক বেশী দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি প্রথম যুগে হিজরতকারী মুহাজিরীনে আওয়ালীনদেরকে (হযরত আমর (রাঃ)এর সাহায্যে যাওয়ার

www.BANGLAKITAB.com

জন্য) উৎসাহিত করিলেন। সুতরাং হযরত আবু বকর (রাঃ),হযরত ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় মুহাজিরগণ প্রস্তুত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ)কে তাহাদের আমীর বানাইয়া দিলেন। তাহারা যখন হযরত আমর (রাঃ)এর নিকট পৌছিলেন তখন হযরত আমর (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি আপনাদের আমীর। কারণ আমিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্য চাহিয়া আপনাদিগকে আনাইয়াছি। মুহাজিরগণ বলিলেন, না। আপনি আপনার সঙ্গীদের আমীর, আর হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) মুহাজিরীনদের আমীর।

হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, আপনাদিগকে তো আমার সাহায্যের জন্য পাঠানো হইয়াছে। (কাজেই আসল তো আমি, আপনারা তো সাহায্যকারী।) হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) উত্তম আখলাক ও নম্র স্বভাবের ছিলেন। তিনি বলিলেন, হে আমর, আপনার জানা থাকা উচিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সর্বশেষ হেদায়াত যাহা দিয়াছেন তাহা এই ছিল যে, 'তুমি যখন তোমার সঙ্গীর নিকট পৌছিবে তখন তোমরা উভয়ে একে অপরকে মান্য করিয়া চলিবে।' অতএব যদি আপনি আমার কথা না মানেন তবে আমি অবশ্যই আপনার কথা মানিয়া লইব। সুতরাং হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) আমীরের দায়িত্ব হযরত আমর (রাঃ)এর সোপর্দ করিয়া দিলেন।(বিদায়াহ)

যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কালব, বনু গাসসান ও সিরিয়ার গ্রাম্য এলাকায় বসবাসকারী কাফেরদের উদ্দেশ্যে দুইটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন। এক বাহিনীর আমীর হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)কে ও অপরটির আমীর হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে বানাইলেন। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর বাহিনীতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)ও গেলেন। যখন উভয় বাহিনীর রওয়ানা হওয়ার সময় হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু ওবায়দা

(রাঃ) ও হযরত আমর (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা একে অপরের অবাধ্যতা করিও না। উভয়ে যখন আপন আপন বাহিনী লইয়া (মদীনা হইতে) রওয়ানা হইয়া গেলেন তখন হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) হযরত আমর (রাঃ)কে আলাদা একদিকে লইয়া যাইয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ও তোমাকে বিশেষভাবে এই হেদায়াত দিয়াছেন যে, 'তোমরা পরস্পর একে অপরের অবাধ্যতা করিও না। অতএব এই হেদায়াতের উপর এইভাবে আমল হইতে পারে যে, হয় তুমি আমার বাধ্য ও অনুগত্য হইয়া যাও, আর না হয় আমি তোমার বাধ্য ও অনুগত হইয়া যাই। হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, না, বরং তুমি আমার বাধ্য ও অনুগত হইয়া যাও। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) বলিলেন, ঠিক আছে, আমিই অনুগত হইয়া গেলাম।

এইভাবে হযরত আমর (রাঃ) উভয় বাহিনীর আমীর হইয়া গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ইহা শুনিয়া রাগান্বিত হইলেন এবং তিনি হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি নাবেগা নামক মহিলার ছেলের আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন, আর তাহাকে নিজের ও হযরত আবু বকর (রাঃ) ও আমাদের উপর আমীর বানাইতেছেন? ইহা কেমন রায় হইল? হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, হে আমার মায়ের ছেলে (অর্থাৎ আমার ভাই), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ও তাহাকে বিশেষভাবে হেদায়াত দিয়াছিলেন যে, তোমরা পরস্প একে অপরের অবাধ্যতা করিও না।

আমার আশংকা হইল, যদি আমি তাহার আনুগত্য না করি তবে আমার দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা হইয়া যাইবে, আর আমার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কের মাঝে অন্য লোক ঢুকিয়া পড়িবে। (অর্থাৎ লোকদের কারণে আমার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হইয়া যাইবে।) আল্লাহর কসম, আমি (মদীনায়) ফিরিয়া যাওয়া পর্যন্ত তাহার কথা মানিয়া চলিব। তারপর উভয় বাহিনী

www.BANGLAKITAB.com

যখন (মদীনায়) ফেরত পৌঁছিল তখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এই ব্যাপারে কথা বলিলেন, এবং (হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর বিরুদ্ধে) নালিশ জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আগামীতে আমি তোমাদের মুহাজিরীনদের আমীর শুধু তোমাদের মধ্য হইতেই বানাইব। (অন্য কাহাকেও বানাইব না।) (কান্য)

প্রজাদের উপর আমীরের হক

উক্ত বিষয়ে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত সালামা ইবনে শিহাব আবদী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, হে প্রজাগণ! তোমাদের উপর আমাদের অনেক হক রহিয়াছে, আমাদের অনুপস্থিতিতেও তোমরা আমাদের কল্যাণ কামনা করিবে এবং নেক কাজে আমাদের সাহায্য করিবে। আল্লাহর নিকট ইমাম (বা আমীর)এর সহনশীলতা ও নম্রতা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় জিনিস ও লোকদের জন্য অধিক উপকারী জিনিস আর কিছু নাই। আর আল্লাহর নিকট ইমামের মূর্খ আচরণ ও অতিরিক্ত রাগ অপেক্ষা অধিক অপছন্দনীয় জিনিস আর কিছু নাই। (কান্য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর নিকট ইমামের সহনশীলতা ও নম্রতা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় আর কোন সহনশীলতা নাই। আর আল্লাহর নিকট ইমামের মূর্খতা অপেক্ষা অধিক অপছন্দনীয় আর কোন মূর্খতা নাই। আর যে ব্যক্তি তাহার সহিত কৃত আচরণকে ক্ষমা করিয়া দিবে সে নিরাপত্তা লাভ করিবে। আর যে নিজের ব্যাপারে লোকদের সহিত ইনসাফ করিবে সে নিজের কাজে কৃতকার্য হইবে। আর অবাধ্যতা ও গুনাহের দ্বারা ইজ্জত লাভ করা অপেক্ষা আনুগত্যের মধ্যে অপমান সহ্য করা নেকী বা সৎকর্মের অধিক নিকটবর্তী। (কান্য)

আমীরদেরকে গালমন্দ করিতে নিষেধ করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে যাহারা আমাদের বড় তাহারা আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন যে, তোমরা আপন আমীরদেরকে গালমন্দ করিও না, তাহাদিগকে ধোকা দিও না এবং তাহাদের অবাধ্যতা করিও না। আল্লাহকে ভয় করিও এবং সবর করিও, কেননা কেয়ামত অতি নিকটবর্তী। (কান্য)

আমীরের সামনে জবানের হেফাজত করা

হযরত ওরওয়া (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলাম, হে আবু আবদুর রহমান, আমরা আমাদের এই সমস্ত আমীরদের নিকট বসি। আর তাহারা যখন কোন কথা বলে তখন আমরা জানি (তাহা সঠিক নয়, বরং) সঠিক কথা ভিন্ন কিছু, তদুপরি আমরা তাহাদিগকে সত্য বলি। তাহারা জুলুমের ফায়সালা করে, আর আমরা তাহাদিগকে শক্তি জোগাই এবং তাহাদের এই ফায়সালাকে উত্তম বলিয়া বর্ণনা করি। এই ব্যাপারে আপনার কি রায়? তিনি বলিলেন, হে আমার ভাতিজা, আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইহাকে মোনাফেকী বলিয়া গণ্য করিতাম। তবে আমার জানা নাই, তোমরা ইহাকে কি মনে কর।

হযরত আসেম (রহঃ)এর পিতা হযরত মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল, আমরা আমাদের বাদশাহগণের নিকট যাই এবং তাহাদের সম্মুখে মুখে কিছু কথা বলি, আবার যখন সেখান হইতে বাহির হইয়া আসি তখন উহার বিপরীত কথা বলি। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমরা ইহাকে মোনাফেকী গণ্য করিতাম।

ইমাম বোখারী (রহঃ) মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ (রহঃ) হইতে এই ধরনের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে,

www.BANGLAKITAB.com